ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ বন্ধুর জন্মদিনে গিয়ে নিখোঁজ, আবর্জনার স্তূপ থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার
মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের টাকা বরাদ্দে গ্রামীণ উন্নয়নে নতুন প্রত্যাশা: সুকান্ত ৩

কলকাতা ১০ অক্টোবর ২০২৫ ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ১১৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.10.2025, Vol.19, Issue No. 118, 8 Pages, Price 3.00

খুনের চক্রান্ত, দাবি খগেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'খুনের ছক কষেছিল দিদির অনুগামীরা', হাসপাতালের বেডে শুয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ খগেন মুর্মুর। বন্যায় বিধ্বস্ত নাগরাকাটার পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরেছিলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। বৃহস্পতিবার মাটিগাড়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউ থেকে সদ্য সাধারণ বেডে স্থানান্তরিত হওয়ার পরেই

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খগেন মুর্মু বলেন, 'আমাদের খুন করার পরিকল্পনাই করা হয়েছিল। যারা মারছিল, তারা বলছিল, আমরা দিদির লোক, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

সাংসদের মুখের হাড় ভেঙে গিয়েছে, শরীরজুড়ে গভীর আঘাতের দাগ। হাসপাতালে রক্তক্ষরণে তাঁর অবস্থা একসময় উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অন্তত এক মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে তাঁকে। এদিকে বুধবার বিকেলে আহত সাংসদকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে খগেন মুর্মুর সোজাসাপ্টা মন্তব্য, 'ওঁর সব কিছুই হালকাভাবে নেওয়ার অভ্যেস। ওঁকে বলার কিছু নেই।'

এর আগে তাঁর শারীরিক খোঁজখবর নিতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হাসপাতালে পৌঁছন। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন খগেন মুর্মু।

দলীয় সূত্রে খবর, তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিল্লির এইমসে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। অন্যদিকে, আহত বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে বুধবার চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছে। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুলিশ যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়, তবে দল নিজের মতো ব্যবস্থা নেবে। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা।

এনআইএ তদন্তের দাবিতে মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শংকর ঘোষ এবং খগেন মুর্মুর উপর কেন হামলা, এনআইএ তদন্ত চেয়ে মামলা কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার মামলা দায়ের করতে চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানান আইনজীবী অনিন্দ্য সুন্দর দাস। এরপরেই মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয় হাইকোর্ট। আইনজীবীর দাবি, কেন এই ঘটনা তা জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএকে তদন্তের আবেদন জানান তিনি।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে মারধরের অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আবেদন জানিয়ে বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণও করা হয়। এরপরই বৃহস্পতিবার মামলা দায়েরের অনুমতি দেয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দর অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চ। আবেদনকারীর দাবি, ঘটনার তদন্ত করুক এনআইএ। এসসিএসটি আইন অনুযায়ী এই ঘটনার তদন্ত করা হোক। এসসিএসটি আইনে বলা আছে কোনও সাধারণ পুলিশ আধিকারিক ওই আইন অনুযায়ী তদন্ত করতে পারে না। এদিকে, জনপ্রতিনিধিদের উপর হামলার এখনও পর্যন্ত রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন চারজন।

এসআইআর: মমতার হুঁশিয়ারি, শুভেন্দুর হুঙ্কার

'আগুন নিয়ে খেলবেন না'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজের আড়ালে এনআরসি চালুর চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করছে।'

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, বাংলার মানুষকে যাতে কোনওভাবেই বৈধ ভোটার তালিকা থেকে বঞ্চিত করা না হয়, তা হতে দেওয়া হবে না। ভোটার তালিকা থেকে যদি একটিও বৈধ নাম বাদ যায় তবে গর্জে উঠবেন বাংলার মানুষ। যেভাবে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী নিয়ে তাড়াহুড়ো করছে তাও যথাযথ নয় বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর পিছনে যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত রয়েছে তা স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনও একটি দলীয় মিটিংয়ে বলে গিয়েছেন অনেক নাম আমরা বাদ দেব, উনি বাদ দেওয়ার কে? আজকে ওনার সরকার আছে কালকে কিন্তু থাকবে না।' একই সঙ্গে আবেদনের সুরে বিজেপি নেতৃত্ব কে তিনি বলেন, বিজেপির মন্ত্রীই যদি আগে থেকে বলেন যে দেড় কোটি মানুষের নাম বাদ যাবে তাহলে এই মন্ত্রীকে বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত।

পাশাপাশি একদিকে উৎসবমুখর অন্যদিকে দুর্যোগ বিধ্বস্ত বাংলায় বর্তমানে যে এসআইআর শুরু করার মতো পরিস্থিতি নেই সে কথা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তিনি বলেন, 'এখন বাংলায় দুর্যোগ পরিস্থিতি। বন্যায় মানুষদের ঘরবাড়ি, কাগজপত্র ভেসে গিয়েছে। কোথা থেকে মানুষ কাগজ দেবে? তাড়াহুড়োয় কাজ করতে গিয়ে যদি কোনও সম্প্রদায়ের নাগরিকের নাম বাতিল হয়, তাহলে বলব, আগুন নিয়ে খেলবেন না।'

তিনি আরও উল্লেখ করেন, নদিয়ার দুই নাগরিক পুজোর সময় এনআরসি নোটিস পেয়েছেন। ''এসআইআরের নামে কেন এনআরসি নোটিস পাঠাল? কোন অধিকারে বাংলার মানুষকে অসম

> ❝ এখন বাংলায় দুর্যোগ পরিস্থিতি। বন্যায় মানুষদের ঘরবাড়ি, কাগজপত্র ভেসে গিয়েছে। কোথা থেকে মানুষ কাগজ দেবে? তাড়াহুড়োয় কাজ করতে গিয়ে যদি কোনও সম্প্রদায়ের নাগরিকের নাম বাতিল হয়, তাহলে বলব, আগুন নিয়ে খেলবেন না।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *—মুখ্যমন্ত্রী*

সরকার এই নোটিস পাঠাচ্ছে? সামনে এসআইআর আর পিছনে কী? এনআরসি করবেন গায়ের জোরে? পারবেন না কখনও,'' তিনি প্রশ্ন তোলেন।

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ''বিজেপি সব সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। উৎসব-বিপর্যয়ের সময়ে কেন এসআইআরের সময় বেছে নেওয়া হলো? অনেকের নথি হারিয়ে গেছে, অনেকে বাইরে থাকেন। কেন্দ্র এ রাজ্যকে বঞ্চিত করেছে। কোনও সম্প্রদায় বা মানুষের নাম বাদ হলে তা আমরা কখনও মেনে নেব না।''

বৃহস্পতিবার নবান্নে।

কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ নয়, আশ্বাস কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নীবিড় সংশোধনীতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে না বলে আশ্বাস দিল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এই বার্তা দেন।

দু'দিনের সফরে রাজ্যের এসআইআর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ চার সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, ইআরও, এইআরও, অতিরিক্ত জেলাশাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও ওসি (ইলেকশন)। রাজ্যের তরফে ছিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস ও অরিন্দম নিয়োগী, যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কাকলি মুখোপাধ্যায় এবং ডেপুটি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুমন্ত রায়। বৈঠকে মূলত বুথ লেভেল অফিসারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁদের কাজের গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর দেন কর্তৃপক্ষ।

নির্বাচনী কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বিহারে যেভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী বৈঠক শেষে স্পষ্ট বার্তা দেন, কমিশনের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বুথ লেভেল অফিসারদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ রাজ্যের। তবে নির্বাচন কমিশন নিজস্ব নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করছে।

দু'দিনের সফর শেষে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল দিল্লি ফিরে গেলেও, এসআইআর প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে কবে শুরু হবে তা স্পষ্ট করেনি কমিশন। তবে সূত্রের খবর, চলতি মাসের মধ্যেই এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হতে পারে।

'এক কোটি ভুয়ো ভোটার বাদ যাবে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে ফের তপ্ত রাজনীতি। এবার কেন্দ্রবিন্দুতে স্পেশ্যাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, এই বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন অভিযান সঠিকভাবে হলে রাজ্যের ভোটের হিসেবটাই বদলে যাবে। তাঁর বক্তব্য, 'যদি এসআইআর যথাযথভাবে হয়, তাহলে অন্তত এক কোটি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে। তৃণমূলের শক্তি তখনই ধসে পড়বে।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এখন অবস্থা এমন যে, ভোটার তালিকায় জন্মহার অনুযায়ী বৃদ্ধির পরিমাণ অসমান। বাংলায় জন্মে থাকা মানুষের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ বেশি ভোটার রয়েছে, যার বড় কারণ সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশ। এসব নাম ভোটার তালিকায় থাকা উচিত নয়।'

তিনি বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম ও রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা তুলে ধরেন এবং বলেন, 'যারা অনুপ্রবেশকারী তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় থাকা উচিত না। যারা হিন্দু শরণার্থী ও সিএএ'র আওতায় আবেদন করেছেন, তাদের নাম থাকবে।' শুভেন্দু আরও জানান, রাজ্যের অনেক এলাকায় (বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি) ভোটার বৃদ্ধির হার সামগ্রিক দেশের তুলনায় অনেক বেশি, যেখানে ২০-৩০ শতাংশের মতো বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজারহাট-নিউটাউনে ২৮ শতাংশ এবং ডোমকল ও জলঙ্গিতে ৩০ শতাংশ ও ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা যায়।

তিনি উল্লেখ করেন, ২০০২ সালে রাজ্যে ২৬ লক্ষ ভোটারের নাম মোছা হয়েছিল। সাম্প্রতিক

দিনে ১৩ লক্ষ আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়েছে মৃত্যুজনিত কারণে। তিনি ১৬ লক্ষ ডাবল বা ট্রিপল এন্ট্রি ভোটারের নাম নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছেন। সব মিলিয়ে তিনি আশাবাদী যে, এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্তত ২০ লক্ষ নাম অচল বা বাদ যাবে এবং সঠিক বাস্তবায়নে এক কোটি নামেরও বেশি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়বে। শুভেন্দু বলেন, 'এসআইআর সঠিকভাবে কার্যকর হলে, ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো নামগুলো মুছে যাবে, যা তৃণমূলের নির্বাচনী জয়ে বড় প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়াবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল খেলায় ভুয়ো ভোটারের উপর নির্ভরশীল, সেখানে ওই অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে তৃণমূল নিশ্চিহ্ন হবে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, 'ত্রাণ, প্রশাসন বা নিরাপত্তার কাজ ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রী এখন শুধু কার্নিভাল, উৎসব আর আত্মপ্রচারে ব্যস্ত।'

প্রতি পরিবারে সরকারি চাকরি, ভোটের বিহারে কল্পতরু তেজস্বী

পাটনা, ৯ অক্টোবর: অধুনা বিহারের বিরোধী জোট 'মহাগঠবন্ধন' ক্ষমতায় এলেই সে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের এক জনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এমনই প্রতিশ্রুতি দিলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর নেতা তথা লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদব। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০ দিনের মধ্যেই এই সংক্রান্ত আইন পাশ করানো হবে বলে জানিয়েছেন বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী।

ভোটের আগে বিভিন্ন দল হরেক রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। বহু সময়ই দলগুলির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি আঁচ করে নিজেই সকলকে আশ্বস্ত করেন তেজস্বী। তিনি বলেন, 'আমরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সমীক্ষা করেছি। সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিটি পরিবারের তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে। প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছি, তখন আমি কথা দিচ্ছি যে, আমি যতটা করতে পারব, ততটাই শুধু বলব।' তার পরেই বিজেপি-জেডিইউ সরকারকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, 'এটা জুমলাবাজি নয়। আমরা কাউকে ঠকাব না। তেজস্বীর প্রমাণ দেখানোর প্রয়োজন নেই।'

বৃহস্পতিবার পাটনায় একটি সাংবাদিক বৈঠকে তেজস্বী বলেন, 'আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে পরিবারগুলিতে কেউ সরকারি চাকরি করেন না, সেই পরিবারগুলির এক জনের সরকারি চাকরি সুনিশ্চিত করব। তার জন্য আমরা ২০ দিনের মধ্যে নতুন আইন তৈরি করব। ২০ মাসের মধ্যে এমন কোনও বাড়ি থাকবে না, যেখানকার কোনও সদস্য সরকারি চাকরি করেন না।'

পরে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে তেজস্বী জানান, নতুন 'বিশেষ কর্মসংস্থান আইন'-এ ২০ মাসের মধ্যে বিহারের প্রতিটি পরিবারের এক জনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমারের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার চালানোর সময় তাঁর দল ১৭ মাসে ৫ লক্ষ চাকরি দিয়েছিল বলেও জানান তেজস্বী।

বঙ্গোপসাগরে ঘনাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত, বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্যোগের সম্ভাবনা কেটেছে ঠিকই তবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর এবং দক্ষিণ দুই বঙ্গেই, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর সোমবার থেকে আর বৃষ্টি হয়নি উত্তরবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরও জানিয়েছে, সপ্তাহান্তে শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, বরং গোটা রাজ্য থেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় নেবে বর্ষা। আপাতত উত্তরে আর নতুন করে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে, শুক্রবার উত্তর বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার কথা রয়েছে। তার জেরে এখনও কিছু দিন বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টি চলতে পারে দক্ষিণবঙ্গে।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বাংলাদেশে থাকা ঘূর্ণাবর্তটি আপাতত শক্তি হারাচ্ছে। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তা ছাড়া, শুক্রবার উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ছবি: অদিতি সাহা

ফলে শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি চলতে পারে।

উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়াতে বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতি বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। শুক্রবার আট জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। কমবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ।

কলকাতায় বৃহস্পতিবার কখনও রোদ্দুর আবহাওয়া আবার কখনও আংশিক মেঘলা ছিল আকাশ। বৃষ্টিও হয়েছে এক দু পশলা। শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। কখনও মেঘলা আকাশ আবার কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। তবে শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। উইকেন্ডে বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে। এর পাশাপাশি শনিবার থেকে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকবে।

গাজায় শান্তি ফেরাতে ট্রাম্পের প্রস্তাবে রাজি ইজরায়েল-হামাস

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর: গাজায় শান্তি ফেরাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন, তার প্রথম দফায় সম্মতির কথা জানিয়েছে ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে নিজেই সে কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তার পরেই বৃহস্পতিবার বেলায় সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে এই ঘটনাকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর 'শক্তিশালী নেতৃত্ব'-এরও প্রশংসা করেছেন তিনি।

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, চুক্তিতে সম্মত হওয়ার পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বন্দি বিনিময় করবে ইজরায়েল এবং হামাস। হামাসের হেপাজতে থাকা ইজরায়েলের সমস্ত জীবিত বন্দির বিনিময়ে ২০০০ প্যালেস্তাইনিকে মুক্তি দেবে নেতানিয়াহুর সরকার।

প্রধানমন্ত্রী মোদী সমাজমাধ্যমের ওই পোস্টে লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শান্তিপ্রস্তাবের প্রথম দফায় সম্মতি জানানোর বিষয়টিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এটা প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর শক্তিশালী নেতৃত্বেরও প্রতিফলন।' একই সঙ্গে মোদীর সংযোজন, 'আমরা আশা রাখি যে, সব বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং গাজার মানুষকে মানবিক সাহায্য করার সুযোগ বাড়বে। এর ফলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পথ প্রশস্ত হবে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'আমার বন্ধু রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে কথা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক গাজা শান্তি

স্বাগত মোদীর

পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি। বাণিজ্য আলোচনার অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেছি। আগামী সপ্তাহগুলিতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার ব্যাপারেও সম্মত হয়েছি।'

যুযুধান দু'পক্ষ কী কী শর্ত মানার বিষয়ে সম্মত হয়েছে, তা-ও জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি লেখেন, 'খুব তাড়াতাড়ি সব বন্দি মুক্তি পাবেন। ইজরায়েল (গাজা থেকে) পূর্বনির্ধারিত সীমা পর্যন্ত বাহিনী সরিয়ে নেবে।' গাজায় শক্তিশালী এবং চিরস্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ বলে জানান ট্রাম্প। শর্তগুলি পালনের বিষয়ে দু'পক্ষকে রাজি করানোর জন্য ট্রাম্প ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিন মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতার, মিশর এবং তুরস্ককে।

অন্য দিকে, আমেরিকার একটি সংবাদমাধ্যমকে ট্রাম্প বলেছেন, তিনি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ইজরায়েলে যেতে পারেন। ইজরায়েলের আইনসভা নেসেট-এ বক্তৃতাও করতে পারেন তিনি। ইজরায়েলের সংবাদমাধ্যম ওয়াইনেট-এর প্রতিবেদন অনুসারে, রবিবারই ইজরায়েলে যেতে পারেন ট্রাম্প।

গাজায় শান্তি ফেরানোর জন্য ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন ট্রাম্প। 'বন্ধু' ইজরায়েল তাতে প্রাথমিক ভাবে রাজি হয়েছে। তার পর হামাসকে ওই প্রস্তাব নিয়ে সিদ্ধান্তের জন্য রবিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিলেন ট্রাম্প। প্রাথমিক ভাবে ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত দিলেও বেশ কিছু বিষয়ে ধোঁয়াশা থেকে গিয়েছিল। এর মধ্যে শনিবার ফের গাজায় বোমাবর্ষণ করে ইজরায়েল। তাতে অনেকে প্রাণ হারান। জটিলতা যখন বাড়ছে, তখনই ট্রাম্প আবার দাবি করেন, হামাসের সম্মতির জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। তবেই যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করা যাবে। অবশেষে ট্রাম্প-প্রস্তাবের প্রাথমিক শর্তে রাজি হল দু'পক্ষই।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Sanoj Agarwal S/O, Late Kailas Chandra Agarwal Residing at 19/A Bazer Bye Lane P.O/P.S- Serampore Hooghly 712201, have change my name and shall henceforth be known as Sanoj Kumar Agarwal as declared before the Notary public at Serampore court Hooghly W.B, vide Affidavit (No 28) Dated 09/10/2025, Sanoj Agarwal and Sanoj Kumar Agarwal both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **ANKIT CHAUDHARY** S/O Late Subodh Kumar Chaudhary presently residing at 17/3, Guha Park Road, P.O. & P.S.- Liluah, District- Howrah-711204 do hereby declare vide affidavit filed before the Notary Public at Howrah dated 08.10.2025 that my correct and real name is ANKIT CHAUDHARY and it is recorded in my Aadhar Card but due to inadvertence, my name has been wrongly recorded as ANKIT CHOUDHARY in my class X mark sheet issued by thr ISCE for the year 2016. ANKIT CHAUDHARY and ANKIT CHOUDHARY is the same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Md. Mustak Ali Mondal, পিতা- Ali Akbar Mondal, Resident of Vill-Dangapara, P.O- Nasaratpur, P.s-N adan-ghat, Dist- Purba Bardhaman, গত ৩১/০১/২০২২ তাং কালনা এক্সিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিডে আমি Md. Mustak Ali Mondal, S/o-Ali Akbar Mondal ও Md. Mustak Ali SK., S/O- Ali Akbar SK একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

গত ০৯/১০/২০২৫, নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ২৬ নং এফিডেভিট আমি Chandrani Mandal (old name), D/o. Late Nakul Kumar Mondal, R/o. 23, N. N. Roy Street, Serampore, Hooghly-712201, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Chandrani Mandal নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Chandrani Mondal নামে পরিচিত হইয়াছি। Chandrani Mandal & Chandrani Mondal D/o. Late Nakul Kumar Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, **PUNITA CHAUDHARY** W/O Late Subodh Kumar Chaudhary presently residing at 17/3, Guha Park Road, P.O. & P.S.- Liluah, District- Howrah- 711204 do hereby declare vide affidavit filed before the Notary Public at Howrah dated 08.10.2025 that my correct and real name is PUNITA CHAUDHARY and it is recorded in my Aadhar Card but due to inadvertence, my name has been wrongly recorded as PUNITA CHOUDHARY in my Son ANKIT CHAUDHARY's class X mark sheet issued by thr ISCE for the year 2016. PUNITA CHAUDHARY and PUNITA CHOUDHARY is the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি উসিদপুর নিবাসী আসিফ মণ্ডল, পিতা আনোয়ার মণ্ডল, থানা- কোতয়ালী এলাকাধীন ৫৮ নং উসিদপুর মৌজার এল.আর. ২৩৯৪ নং দাগে এল.আর. ৫২৩৫ নং খতিয়ানভুক্ত ০৬ শতক ভিটি যোগ্য জমি I-১৩০২-১০১৩৮/২০২৫ নং দলিলবলে বিক্রয় করিয়াছি, যাহা I-1301-1711/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে আমার পক্ষে গঙ্গাবাস নিবাসী সারজেদ সেখ সহি সম্পাদন করিয়াছে। আগামীতে দলিল গ্রহীতা জমিটির নামপত্তন করিবে। ইহাতে আমার কোনো আপত্তি নাই এবং কাহারও কোনো অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর-১ বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমি মানব দাস, পিতা নিশিকান্ত দাস, সাং- মোহনপুর, পোঃ বাছড়া মোহনপুর, থানা- হাড়োয়া, জেলা- উঃ 24 পরগনা, পিন- 7434561, আমি চন্দনপুর মৌজায় 228 নং দাগে ও 317 নং খতিয়ান হইতে 1 কাঠা 4 ছটাক জমি ক্রয় করি। যাহাতে 11/03/2024 তারিখে মোকাম D.S.R-I অফিস 1832 নং আমমোক্তার নুরুল হক, সন্তোষ ঘোষ মহাশয়কে দেন। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে B.L & L.R.O বারাসাত- । অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

In the Court of the Ld. 1st Civil Judge (Jr. Div) at Alipore Ej. Ex. Case no. 56 of 2024 (Arises out of Ej. Suit No. 10 of 2012)

Atindra Prasad Dasgupta, since deceased & substituted by 1) Adrijit Dasgupta. 2) Judhajit Dasgupta, both sons of Late Atindra Prasad Dasgupta, both residing at 15A/2 Khanpur Road, P.S.-Jadavpur. Kolkata - 700047.

.....Plaintiffs/Decree Holders

-Versus-

Smt. Srabanti Majumder. residing at 29/9 Paddapukur Road, (Ashoke Avenue). P.S.- Jadavpur, Kolkata-700092.

......Defendant/Judgement Debtor

The Plaintiffs/Decree Holders filed the above Ejectment Ex. Case in the aforesaid Court against the Defendant/ Judgement Debtor for execution of the decree passed in Ejectment Suit No. 10 of 2012 by the aforesaid Ld. Court. As such, notice is hereby given that any person having any interest in the said matter he may appear in the aforesaid Court on 28 day of 10 2025 at 10:30 a.m. either in person or through agent and may file objection, if any. In default the said Ej. Ex. Case will be heard exparte in accordance with law.

SCHEDULE

ALL THAT a complete flat on the ground floor excluding garages at premises no. 29/9 Paddapukur Road, also known as Ashoke Avenue, Police Station - Jadavpur, Kolkata- 700092, butted and bounded as follows: **On the North:** Side open space and thereafter boundary wall of the premises. **On the South:** Side open space and thereafter boundary wall of the premises. **On the East:** Owner's garages. **On the West:** Side open space and thereafter boundary wall of the premises.

By Order
S.D Sherestadar Dated: 26/9/25

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ সরিফ পিতা মরহুম সেখ রেজাক, ঠিকানা পূর্ব মল্লিকপুর, ইলিপুর, হরিপাল, হুগলী। হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ১৩০ নং জে.এল.ভুক্ত পূর্ব মল্লিকপুর মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ৪৮৭ নং দাগে থাকা রেকর্ডেড Owner মৃত সদানন্দ বন্দোপাধ্যায় দীগর ওয়ারিশানগণের মধ্যে স্বর্গীয় অরুণ কুমার ব্যানার্জীর একমাত্র কন্যা তথা পায়েল ব্যানার্জী (ধাড়া) গত ইং ২৩/০৩/২০১৮ তারিখে R.A Calcutta রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-1787/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে তাঁহার মাতা মিত্রা ব্যানার্জীকে ক্ষমতা প্রদান করিলে উল্লিখিত আমমোক্তারনামা দলিলবলে মিত্রা ব্যানার্জী তাহার কন্যার অংশ সহ তাহার নিজ অংশ গত ইং ০৮/০২/২০২৪ তারিখে D.S.R-I অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩৪০ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে আমার মক্কেল সেখ সরিফ-কে হস্তান্তর করেন।

এমতাবস্থায়, উক্ত পাওয়ারনামার উপর ভিত্তি করিয়া আমার উক্ত মক্কেলের নাম বরাবর কোনো মিউটেশান হইলে, তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Reg. NO. WB-1593/2015

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রাজা কর্মকার পিতা অনুপ কর্মকার, ঠিকানা ইলিপুর, হরিপাল, হুগলী। হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ১৩১ নং জে.এল.ভুক্ত ইলিপুর মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ৭৯১ নং দাগে থাকা কমবেশী ২১.৭৫ শতক হাল এল.আর. ১৬৯, ৫৯৯ ও ৬১২ নং খতিয়ানে অবস্থিত রেকর্ডেড Owner মৃত কৃষ্ণধন নন্দী, মঙ্গলময় নন্দী ও মদন মোহন নন্দী -এর ওয়ারিশানগণ তথা মমতা নন্দী দীগরের নিকট হইতে গত ইং ০৫/০৫/২০২২ তারিখে হরিপাল রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2043/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে শিউলি মুখার্জী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার পর, উল্লিখিত আমমোক্তারনামা দলিলবলে শিউলি মুখার্জী সকলের পক্ষ হইতে গত ইং ০১/০৯/২০২৫ তারিখে D.S.R-I অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮১১৭ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে আমার উপরিউক্ত মক্কেলকে হস্তান্তর করেন।

এমতাবস্থায়, উক্ত পাওয়ারনামার উপর ভিত্তি করিয়া আমার উক্ত মক্কেলের নাম বরাবর কোনো মিউটেশান হইলে, তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Reg. NO. WB-1593/2015

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ ১। সেখ সেবগাতুল্লা দেওয়ান, ২। নাসিমা বিবি, (উভয়ের ঠিকানা চকডুমুর, হরিপাল, হুগলী) এবং ৩। অর্জুন দাস পিতা রাধাগোবিন্দ দাস, (ঠিকানা দ্বীপা, হরিপাল, হুগলী)। হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ২৮ নং জে.এল.ভুক্ত পশ্চিম গোপীনাথপুর মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ১৬৫৯ নং দাগে থাকা হাল এল.আর. ৯৩ নং খতিয়ানে রেকর্ডেড Owner মৃত ঊষাবালা ঘোষের ওয়ারিশানগণ তথা অসিতাভ পাল দীগরের নিকট হইতে গত ইং ০২/০৭/২০২৪ তারিখে হরিপাল রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-2607/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে শ্রীমতী শম্পা দাস ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার পর, উল্লিখিত আমমোক্তারনামা দলিলবলে শ্রীমতী শম্পা দাস সকলের পক্ষ হইতে গত ইং ২৯/০৭/২০২৪ তারিখে D.S.R-II অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৪২৮ এবং ২৪২৯ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে এবং গত ইং ১৩/১১/২০২৪ তারিখে D.S.R-I অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯১৭৩ এবং ৯১৭৪ নং একাধিক সাফ কোবালা দলিলমূলে আমার উপরিউক্ত মক্কেলগণ-কে হস্তান্তর করেন ।

এমতাবস্থায়, উক্ত পাওয়ারনামার উপর ভিত্তি করিয়া আমার উক্ত মক্কেলগণের নাম বরাবর কোনো মিউটেশান হইলে, তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Reg. NO. WB-1593/2015

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ** ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১০ ই অক্টোবর । ২৩ শে আশ্বিন । শুক্র বার । কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বার্তা। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(আজ করবাচৈত উৎসব। দশরথ চতুর্থী। জাতীয় ডাক দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মালদায় রেশম শিল্পে গুণমান বৃদ্ধির উদ্যোগ, রেশম গুটি উৎপাদনে আসছে আধুনিক প্রযুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার মালদার কালিয়াচকে অবস্থিত রেশম গুটি বাজারের পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে চলেছে। নতুন অত্যাধুনিক একটি সংরক্ষণাগার নির্মাণের পাশাপাশি ওই জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উন্নত মানের রেশম কীট পালনের প্রকল্প শুরু হবে। রাজ্য ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তর সম্প্রতি কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের হ্যান্ডলুম শিল্পে ব্যবহৃত রেশম সুতোর মান গুণগতভাবে উন্নিত করতে এবং তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, জম্মু-কাশ্মীর ও বিহার থেকে সুতো আমদানি কমাতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কৃষি দপ্তরের মালদার রেশম চাষ খামারে রেশম কীট পালনের এই পাইলট প্রকল্পটি শুরু হবে। যদি তা সফল হলে সমগ্র মালদার পাশাপাশি, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর এবং আলিপুরদুয়ারেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

রাজ্য বস্ত্র দপ্তর ও রেশমচাষ দপ্তরের যৌথ একটি দল ইতিমধ্যেই মালদায় গিয়ে জেলা শাসকের সভাপতিত্বে এক বৈঠক করেছে। সেখানে প্রকল্প তদারকির জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়। বর্তমানে রাজ্যে প্রচলিত থাই রিলিং প্রক্রিয়া হাতে চালিত হওয়ায় উৎপাদিত রেশম সুতোর মান আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছয় না। রাজ্যের আর্দ্র আবহাওয়াও রেশম কীট পালনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রেশম কীট সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রজাতি। ফলে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় তাদের সফলভাবে পালনের জন্য বিশেষ পরিবেশ ও শর্ত মানা জরুরি।

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী, হাতে চালিত রেশম উৎপাদন পদ্ধতি থেকে ধীরে ধীরে আধুনিক, শক্তিশালী গুটি উৎপাদনে রূপান্তর ঘটানো, যাতে হ্যান্ডলুম শিল্পের গুণমান বাড়ে, বুননশিল্পীদের আয় বৃদ্ধি পায় এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।

রেশমচাষ অধিদপ্তর, বস্ত্র দপ্তর এবং তাম্রলিপ্ত স্পিনিং মিলের আধিকারিকদের এই প্রকল্প এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাম্রলিপ্ত স্পিনিং মিল মালদার সিল্ক পার্কে দুটি নতুন রিলিং ইউনিট স্থাপন করবে।

ডিজিটাল গ্রেপ্তারের তদন্তে দেশের ৪০ জায়গায় হানা সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার'-এর তদন্তে দেশের ৪০ জায়গায় হানা দিল সিবিআই। কারণ, সাধারণ মানুষকে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে কিংবা প্রলোভন দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে আন্তর্জাতিক সাইবার চক্র। এমনই এক প্রেক্ষিতে কড়া পদক্ষেপ নিল সিবিআই। দেশের মোট ৪০টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালান তদন্তকারী আধিকারিকেরা। তল্লাশি অভিযানে বেশ কিছু মোবাইল, ল্যাপটপ, কেওয়াইসি নথি, সিম কার্ড এবং হোয়াটস অ্যাপ মারফত কিছু পুরনো কথোপকথনের তথ্য সংগ্রহ করছে সিবিআই।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাত এবং কেরল জুড়ে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সিবিআই সূত্রে খবর, অভিযানে একাধিক মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কেওয়াইসি নথি, সিম কার্ড ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট রেকর্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত পোর্টাল 'ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার' (আই৪সি)-এ সম্প্রতি ৯টি অভিযোগ জমা পড়েছিল। আন্তর্জাতিক প্রতারণাচক্র 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার' করে তাঁদের থেকে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ। তদন্তে বেশ কিছু 'মিউল অ্যাকাউন্ট'-এর সন্ধানও পান তদন্তকারীরা। সেই সূত্র ধরেই দেশের ৪০টি জায়গায় তল্লাশি চালায় সিবিআই। তদন্তকারীরা আরও জানতে পারেন, অন্যের নামে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির পাশাপাশি হাওয়ালার মাধ্যমেও নিজেদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন চালাতেন এই চক্রের সদস্যেরা। টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পর তার থেকে কিছু অংশ দেশের বিভিন্ন এটিএম থেকে তোলা হয়েছে। বাকি টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হত। প্রায় ১৫ হাজার আইপি অ্যাড্রেস বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই প্রতারণা চক্রটির মূল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল কম্বোডিয়া থেকে।

উত্তরবঙ্গ বিপর্যয় মোকাবিলায় সাহসী ভূমিকার স্বীকৃতি, রাজ্যের তরফে বিশেষ পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় দমকল কর্মী, এসডিআরএফ সদস্য, পুলিশ, ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক; যাঁরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের বিশেষভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আগামী সোমবার ফের উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন। এবার তাঁর সফরসূচিতে দার্জিলিংও রয়েছে। সেখানে তিনি পুনর্গঠন ও মেরামতির কাজ সরেজমিনে তদারকি করবেন এবং প্রশাসনিক বৈঠক করবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে, রাজ্যকে না জানিয়ে জলছাড়ার প্রতিবাদে ডিভিসির বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আগামী ১১ অক্টোবর মাইথন প্রকল্প ঘেরাও করা হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে ঘেরাও হবে পাঞ্চেত প্রকল্পও।

বারাসাত, হাসনাবাদ শাখায় ডবল লাইন প্রকল্পে গতি, যাত্রী পরিষেবায় আসছে বড় পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার অন্যতম ব্যস্ত রেলপথ বারাসাত, হাসনাবাদ শাখায় অবশেষে ডবল লাইনের কাজ শুরু করতে চলেছে পূর্ব রেল। দীর্ঘদিন ধরে যাত্রীদের দাবির পর এবার রেল মন্ত্রক থেকে প্রকল্পে অনুমোদন মেলে। পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ধাপে চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত প্রায় ১৬.৫ কিলোমিটার সিঙ্গল লাইন অংশকে ডবল লাইনে রূপান্তরিত করা হবে। খুব শিগগিরই লোকেশন সার্ভে ও জমি-সম্পর্কিত সমীক্ষা শুরু হবে। বর্তমানে এই শাখায় প্রতিদিন প্রায় ২৩ জোড়া ইএমইউ ট্রেন চলাচল করে। কিন্তু সিঙ্গল লাইনের কারণে ক্রসিং স্টেশনে বারবার ট্রেন আটকে পড়ায় যাত্রীদের মারাত্মক ভোগান্তি পোহাতে হয়। রেল কর্তৃপক্ষের আশা, ডবল লাইন সম্পূর্ণ হলে এই জটিলতা অনেকটাই কাটবে এবং ট্রেন চলাচল হবে আরও সময়নিষ্ঠ।

প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে চাঁপাপুকুর, বসিরহাট, অনন্তপুর, টাকি রোড ও হাসনাবাদ-সহ আশপাশের স্টেশনগুলির যাত্রীরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন। শিয়ালদহ,হাসনাবাদ রুটে যাত্রীসংখ্যা দ্রুত বাড়ায় রেল নিরাপত্তা ও পরিষেবার মানোন্নয়নকেও এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ধরা হয়েছে। পূর্ব রেলের বারাসত বিভাগের ডিআরএম দীপ্তিময় দত্ত বলেন, ডবল লাইন প্রকল্পে কাজ শুরু হলে শুধু দৈনন্দিন পরিষেবা নয়, পর্যটনেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে। টাকি ও হাসনাবাদের মতো জনপ্রিয় গন্তব্যে যাতায়াত হবে আরও দ্রুত ও নিরাপদ। স্থানীয় নিত্যযাত্রীদের মতে, এই প্রকল্প শেষ হলে স্টেশনগুলিতে আর ক্রসিংয়ের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে না। সকাল-সন্ধ্যার ভিড়েও মিলবে স্বস্তি।

রেল সূত্রের ইঙ্গিত, আগামী বছরেই চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত অংশে ডবল লাইন পাতার কাজ শুরু হতে পারে। ফলে উত্তর ২৪ পরগনার এই ব্যস্ততম শাখায় যোগাযোগের গতি ও নির্ভরযোগ্যতা; দু'টোই বাড়বে।

ব্যান্ডেল-কাটোয়া সেকশনে আটদিন তিন ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যান্ডেল, কাটোয়া সেকশনে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে টানা আট দিন প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। পূর্ব রেলের তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ধাত্রীগ্রাম, অম্বিকা কালনা, গুড়াপ স্টেশনের মধ্যে ডাউন লাইনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে। সেই কারণেই ৯ অক্টোবর থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন ১৮০ মিনিটের জন্য ট্র্যাফিক ব্লকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, এই সময়কালে ৩৭৭৪৯ ব্যান্ডেল, কাটোয়া ইএমইউ লোকাল এবং ৩৭৭৪৮ কাটোয়া, ব্যান্ডেল ইএমইউ লোকাল; দুটি ট্রেন ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ অক্টোবর তারিখে বাতিল থাকবে। তাছাড়া, ৩৭৯২৪ কাটোয়া, হাওড়া ইএমইউ লোকাল ট্রেন কাটোয়া ও ধাত্রীগ্রামের মধ্যে ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিতভাবে চালানো হবে। রেল কর্তৃপক্ষের মতে, যাত্রীদের অসুবিধা হলেও এই ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ ভবিষ্যতে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করবে।

রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিপিপি প্রকল্পে উপদেষ্টা সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নিল অর্থ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে চলা প্রকল্পগুলি পরিচালনার জন্য নতুন পরামর্শদাতা সংস্থা নিয়োগ করবে। পরিবহণ ও লজিস্টিকস, বিদ্যুৎ, জল ও নিকাশী, যোগাযোগ, এবং সামাজিক ও বাণিজ্যিক পরিকাঠামো রূপায়ণের জন্য দক্ষ সংস্থাগুলির একটি প্যানেল তৈরি করতে অর্থ দপ্তর প্রস্তাব আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই উপদেষ্টা সংস্থাগুলি রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এই সংস্থাগুলি সরককারকে পিপিপি মডেলে চলা প্রকল্পগুলির জন্য আর্থিক, অর্থনৈতিক ও আইনি বিশ্লেষণ, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন, চুক্তি প্রণয়ন, দরপত্র প্রক্রিয়া, ইঞ্জিনিয়ারিং নকশা বা খরচ অনুমান, বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত বিষয়ে যাবতীয় সহায়তা করবে। অর্থ দপ্তর জানিয়েছে, প্রায় ১০ থেকে ১২টি উপদেষ্টা সংস্থাকে দুই বছরের মেয়াদের জন্য প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক পরিকাঠামো গঠনে জোর দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে সহজ করতে রাজ্য ও পুর সংস্থাগুলির প্রয়োজন পেশাদার উপদেষ্টাদের সহযোগিতা, যারা প্রকল্প চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে সহায়তা করবে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর চমক ভরা ধনতেরাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে 'চমক ভরা ধনতেরাস'। যা চলবে আগামী ১০ অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত। 'ধনতেরাস' হল সম্পদ এবং সৌভাগ্যের দেবীকে বাড়িতে স্বাগত জানানোর উৎসব। 'চমক ভরা ধনতেরাস' হল দীপাবলি উৎসবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর সোনা ও হীরের গয়নার বার্ষিক প্রদর্শনী।

প্রতিবছরের মতো এবারও 'চমক ভরা ধনতেরাসে' থাকছে এমনই কিছু বিশেষ ধরনের গয়নার সম্ভার যা ক্রেতাদের মন ছুঁয়ে যাবেই। তার সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় অফার। এই গয়নার সম্ভারের মধ্যে রয়েছে হাতে তৈরি সোনা ও হীরের গয়না, ঐতিহ্যপূর্ণ এবং হালফিলের আধুনিক ডিজাইনের বিয়ের গয়না যা সকলের নজর কাড়বে। চোখ ধাঁধানো অথচ সাধ্যের মধ্যে হীরের গয়না আর শ্যাম সুন্দর কোম্পানির নিজস্ব ডিজাইনার কালেকশন ও গ্রহরত্নের সম্ভারও তো আছেই।

ইঁদুর আতঙ্কে নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পুরনিগম, খাঁচা বন্দি হচ্ছে এসি ও বৈদ্যুতিক তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে সম্প্রতি দেখা দিয়েছে অদ্ভুত এক আতঙ্ক; ইঁদুরের উপদ্রব। আধিকারিক থেকে সাধারণ কর্মচারী, সকলেই ভুগছেন এই সমস্যায়। ইঁদুরেরা এসি মেশিন ও কম্পিউটারের তার কেটে দিচ্ছে, যার ফলে নষ্ট হচ্ছে দামী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও প্রশাসনিক কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। বহুবার মেরামতের পরও সমস্যা মেটেনি, তাই এবার পুরনিগম নিতে বাধ্য হয়েছে এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ; এসি মেশিন ও বৈদ্যুতিক তারগুলি খাঁচা বন্দি করা হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও আলোক বিভাগ মিলে বিশেষ জালের কাঠামো তৈরি করে একের পর এক ঘরের এসি মেশিনকে ঘিরে ফেলছে। এর ফলে ইঁদুরের প্রবেশ বন্ধ হচ্ছে অনেকাংশে। অতীতে ইঁদুর দৌরাত্ম্যে রাস্তা বসে যাওয়া থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিক ত্রুটি পর্যন্ত ঘটেছে, তাই কর্তৃপক্ষ এবার কার্যত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নেমেছে। কলকাতা পুরনিগমের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রণিতা সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, এই ব্যবস্থা নেওয়ার পর মেশিনের ক্ষতি অনেকটাই কমেছে। প্রশাসনের আশা, এই উদ্যোগে অবশেষে ইঁদুর আতঙ্ক কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আসবে বলেই আশা কর্তৃপক্ষের।

প্রয়াত বর্ষীয়ান সাংবাদিক সৌমেন গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও কলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক সৌমেন গোস্বামীর জীবনাবসান। তাঁর প্রয়াণে কলকাতা প্রেস ক্লাব গভীর শোক জ্ঞাপন করছে। বৃহস্পতিবার ৯ অক্টোবর দুপুর ১২ টা নাগাদ প্রয়াত হন, কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সৌমেনবাবু দীর্ঘদিন বসুমতী পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। কিছুদিন বসুমতী পত্রিকার শিলিগুড়ি সংস্করণেও তিনি কাজ করেছেন। তিনি একাধিকবার প্রেস ক্লাব, কলকাতার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও বহুবার প্রেস ক্লাবের কর্মসমিতির বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। খেলাধুলার প্রতি তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল। তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন খেলায় প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩ আশ্বিন ১৪৩১ শুক্রবার

বাবা-মায়ের নতুন সঙ্গীকে অন্য নামে ডাকতে পারে সন্তান, নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিচ্ছেদের পর অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মা নতুন সঙ্গী নির্বাচন করে শুরু করেন নতুন পথচলা। এদিকে তাঁদের সন্তানকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে নতুন অনেক কিছুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। একইসঙ্গে বাবা অথবা মায়ের নতুন সঙ্গীকে 'বাবা' অথবা 'মা' বলে ডাকতে বাধ্য হয় অনেক সন্তান। তবে এবার থেকে তা আর করতে হবে না বলে পরিষ্কার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। এর পাশাপাশি বৃহস্পতিবার বিচ্ছেদ অবস্থায় সন্তানের দেখভালের উদ্দেশে 'চাইল্ড অ্যাকসেস অ্যান্ড কাস্টডি গাইডলাইন্স পেরেন্টিং প্ল্যান ২০২৫' প্রকাশও করেছে হাইকোর্ট।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গাইডলাইন জারির দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। এই নিয়ে ২০২১ সালে প্রথম মামলা দায়ের করেছিলেন চিকিৎসক রাতুল রায়। পরে 'অন্তরা' নামে একটি বেসরকারি সংগঠন এই মামলায় যুক্ত হয়। এরপর কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল বিষয়টি দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি বিশেষ কমিটিকে। ২০২৪-এর ডিসেম্বর মাসে কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির রেগুলার বেঞ্চ চূড়ান্ত নির্দেশ দেবে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের নেতৃত্বে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের কমিটি সন্তানের দেখাশোনা করার বিষয়ে এই গাইডলাইন তৈরি করেন। যেখানে শুরুতেই বলা হয়েছে 'একটি শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়া ঈশ্বরের সব থেকে বড় আশীর্বাদ'। কিন্তু বাবা-মা অথবা শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব যাঁদের উপর সেখানে কোনও অসুবিধা দেখা দিলে বড় সমস্যা তৈরি হয়। বৈবাহিক সম্পর্কে ছেদ হয়ে যাওয়া বাবা-মায়ের আইনি যুদ্ধের আগুনে কার্যত ঝলসে যেতে পারে সন্তানের ভবিষ্যৎ। বাবা-মায়ের দড়ি টানাটানিতে এক অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে পড়তে হয় সন্তানকে।

এই গাইডলাইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আদালত জানিয়েছে, 'বাবা অথবা মা তাঁর নতুন জীবনসঙ্গী অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রীকে 'বাবা' অথবা 'মা' বলে ডাকতে সন্তানকে বাধ্য করতে পারবেন না।' এই প্রসঙ্গে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, এতে সন্তানের জন্মকালীন বাবা-মায়ের সম্পর্কে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে। এর ফলে সে ধন্দে পড়ে যেতে পারে এবং তা তার শিশুমনে প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে বাবা-মায়ের বদলে অন্য কোনও নামে ডাকা যেতে পারে। পাশাপাশি আদালতের এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ, বিচ্ছেদ হওয়া বাবা-মা'কে খেয়াল রাখতে হবে, তাঁদের নতুন সঙ্গী যেন এর বিরুদ্ধাচরণ না করেন। তিনি যেন সন্তানকে জোর করে তাঁকে বাবা অথবা মা বলতে বাধ্য না করেন। তেমনটা হলে বাবা-মা'কে হস্তক্ষেপ করতে হবে। পুরো বিষয়টি সামলাতে হবে। এর পাশাপাশি বিচ্ছেদের পর সন্তানের নাম এবং পদবি পরিবর্তন নিয়েও বড় নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বাবা অথবা মা-সন্তান যাঁর কাছেই থাকুক, তিনি সন্তানের জন্মের সময় দেওয়া নাম ও পদবি বদলাতে পারবেন না। এছাড়াও বাবা-মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তান কার হেপাজতে থাকবে এবং কীভাবে থাকবে- এই বিষয়গুলি সুস্পষ্ট করে গাইডলাইন প্রকাশ করে আদালত।

বন্ধুর জন্মদিনে গিয়ে নিখোঁজ

আবর্জনার স্তূপ থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: বন্ধুর জন্মদিনে গিয়ে নিখোঁজ যুবক। পরে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে মেলে তাঁর রক্তাক্ত দেহ। ঘটনাস্থল দমদমের প্রমোদনগর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম গণেশ সমাদ্দার। কীভাবে মৃত্যু, তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, খুন করে দেহ ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। আপাতত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। তদন্তে নেমেছ বরানগর ও দমদম থানার পুলিশ।

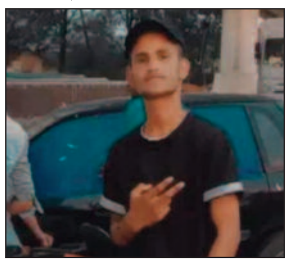

এদিকে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার এক বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে যাচ্ছেন বলে বোনকে জানিয়েছিলেন। এরপর বুধবার পর্যন্ত বোনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ ছিল গণেশের। এরপর আর ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এদিকে বাড়িও ফেরেননি গণেশ। ফলে পরিবারের তরফ থেকে খোঁজ শুরু হয়। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে প্রমোদনগরে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ময়লার স্তূপের ভিতর থেকে একটি হাত বেরিয়ে থাকতে দেখেন এলাকার মানুষ। এরপর ময়লা সরাতেই বেরিয়ে পড়ে দেহ। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে। পরে সূত্র ধরে পরিবারের খোঁজ পায়। পরিবারের সদস্যরা গিয়ে দেহ শনাক্ত করে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গণেশের মাথায় ও মুখে গুরুতর চোট ছিল। প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকেরা মনে করছেন, ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তাতে খুনের অভিযোগ আরও জোরাল হচ্ছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এই ঘটনায় গণেশের বোন জানান, 'হঠাৎ ফোন আসে। ফোনে বলা হয়, তোর ভাই খুন হয়ে গিয়েছে। দেহ পড়ে রয়েছে ময়লার মধ্যে। এদিকে আমাকে বলেছিল, ঘুরতে যাচ্ছে, বন্ধুর জন্মদিন রয়েছে। কারও সঙ্গে কোনও ঝামেলা হয়েছিল কিনা, সেটা আমরা বলতে পারব না।'

গণেশের দেহ উদ্ধারের পর এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, 'আমরা যখন বডিটা দেখলাম, চোয়ালের চামড়া একটা দিকে উঠে গিয়েছে। মাথার পিছনের চুল খাবলা দিয়ে উঠে গিয়েছে। মুখের একপাশটা পুড়ে গেলে যেরকম লাল হয়ে যায়, সেরকম হয়ে গিয়েছে। কেউ মেরেছে, এটাই মনে হচ্ছে।'

'মমতা যা ভাবেন, বিজেপি তিনদিন আগেই করে দেখায়'

উত্তরবঙ্গে ত্রাণ বিতরণ নিয়ে বিরোধী দলনেতার কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গের দুর্যোগকবলিত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার প্রশাসন আজ যা ভাবে, ভারতীয় জনতা পার্টি তা তিনদিন আগেই করে দেখায়। তিনি জানান, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছেন বিজেপির কর্মীরা। তাঁর কথায়, উত্তরবঙ্গের মানুষের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ত্রাণ, খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জল আগে থেকেই আমাদের কার্যকর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। বিরোধী দলনেতা আরও দাবি করেন, দুর্যোগের সময় রাজ্য প্রশাসন যখন নীরব, তখন বিজেপির কর্মীরাই মাঠে নেমে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি প্রশাসনকে কটাক্ষ করে বলেন, সরকার শুধু বৈঠক ও বিজ্ঞপ্তিতে ব্যস্ত, কিন্তু বাস্তবে মানুষের পাশে নেই। শুভেন্দুর বক্তব্যে স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে রাজ্য, বিজেপি সংঘাত আরও তীব্র হচ্ছে।

মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের টাকা বরাদ্দে গ্রামীণ উন্নয়নে নতুন প্রত্যাশা: সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কেন্দ্র সরকার থেকে ৬৮০.৭১ কোটি টাকা প্রথম কিস্তি হিসেবে বাস্তবায়িত হওয়ায় সুকান্ত মজুমদার উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এই অর্থায়ন রাজ্যের ৩,২২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩৩৫টি ব্লক পঞ্চায়েত ও ২১টি জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করবে। মজুমদার এই তহবিলকে কেন্দ্র সরকারের রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা হিসেবে উল্লেখ করেন। সুকান্ত মজুমদার আরো বলেন, যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন, তখন এই আর্থিক বরাদ্দ প্রমাণ করে কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে আন্তরিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকার গ্রামীণ স্তরের শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং দেশের প্রত্যেক প্রান্তে উন্নয়নের শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে। মজুমদার এই তহবিলের মাধ্যমে শুধু অর্থায়ন নয়, আরও স্বচ্ছ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় স্তরের সফলতা আনার বার্তা দেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনে পরিবর্তনের সূচনা করবে ও দীর্ঘদিন ধরে গৃহীত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গতি আনবে। এবারের বরাদ্দ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাংলার উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনাও বটে, যা স্থানীয় শক্তিকে শক্তিশালী করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরে। সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়নে সুশাসনের প্রতিফলন এবং ভবিষ্যতে এর কর্মযজ্ঞ আরও প্রসারিত হবে।

রাজ্যে অরাজকতা, তৃণমূল সরকারের হাতে মানুষ বন্দি: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল সরকারকে কার্যত রাজনৈতিক আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে তৃণমূল সরকার পরিকল্পিতভাবে অরাজকতা সৃষ্টি করছে, প্রশাসনকে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে।

শমীক ভট্টাচার্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সরকারের হাতে মানুষ বন্দি হচ্ছে, নিরীহ জনগণ নির্যাতিত হচ্ছে। আমাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। তাঁর দাবি, রাজ্যজুড়ে বিরোধী কর্মীদের উপর অবিচার ও পুলিশি জুলুম বেড়েই চলেছে। রাজ্যে পুলিশের সহায়তায় তৃণমূলের দলীয় লোকজন সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বিশেষ করে আদিবাসী অঞ্চলে এই অত্যাচার আরও প্রকট বলে দাবি শমীকের। তিনি বলেন, নাগরাকাটার মতো জায়গায় তৃণমূল-সমর্থিত পুলিশকর্মীরা নিরীহ মানুষদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। আদিবাসী সমাজ আজ নিরাপত্তাহীন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, বিজেপি কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ; সবাই এখন ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে বাস করছে। রাজ্য একপ্রকার জঙ্গলের মতো হয়ে গেছে, যেখানে নাগরিকরা স্বাধীনতার অভাব বোধ করছেন। শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যপাল ও কেন্দ্র সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন, এই অরাজক পরিস্থিতি রুখতে যেন দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তাঁর অভিযোগ, সরকারের নানা নান্দনিক প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে, রাজ্যজুড়ে চলছে বৃহত্তর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। তৃণমূলের শাসনব্যবস্থা নিয়ে তাঁর কড়া মন্তব্যে ফের চড়েছে রাজনৈতিক তাপমাত্রা; নির্বাচনের আগে বাংলার রাজনীতি যে আরও মুখোমুখি সংঘর্ষের দিকে এগোচ্ছে, তা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল শমীক ভট্টাচার্যের কথায়।

নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)

রেজি. অফিস : 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০

CIN NO : L74300WB1983PLC036342

টেলি নং : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/ ৭৪০২

ইমেল : ncml@nexomecap.com, cs.smifs@gmail.com ওয়েবসাইট : www.nexomecap.com

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, সংশোধিত (**"আইন"**), সংশোধিত (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর সাথে একত্রে পঠিত (**"ম্যানেজমেন্ট রুলস"**), সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, সার্কুলার নং ৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (**"এমসিএ সার্কুলার"**), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় মান, ১৩ মে, ২০২২ তারিখ সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ০৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ (একত্রে "সেবি সার্কুলার") এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ সংশোধিত ("এলওডিআর রেগুলেশন") এবং অন্য যেকোনো প্রযোজ্য আইন, নিয়ম এবং প্রবিধান (যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ, আপাতত বলবৎ), নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড ("কোম্পানি") এর সদস্যদের কাছ থেকে রিমোট ই-ভোটিং ("ই-ভোটিং") প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সাধারণ সমাধানের জন্য অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে।

সাধারণ প্রস্তাবের বর্ণনা
১. প্রোমোটার / প্রোমোটার গ্রুপের অংশ হিসেবে থাকা ব্যক্তিদের 'প্রমোটার এবং প্রোমোটার গ্রুপ ক্যাটাগরি' থেকে 'পাবলিক ক্যাটাগরি'তে পুনর্বিবেচনা

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ৮ অক্টোবর, ২০২৫ সালের মধ্যে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ইমেল ঠিকানা ৩ অক্টোবর, ২০২৫ (**"কাট-অফ ডেট"**) পর্যন্ত কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) সাথে নিবন্ধিত। উক্ত নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nexomecap.com, বিএসই লিমিটেড (**"বিএসই"**) এর ওয়েবসাইটের প্রাসঙ্গিক বিভাগ www.bseindia.com এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (**"সিএসই"**) www.cse-india.com যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (**"সিডিএসএল"**) এর ওয়েবসাইট www.cdslindia.com এও পাওয়া যাচ্ছে।

এমসিএ সার্কুলারের বিধান অনুসারে, সদস্যরা কেবল ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে তাদের কাছে থাকা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ভিত্তিতে গণনা করা হবে। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার না থাকা যেকোনো ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালট নোটিশকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন।

কোম্পানিটি তার সকল সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড ("সিডিএসএল")এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। ই-ভোটিং ৯ অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে এবং ৭ নভেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলবে। এরপর সিডিএসএল কর্তৃক ই-ভোটিং সুবিধাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে সকল সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ইমেল ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং যারা বাস্তবে শেয়ার ধারণ করেন তাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন.মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১, টেলিফোন ০৩৩-২২৪৮২২৪৮, ফ্যাক্স ০৩৩- ২২৪৮৪৭৮৭, mdpldc@yahoo.com -এর সাথে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সভার নোটিশ, দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী এবং ভিসির মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলীর অনুলিপি পেতে পারেন।

বোর্ড সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য শ্রী সুধাংশু শেখর পানিগ্রাহী, (আইসিএসআই সদস্যপদ নং ২৩১৮৭) (সিপি নং ১৯৬৪৯) অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকে যাচাইকারী (**"স্ক্রুটিনাইজার"**) হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com ইমেল ঠিকানায় লিখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ই-ভোটিং যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর, যাচাই-বাছাইকারী চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে তার প্রতিবেদন জমা দেবেন এবং ফলাফল ১১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nexome-cap.com) এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট (www.cdslindia.com) এও প্রদর্শিত হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিপোজিটরি, রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩-কে লিখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ কল করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড'এর পক্ষে
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
স্বা/-
(পুনম ভাটিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি তথা কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৯ অক্টোবর ২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গড়িয়াহাট শাখা, (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **১০.১১.২০২৫** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গড়িয়াহাট শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর প্রাপ্য **৯,৮৮,৮২৪.০০ টাকা** (নয় লক্ষ আটাশি হাজার আটশো চব্বিশ টাকা মাত্র) তার উপর সুদ সহ আদায়ের জন্য **শ্রীমতী সোমা দেবী শর্মা এবং শ্রীমতী লিলি শর্মা**, ৪২৬, এফ১-জি১০, পি.এ. শাহ রোড, যোধপুর পার্ক, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। **এছাড়াও**- ফ্ল্যাট নং ৩এ, তৃতীয় ফ্লোর, চাইয়া নীড়, ৩৭/১৯/এ, নাকতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭- এর থেকে।

ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) শ্রীমতী সোমা দেবী শর্মা** ৪২৬, এফ১-জি১০, পি.এ. শাহ রোড, যোধপুর পার্ক, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। **এছাড়াও** ফ্ল্যাট নং ৩এ, তৃতীয় ফ্লোর, চাইয়া নীড়, ৩৭/১৯/এ, নাকতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭। **শ্রীমতী লিলি শর্মা** ৪২৬, এফ১-জি১০, পি.এ. শাহ রোড, যোধপুর পার্ক, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। **এছাড়াও** ফ্ল্যাট নং ৩এ, তৃতীয় ফ্লোর, চাইয়া নীড়, ৩৭/১৯/এ, নাকতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭। **খ) গড়িয়াহাট শাখা, কলকাতা**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমি, যার পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা ২ ছটাক, তার উপর নির্মিত 'চাইয়া নীড়' নামে পরিচিত ভবনের তৃতীয় ফ্লোরের উত্তর দিকে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৩এ-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৫৬০ বর্গফুট এবং যা গঠিত দুটি শয়নকক্ষ, একটি ড্রয়িং রুম, ডাইনিং সহ একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি ডাব্লিউসি এবং একটি বারান্দা নিয়ে। সম্পত্তিটি ৩৭/১৯/এ (পুরানো ৩৭/১৯) প্রেমিসেসে অবস্থিত, মৌজা- নাকতলা, পূর্বে থানা- যাদবপুর, তারপর পাটুলি, বর্তমানে নেতাজী নগর। সম্পত্তিটি সিএস / আরএস প্লট / দাগ নং ২৭ (পি), ৪৯০ (পি), ইপি নং ১৯, এসপি নং ১৯, জে.এল. নং ৩২ এর অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে কলকাতা পৌরসংস্থা, নাকতলা রোড, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ০৪৭, ওয়ার্ড নং ১০০ এর স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত। এটি আলিপুরস্থিত অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অধীনে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত এবং এর সাথে সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার অধিকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অধিকার বর্তমান। **প্রেমিসেসের চৌহদ্দি:** উত্তর - ১০ ফুট রাস্তা, দক্ষিণ- সাধারণ পথ, পূর্ব - এসপি-৮৭, পশ্চিম - অনিল বড়ালের সম্পত্তি।	৯,৮৮,৮২৪.০০ টাকা (নয় লক্ষ অষ্টআশি হাজার আটশো চব্বিশ টাকা মাত্র) তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ১৩,০৯,০০০.০০ টাকা (*) (তেরো লক্ষ নয় হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৩০,৯০০.০০ টাকা (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার নয় শত টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB030297580770 ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) বাস্তবিক দখল

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২৪.১০.২০২৫ থেকে ০৯.১১.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১০.১১.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**

দরদাতাদের **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৯.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সল্ট লেক শাখা, (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **১০.১১.২০২৫** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সল্ট লেক শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর প্রাপ্য **৯,৫২,৯৫৩.০০ টাকা** (উনপঞ্চাশ লক্ষ বাহান্ন হাজার নয় শত তিপ্পান্ন টাকা মাত্র) তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়ের জন্য **মেসার্স আরভি গার্মেন্টস (প্রোপ্রাইটরশিপ কনসার্ন)**, তৃতীয় ফ্লোর, ১/১৭, কুমুদ ঘোষাল রোড, আরিয়াদহ, কলকাতা - ৭০০ ০৫৭। **এছাড়াও** ৬৯/৮, ডি. ডি. মন্ডল ঘাট রোড, পোঃ - দক্ষিণেশ্বর, থানা - বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৭৬। **এবং এছাড়াও** ৭০, ডি. ডি. মন্ডল ঘাট রোড, পোঃ - দক্ষিণেশ্বর, থানা - বেলঘরিয়া, কলকাতা- ৭০০ ০৭৬- এর থেকে।

ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) মেসার্স আরভি গার্মেন্টস (প্রোপ্রাইটরশিপ কনসার্ন)** তৃতীয় ফ্লোর, ১/১৭, কুমুদ ঘোষাল রোড, আরিয়াদহ, কলকাতা - ৭০০ ০৫৭। **এছাড়াও** ৬৯/৮, ডি. ডি. মন্ডল ঘাট রোড, পোঃ - দক্ষিণেশ্বর, থানা - বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৭৬। **এবং এছাড়াও** ৭০, ডি. ডি. মন্ডল ঘাট রোড, পোঃ - দক্ষিণেশ্বর, থানা - বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৭৬। **শ্রী অরূপ কুমার পাল** **(মেসার্স আরভি গার্মেন্টসের স্বত্বাধিকারী) / বন্ধকদাতা** তৃতীয় ফ্লোর, ১/১৭, কুমুদ ঘোষাল রোড, আরিয়াদহ, কলকাতা- ৭০০ ০৫৭। **এছাড়াও** ৬৯/বি, ডি. ডি. মন্ডল ঘাট রোড, পোঃ - দক্ষিণেশ্বর, থানা- বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৬। **শ্রীমতী তানিয়া পাল (জামিনদার)** তৃতীয় ফ্লোর, ১/১৭, কুমুদ ঘোষাল রোড, আরিয়াদহ, কলকাতা- ৭০০ ০৫৭। **এছাড়াও** ৬৯/বি, ডি. ডি. মন্ডল ঘাট রোড, পোঃ- দক্ষিণেশ্বর, থানা - বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৭৬। **এবং এছাড়াও** ৭০, ডি. ডি. মন্ডল ঘাট রোড, পোঃ - দক্ষিণেশ্বর, থানা - বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৭৬। **খ) সল্ট লেক শাখা, কলকাতা**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক মালিকানা উত্তর-পূর্ব মুখী ফ্ল্যাট নং ৪এ, যা তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৭০১ বর্গফুট (৫৬৬ বর্গফুট এবং ১৩৫ বর্গফুট), সুপার স্ট্রাকচার সহ। সম্পত্তিটি মৌজা - বেলঘরিয়া, জে.এল. নং ৩, আর.এস. নং ১৭, তৌজী নং ১৭২, সি.এস. খতিয়ান নং ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১৭১১, সি.এস. দাগ নং ৪৩, ৪৪, ৪৬, হোল্ডিং নং ৫৮৯ (নতুন), প্রেমিসেস নং ১৫, বি. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৬, কামারহাটি পৌরসভার অধীনে, থানা - বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা-তে অবস্থিত। **চৌহদ্দি:** উত্তর - ফিডার রোড, দক্ষিণ - ত্রিনয়না অ্যাপার্টমেন্টের জমি ও ভবন, পূর্ব - সাধারণ পথ, পশ্চিম - রেণু সাধুখাঁ এবং অন্যদের জমি ও বাড়ি এবং তারপর বি. টি. রোড। **বন্ধকীকৃত সম্পত্তিটি শ্রী অরূপ কুমার পাল**, পিতা শীতল চন্দ্র পালের **নামে আছে** এবং এটি ২০০৭ সালের আই-১৮০৭ নং রেজিস্টার্ড দলিল মূলে এডিএসআর- কাশিপুর-দমদম, উত্তর ২৪ পরগণা-র অফিসে নিবন্ধিত।	৪৯,৫২,৯৫৩.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ লক্ষ বাহান্ন হাজার নয় শত তিপ্পান্ন টাকা মাত্র) তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ২১,৬৭,০০০.০০ টাকা (*) (একুশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা মাত্র)। খ) ২,১৬,৭০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ যোলো হাজার সাত শত টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB03174010724 ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই। চ) বাস্তবিক দখল

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২০.১০.২০২৫ থেকে ০৯.১১.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১০.১১.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**

দরদাতাদের **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৯.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সম্পাদকীয়

দেওয়ালি আসলেই শুরু বাজি ক্লাস্টার নিয়ে তৎপরতা!

দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো শেষ। সামনে কালীপুজো ও দিওয়ালি। আর দেওয়ালি আসলেই বাজি ক্লাস্টার গড়া নিয়ে শুরু হয়ে যায় তৎপরতা সরকারি মহলে। কিন্তু, কবে কীভাব, কোথায় বাজি ক্লাস্টার তৈরি হবে বলা কঠিন। কয়েক বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী এই বাজি ক্লাস্টারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তারপর থেকে সরকারিস্তরে এই নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়। কিন্তু গত কয়েক বছরে এই ক্লাস্টার তৈরির প্রক্রিয়া কতটা এগিয়েছে বলা কঠিন। সারা বছর এনিয়ে কোনও তৎপরতা দেখা যায় না। কিন্তু কালীপুজো, দিওয়ালি সামনে এলেই বাজি ক্লাস্টারের প্রসঙ্গ ওঠে। এই নিয়ে সর্বশেষ যে খবর পাওয়া গিয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, অ্যাদ্দিনে নাকি ৫/৬টি জেলায় ক্লাস্টারের জন্য জমি চিহ্নিতকরণের কাজ চূড়ান্ত হয়েছে। তালিকায় রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, হাওড়া এবং দার্জিলিং। জেলা প্রশাসনের তরফে সারা বাংলা আতশবাজি সমিতিকে চিঠিতে এ কথা জানান হয়েছে। তাও ভালো এতদিনে জমি তো পাওয়া গেল। এখন সেই জমিতে কবে পরিকাঠামো তৈরি হবে, কবে উৎপাদন শুরু হবে, বলা খুবই কঠিন। এই ৬টি জেলা বাদে বাকিগুলোয় কী অবস্থা, সেখানে কী হবে, তা বলা আরও কঠিন। রাজ্য মন্ত্রিসভা আতশবাজি শিল্পকে ইতিমধ্যেই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের অঙ্গ হিসেবে এবার আতশবাজি তৈরি থেকে বিক্রি পর্যন্ত প্রক্রিয়া আরও সুরক্ষিত, নিয়মমাফিক ও পরিবেশবান্ধব করতে এই ক্লাস্টার চালুর ভাবনা এসেছিল মুখ্যমন্ত্রীর মাথায়।গত বছর পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে অবৈধ আতশবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। কয়েকজন মহিলা, শিশুর মৃত্যু ঘটে। তবে শুধু গত বছর নয়,ফি বছর বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণহানি কোনও নতুন ঘটনা নয়। বাজি ক্লাস্টার তৈরি হলে আশা করা যায়, এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে এই রাজ্য। এখন সেদিকেই তাকিয়ে বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগররা। তাই এই কাজে গতি বাড়ুক, এটাই তাঁদের প্রার্থনা।

শব্দবাণ-৪০৯

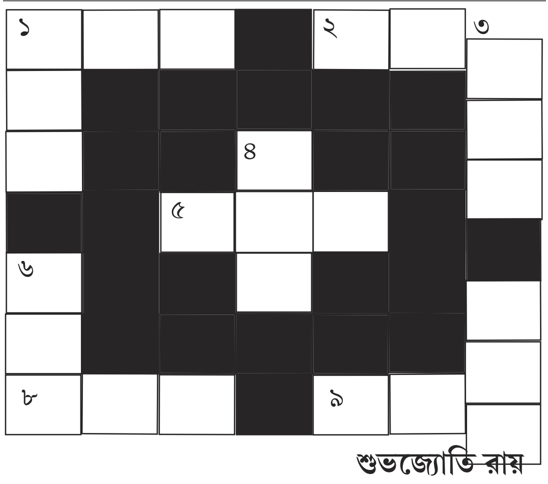

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. গম ও ডালের চূর্ণ দিয়ে প্রস্তুত খিচুড়িজাতীয় খাবার ২. ভাগ্যহীন,হতভাগা ৫. বিষযুক্ত ৮. সরু কোণ বা কোনাচে স্থান ৯. কথাবার্তা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অধিকবয়স্ক ৩. গঙ্গা নদীর শাখাবিশেষ ৪. ব্যাধের পুত্র ৬. ব্যয় ৭. প্রাচীন ভারতে শক শাসনাধীনে প্রশাসক।

সমাধান: শব্দবাণ-৪০৮

পাশাপাশি: ১. অপরাজিতা ৪. মধু ৫. নবউ ৭. সন্নিভ ৯. ধারা ১১. গগনপট।

উপর-নীচ: ১. অধীয়ান ২. রানা ৩. তামরস ৬. উপরাগ ৮. ভস্মকীট ১০. সিন।

জন্মদিন

আজকের দিন

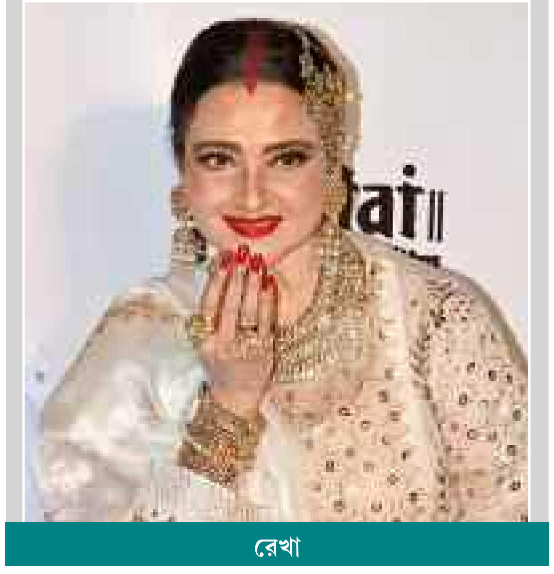

রেখা

১৯২৪ বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় বলবীর সিং (সিনিয়ারের) জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রেখার জন্মদিন।
১৯৮৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা যশ দাশগুপ্তের জন্মদিন।

খাটিয়া আর মাঠের আল-ই ভরসা রোগীদের

সমাজমাধ্যমে রাজ্যকে কটাক্ষ সাংসদ সৌমিত্র খাঁ'র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গ্রামে নেই রাস্তা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য কেন্দ্রের পাঠানো টাকা কিছুই খরচ করে না রাজ্য সরকার। যার কারণে গ্রামে কেউ অসুস্থ হলে, রাস্তা না-থাকায় খাটিয়ায় করে ধানক্ষেতের আল ধরে রোগীদের নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে। এমনই অভিযোগ তুলে একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন সৌমিত্র খাঁ। তিনি দাবি করেন, ভিডিওটি পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বুদবুদ থানার অন্তর্গত দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের আমানিডাঙা গ্রামের। ভিডিও পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, গত সোমবার আমানিডাঙা আদিবাসী গ্রামের যুবক বুধি মুর্মু অসুস্থ থাকায় তাঁকে খাটিয়া করে মাঠের আলের রাস্তা ধরে হাসপাতালে যেতে হয়। সমাজমাধ্যমে এমনই একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর সেই ভিডিও তিনিও রি-পোস্ট করে রাজ্য সরকারের উপর ক্ষোভ উগড়ে দেন। যদিও এই ঘটনার বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য রামকৃষ্ণ ঘোষ জানিয়েছেন, 'কয়েকটি আদিবাসী পরিবারকে নিয়ে ছোট্ট একটি গ্রাম কুনুর নদীর তীরে আছে। সেই গ্রামে কোনও বিদ্যুৎ ছিল না। কোনো রাস্তাও ছিলো না। সেখানে উদ্যোগ নিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামের ভিতর থেকে বেশ কিছুটা রাস্তাও নির্মাণ করা হয়েছে। বাকি রাস্তা নির্মাণ করার জন্য কেউ জমি দিতে রাজি

হোচ্ছে না। যার কারণে বাকি রাস্তার নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।' রামকৃষ্ণবাবু সৌমিত্র খাঁকে কটাক্ষ করে আরও বলেন, 'সৌমিত্র খাঁ-এর প্রাক্তন স্ত্রী সমাজমাধ্যমে তাঁর চরিত্রের বিরুদ্ধে যা বলেছেন, সকলেই সেটা জানেন যে সৌমিত্র খাঁ-এর চরিত্র কেমন। উনি বাঁকুড়ায় থাকেন। আউশগ্রামের জঙ্গল মহলে কী উন্নয়ন হয়েছে, সেটা তিনি ওখানে বসে কী জানতে পারবেন?' সৌমিত্রি খাঁ-কে ওই গ্রামে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি বলেন, 'সৌমিত্র বাবু আমানিডাঙা গ্রামে ঢুকে দেখুক, উন্নয়ন হয়েছে কিনা। আর যেটুকু রাস্তা এখনও নির্মাণ হয়নি সেটা তাঁরাও উদ্যোগ নিয়ে দেখুক, করে দিতে পারেন কিনা।' ঘটনার প্রসঙ্গে বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা বলেন, 'কেন্দ্র টাকা পাঠাচ্ছে কিন্তু কোথায় উন্নয়ন? উত্তরবঙ্গে আদিবাসী সাংসদ মার খাচ্ছেন। আর দক্ষিণবঙ্গে আদিবাসীরা অত্যাচারিত হচ্ছেন, নারীরা অত্যাচারিত হচ্ছেন, কোন জায়গায় আমরা বসবাস করছি। কোথায় উন্নয়ন,তার দেখা নেই।' কাঁকসার পিয়ারীগঞ্জ গ্রামের পরেই রাস্তা শেষ। তারপর মাঠের আল পথ ধরে ঢুকতে হয় গ্রামে। মাঝে কোথাও কাদা, কোথাও জল, আবার কোথাও শুকনো মাঠের আল। কয়েক কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করার পরে পৌঁছাতে হয় সেই গ্রামে। গ্রামে প্রায় ৫০টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। এই গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা চাষবাস, দিনমজুরি। গ্রামে বর্তমানে বিদ্যুৎ পৌঁছালেও জলের কিছুটা সমস্যা রয়েছে। গ্রামের মধ্যে রয়েছে একটি আইসিডিএস স্কুল। সেই স্কুল নিত্যদিন খোলা হয়। স্কুলের দিদিমনি ও বাকি কর্মীরা মাঠের রাস্তা দিয়েই গ্রামে পৌঁছান। একটু অসাবধান হলেই কাদায় পড়তে হয়। ঝুঁকি নিয়েই নিত্যদিন স্কুল খুলতে হয় তাদের। হাতে করে স্কুলের ডিম ও কাঁচা সবজি আনতে হয় গ্রামে।বর্ষা কালে প্রবল বৃষ্টি হলে বন্ধ থাকে স্কুল। গ্রামের সকল পড়ুয়ারা কাঁকসার পিয়ারীগঞ্জ চারু চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। বিদ্যালয় থেকে সাইকেল পেয়েছে অনেকেই। কিন্তু সেই সাইকেল বর্ষার সময় স্কুলে রেখে দিতে হয় পড়ুয়াদের। গ্রামের বাসিন্দা তথা দশম শ্রেণীর ছাত্রী পিঙ্কি সোরেন জানিয়েছেন, কাদার মধ্যে দিয়েই রোজ জুতো হাতে করে স্কুলে যেতে হয় তাদের। একটু অসাবধান হলেই কাদায় পড়তে হয়। ওই অবস্থায় স্কুলে গিয়ে পরিষ্কার হতে হয় গায়ের কাদা। প্রচুর বৃষ্টি হলে আর স্কুলে যাওয়া হয় না। তার দাবি, যদি রাস্তাই না থাকে, তাহলে জুতো পরে কি লাভ? আর স্কুল থেকে সাইকেল পেয়েও কি লাভ? সরকারের কাছে তার আবেদন যাতে দ্রুত তাদের গ্রামের রাস্তা নির্মাণ হয়। গ্রামের বাসিন্দা রবি মুর্মু-র অভিযোগ ভোটের সময় অনেকেই আসে। আশ্বাস মেলে কিন্তু ভোট পার হলে আর কিছুই হয় না। গ্রামে কোনোদিন সাংসদ বা বিধায়কের দেখা মেলেনি। গ্রামের মানুষ ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিল। তারপরেই গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায়। কিছুটা রাস্তা হয়। সামনেই আবার নির্বাচন আসছে তাই গ্রামের মানুষ ফের কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, তাঁদের গ্রামে কোনও মহিলা গর্ভবতী হয়ে গেলে, সময় থাকতে আগেই হাসপাতালে পাঠায়। আর প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় সেই খাটিয়া করেই। একদিকে রাজ্যে কোনও উন্নয়ন হয়নি বলে নির্বাচনের আগে প্রচারে নেমেছে বিজেপি। অন্যদিকে, বিজেপির অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করে আসরে নেমেছে তৃণমূল। এখন দেখার সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে কবে আমানিডাঙার রাস্তা নির্মাণ হয়।

বনগাঁয় ঝাড়খণ্ড থেকে দুষ্কৃতী ঢুকছে

তৃণমূল পুরপ্রধানের স্বীকারোক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁয় ঝাড়খণ্ড ও বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক ঢুকছে। বনগাঁয় হার্মাদদের জায়গা নেই, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে টাকা তোলা যাবে না। আমি চেয়ারম্যান মরে গেলেও এই কথা বলব।' ব্যবসায়ীদের বিজয়া সম্মিলনী থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। কটাক্ষ বিজেপির। বৃহস্পতিবার বনগাঁ নিউমার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, 'বনগাঁয় এখনও কিছু লোক আছে ঝাড়খণ্ড ও বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বনগাঁয় হার্মাদদের কোনও জায়গা নেই। এখানে ব্যবসায়ীদের থেকে বেআইনিভাবে টাকা নেওয়া যাবে না। আমি চেয়ারম্যান আমাকে যদি মেরেও ফেলে, আমি একই কথা বলে যাব।' বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যানের এই বক্তব্যের কটাক্ষ করে বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, 'নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছেন চেয়ারম্যান। বাইরে থেকে দুষ্কৃতীরা বনগাঁয় ঢুকছে পুলিশ কি করছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ করা উচিত কারণ তার দলের চেয়ারম্যান বলছেন বাইরে থেকে দুষ্কৃতীর ডুকছে। এটা তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতা। ২০২৬ সালে মানুষ ছুড়ে ফেলে দেবে। বিজেপি সরকার এলে এসব হবে না।'

লালগড়ে ভাঙা সেতুতে ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: লালগড় ব্লকের নেপুরা অঞ্চলে ভৈরাবাঁকি নদীর উপর যাতায়াতকারী সেতু ভেঙে যাওয়ায়, পাশে বিকল্প হিসেবে দুর্বল একটি বাঁশের সেতু বানিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করছেন ওই এলাকার ২০-২৫টি গ্রামের বাসিন্দারা। সেতুটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় ছিল। তা দিয়েই এতদিন তাঁরা কোনওরকমে যাতায়াত করছিলেন। দুর্গাপূজার পর একটানা বৃষ্টির কারণে নদীতে প্রবল বন্যা দেখা দেওয়ায় সেতুর অবশিষ্ট অংশটিও ভেসে যায়। সেতুটি তৈরি হয়েছিল ২৫ বছর আগে। গত কয়েক বছর ধরে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এলাকাবাসী যাতায়াত করছিলেন। কিন্তু পুজোর পর প্রবল বন্যার তোড়ে সেতুটির নদীর উপরের অংশ পুরোপুরি ভেসে যায়। এই সেতুটি নেপুরা ও হাড়দা অঞ্চলের সঙ্গে বাঁকুড়ার একমাত্র সংযোগকারী সেতু। বন্যায় সেতুটি ভেসে যাওয়ায় ব্লক ও জেলা অফিসে গিয়ে কাজ করতে সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা। পড়ুয়াদের স্কুল-কলেজে যেতে সমস্যা হচ্ছে। ঘুরপথে যেতে হচ্ছে তাঁদের। বুধবার বিকেলে কংসাবতী সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা বন্যায় ভেসে যাওয়া সেতুটি পরিদর্শন করার পর জেলাশাসকের দপ্তরে একটি বৈঠক করেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া। তিনি বলেন,

'জঙ্গলমহলে বেশ কিছু জায়গায় কাজ করতে গিয়ে সেচ দপ্তরকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কারণ, বেশ কিছু জায়গায় জেলা পরিষদ ও পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ থেকেও সেতু বানানো হয়েছে। সেতুগুলি চিহ্নিত করে কয়েকদিনের মধ্যে সেচ দপ্তরকে জানানোর জন্য জেলা শাসককে বলা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত যে সমস্ত সেতুগুলি সেচ দপ্তর থেকে নির্মিত হয়েছিল, সেগুলি আমরা মেরামত করে দেব।'

পারিবারিক বিবাদ, শ্বশুরের গোপনাঙ্গ কামড়ে ছিঁড়ল পুত্রবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পারিবারিক বিবাদের জেরে শ্বশুরের পুরুষাঙ্গে ঘুষি মেরে কামড়ে ছিঁড়ে খুন করার অভিযোগ উঠল বড় পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাড়হিম করা এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধাইপুর এলাকায়। এই ঘটনার বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষিপ্ত জনতার রোষের মুখে পড়ে অভিযুক্ত ওই গৃহবধূ। এমনকি গ্রামের একাংশ মহিলারা উত্তেজিত হয়ে ঘাতক গৃহবধূকে কিল, চর, ঘুষি মারে বলে অভিযোগ। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে পুলিশ অভিযুক্ত মহিলা সুলতানা বিবিকে উদ্ধারের পর গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত সুলতানা বিবি তার শ্বশুরকে পুরুষাঙ্গে আঘাত করেই খুনের কথা স্বীকার করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধের নাম নুরু শেখ (৬১)। তার স্ত্রীর নাম আরকেস বিবি। ওই বৃদ্ধ দম্পতির পরিবারে দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। ছোট মেয়ের দীর্ঘদিন আগেই অন্যত্র বিয়ে হয়েছে। বাকি দুই ছেলে তাদের পরিবার নিয়ে পাশাপাশি বাড়িতে আলাদা থাকে। নুরু শেখ ও তার পরিবারের সদস্যরা কৃষিকাজ ও ভিন রাজ্যে দিনমজুরির কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, বেশ কিছুদিন ধরে শ্বশুরের সঙ্গে পারিবারিক বিবাদ চলছিল বড় ছেলে আব্দুল্লার স্ত্রী সুলতানা বিবির। আব্দুল্লাহ বর্তমানে ভিন রাজ্যের শ্রমিকের কাজে রয়েছে। এদিন ফাঁকা বাড়িতে শ্বশুরকে একা পেয়েই অতর্কিত হামলা চালায় পুত্রবধূ সুলতানা বিবি। শ্বশুরের গোপনাঙ্গে বাড়ি মেরে এরপর কামড়িয়ে ছিঁড়ে খুন করার অভিযোগ উঠে তার বিরুদ্ধে। মৃতের এক ভাই আলি হোসেন বলেন, আব্দুল্লার স্ত্রী সুলতানা বিবি অত্যন্ত দজ্জাল। আমার ভাই নুরু শেখের কিছু জমি রয়েছে। সেগুলো হাতিয়ে নেওয়ার জন্যই এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চালিয়ে আসছিল। পুরো বিষয়টি নিয়ে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এসে সুলতানা বিবিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে।

কুশমন্ডিতে নাবালিকা ধর্ষণে গ্রেপ্তার পাঁচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার পাঁচ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের ঘটনা।

জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাতে ওই এলাকায় লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষে মেলা বসেছিল। মেলা থেকে বাড়ি ফেরার সময় একদল যুবক রাস্তায় আটক করে ওই নাবালিকাকে। পরবর্তীতে তাকে এলাকার একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরে কোনক্রমে বাড়িতে ফেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের পাঠরত অষ্টম শ্রেণির ওই নাবালিকা। রাতেই নাবালিকার পরিবারের তরফে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরবর্তীতে কুশমন্ডি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যে এক নাবালক-সহ মোট পাঁচজনকে আটক করেছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। অন্যদিকে, এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে কুশমন্ডি থানার পুলিশের তরফে।

এ বিষয়ে নাবালিকার পরিবারের এক আত্মীয় জানান, 'শুনেছি ছয় জনের মধ্যে পুলিশ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় যারা যুক্ত তাদের প্রত্যেকের ফাঁসির দাবি জানাই।'

পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: পানীয় জলের দাবিতে বেশ কিছুদিন থেকে দফায় দফায় বিক্ষোভ চলছে জামুড়িয়ার বিভিন্ন এলাকায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রশাসন এসে বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দেওয়ার পর বিক্ষোভ উঠে যাচ্ছে, কিন্তু সমস্যার কোনও দীর্ঘ সমাধান হচ্ছে না। যে কারণে আবারও পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভে নামতে হল সাধারণ মানুষকে।

প্রসঙ্গত, আজ থেকে কিছুদিন আগে আসানসোলের কালাঝরিয়ায় পিএইচির পাইপ লাইন ভেঙে পড়ায় জল কষ্টে আসানসোলের বিভিন্ন এলাকার মানুষজন। তার প্রভাব পড়েছে জামুড়িয়া বিধানসভার বিস্তীর্ণ এলাকাতেও। দীর্ঘ প্রায় দুই থেকে আড়াই মাস পানীয় জল সরবরাহ হয়নি আসানসোলের বিভিন্ন এলাকায়, যার ফলস্বরূপ দফায় দফায় বিক্ষোভমুখী হয়েছেন সাধারণ মানুষজন। ঠিক আরও একদফায় জামুড়িয়ার চাঁদা গ্রামের কয়েকশো পুরুষ এবং মহিলা বৃহস্পতিবার জামুড়িয়া যাওয়ার প্রধান রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে নেমে পড়েন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অনিয়মিত জল সরবরাহ করা হচ্ছে তাদের এলাকায়। জলের ট্যাঙ্ক দিয়ে পানীয় সরবরাহ করা হলেও, সেটাও নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত জল দেওয়া হচ্ছে না। বিক্ষোভের খবর জামুড়িয়া থানার শ্রীপুর ফাঁড়ির পুলিশ ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর ঘটনাস্থলে পৌঁছন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর বিক্ষোভ তুলে নেন গ্রামবাসীরা। এখন আগামী দিনে জল সংকটের কতটা সুরাহা হয়, সেদিকেই তাকিয়ে জামুড়িয়াবাসী।

কার্নিভাল ঘিরে অশান্ত খালনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: কার্নিভাল চলাকালীন অশান্তি আর তার জেরে উত্তাল হয়ে উঠলো হাওড়ার জয়পুর থানা এলাকার লক্ষ্মী গ্রাম বলে পরিচিত খালনা এলাকা। পরে পুলিশ ও র‍্যাফ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করে রাখা হয় আমতা-বাগনান রোড। জানা গিয়েছে, উৎসবের মরশুম চলছে। সম্প্রতি কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো শেষ হয়েছে। হাওড়ার খালনা গ্রামের লক্ষ্মীপুজো সকলকে তাক লাগিয়ে দেয় ফি বছর। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিগ বাজেটের সর্বজনীন লক্ষ্মীপুজো এখানে হয়। শেষে একসঙ্গে গ্রামের সব প্রতিমা এক দিনেই নিরঞ্জন হয়। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর এই সম্মিলিত নিরঞ্জন একটি ইভেন্টে পরিনত হয়েছে। বুধবার ও অভূতপূর্ব লক্ষ্মীপুজো কার্নিভাল দেখেছিল খালনা গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু কার্নিভাল চলাকালীন কটুক্তিকে কেন্দ্র করে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। এই অশান্তির জেরে তিনজন গুরুতর জখম হন। এক পক্ষ সংখ্যায় বেশি থাকায় অপর পক্ষ মার খেয়ে চলে গেলে ও বৃহস্পতিবার সকালে এলাকার সমস্ত মহিলারা লাঠি হাতে দোষীদের শাস্তির দাবিতে খালনা-বাগনান রোডের উপর বসে পড়ে এবং অবরোধ শুরু হয়। টানা একবেলা অবরোধ চলে। স্তব্ধ হয়ে যায় দক্ষিণ খালনা এলাকা। এরপর ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী গেলে পুলিশের সঙ্গে ও বচসা শুরু হয়। পরে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়।

নির্বাচনের আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটানোর কড়া বার্তা তৃণমূল জেলা নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'কর্মীরা নন, আমরা যারা আজ মঞ্চে বসে আছি বিভাজনটা আমরা করি।' তৃণমূলের বিষ্ণুপুর ব্লক নেতৃত্ব ও কর্মীদের বিজয়া সম্মেলনে যোগ দিয়ে এই ভাষাতেই দলের গোষ্ঠীকোন্দলের কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়ে দ্বন্দ্ব মেটানোর কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত। বিজেপির কটাক্ষ, 'ভাগের টাকা কর্মীরা পায় না, তা নেতাদের পকেটে যায়। স্বাভাবিকভাবেই সেই ভাগ নিয়ে কোন্দল তৃণমূলের নেতারাই করেন। এ কোনও নতুন ঘটনা নয়।' দলের গোষ্ঠীকোন্দলে দীর্ঘদিন ধরেই জর্জরিত তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সংগঠন। দলীয় পর্যালোচনায় গত বিধানসভা নির্বাচনে ওই সাংগঠনিক জেলার ৬টি আসনের মধ্যে ৫টি ও লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা আসন হাতছাড়া হওয়ার পিছনেও সেই গোষ্ঠীদ্বন্দের তত্ত্বই উঠে এসেছে। কিন্তু তারপরেও

থেমে নেই দলের কোন্দল। কয়েকমাস আগে দলের গোষ্ঠীকোন্দলে সোনামুখীতে খুন হন তৃণমূলের এক বুথ সভাপতি। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। সংগঠনের গোষ্ঠীদ্বন্দ মেটানো এই নির্বাচনের আগে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের কাছে। এবার সেই লক্ষ্যেই খোদ জেলা সভাপতির গলায় শোনা গেল কড়া বার্তা। বিজয়া সম্মেলনের মঞ্চ থেকে দলের নেতাদের প্রতি তাঁর কড়া বার্তা, 'বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত কোনও বিভাজন নয়, আমাদের একসাথে, একমতে ও একপথে চলতে হবে।' তৃণমূলের জেলা সভাপতির এমন মন্তব্যকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের ভাগের টাকা কর্মীরা পায় না। তাই কর্মীদের মধ্যে বিভাজন থাকার কথা নয়। কিন্তু ভাগের টাকা নিয়ে নেতাদের দ্বন্দ্ব প্রবল। যার জেরে খুনোখুনি পর্যন্ত হচ্ছে। আসলে তৃণমূলের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে। আর এসব কথা বলে কোনও লাভ নেই।

ত্রিধারা সম্মেলনীর জগদ্ধাত্রী পুজোর থিম 'আমি সেই মেয়ে'

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে, তেরো পার্বন। লক্ষ্মী পুজোর পর হুগলির আরামবাগে জগদ্ধাত্রী পুজোর কাউন্টডাউন শুরু। খুঁটি পুজোর মাধ্যমে আরামবাগ শহরে জগদ্ধাত্রী পুজোর ঘণ্টা বাজলো। এই বছর আরামবাগের বিশিষ্ট কয়েকজন আইনজীবিদের দ্বারা পরিচালিত ত্রিধারা সম্মেলনীর জগদ্ধাত্রী পুজোকে ঘিরে উন্মাদনা বেশ চোখে পড়ার মতোন। এদিন আরামবাগের ত্রিধারা সম্মেলনীর জগদ্ধাত্রী পুজোর খুঁটিপুজো হয় গৌরহাটি মোড়ে। তাঁদের এই বৎসর মণ্ডপ সজ্জার জন্য বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা। তঁদের এই বছর জগদ্ধাত্রী পুজো অষ্টম বর্ষে পা রেখেছে। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে পুরোহিত মা জগধাত্রীর আহ্বানে খুঁটি পুজো করেন। প্রতিবছরই জাঁকজমকপূর্ণভাবে থিমের আয়োজন করেন ত্রিধারা সম্মিলনীর কর্মকর্তারা। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে জানিয়েছেন ক্লাবের সদস্যরা। কর্মকর্তাদের দাবি, এই বছর তাঁদের থিম 'আমি সেই মেয়ে'। মাতৃরূপে পুজিত হন মা জগদ্ধাত্রী। তাই সমাজে মা তথা নারীদের স্বাধীনতা নিরাপত্তা ও অধিকার বজায় রাখতে সবাইকে এই থিমের ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ। সমাজে নারী নির্যাতন বন্ধ করার বিষয়ে বিশেষ বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে

এই থিমে বলে জানান বিশিষ্ট আইনজীবী সুকান্ত হালদার। অপরদিকে, আরামবাগ কোর্টের অন্যতম আইনজীবী তথা ক্লাবের সদস্য সংগ্রাম সরকার বলেন, 'খুঁটি পুজোর মাধ্যমে ২০২৫ সালের জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা হল ত্রিধারা সম্মেলনীতে। আমাদের পুজোতে প্রতিবছরই নতুনত্ব ছোঁয়া থাকে। তাই সকলকে জগদ্ধাত্রী পুজোতে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানালাম।' সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগের ত্রিধারা সম্মেলনীর খুঁটি পুজোকে কেন্দ্র করে ক্লাব সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো।

বলিউড শাহেনশা অমিতাভ বচ্চনের উপহার পেয়ে আপ্লুত গোঘাটের শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বলিউডের শাহেনশা মানেই বিখ্যাত অমিতাভ বচ্চন। ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে তাঁর অভিনয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে। এই রকম এক স্বনামধন্য অভিনেতার পাঠানো উপহার পেয়ে উচ্ছ্বাসিত গোঘাটের শিক্ষক জয়ন্ত দুলে। বছর খানেক আগে 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র শো-তে জয়ন্তবাবু অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেখানেই বলিউডের শাহেনশা অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাত হয় তাঁর। তখনই তিনি নাকি উপলব্ধি করেন, বিশিষ্ট মানুষের সান্নিধ্যে আসলে আলাদা একটা উপলব্ধি হয়। জানা গেছে, 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' সিজন ১৬-এর হটসিটে বসে গোঘাটের আগাই গ্রামের জয়ন্ত দুলে ছুঁয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চনের হৃদয়। কেবিসির মঞ্চে জয়ন্ত জানিয়েছিলেন, তাঁর গ্রাম ও বাড়িতে স্যানিটেশনের অভাবের কথা। সেই

কথা শুনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। জয়ন্তর বাড়িতে তিনি নিজে শৌচাগার তৈরি করে দেবেন। কথা রেখেছেন 'বিগ বি'। ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে জয়ন্তর অ্যাকাউন্টে পাঠান দুই লক্ষ টাকা। সেই অর্থেই তৈরি হয়েছে নতুন শৌচাগার। যার গায়ে লেখা গ্রিফটেড বাই অমিতাভ বচ্চন। বর্তমানে জয়ন্ত স্বামী বিবেকানন্দ কলেজ অফ এডুকেশনে গেস্ট লেকচারার হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বলেন,'অমিতাভ স্যার শুধু কথা রাখেননি, আমাদের জীবনে সম্মানও ফিরিয়ে দিয়েছেন।' গোঘাটের একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম হল আগাই। স্বাভাবিক ভাবেই স্নানাগারের অভাব ছিল গ্রামের অথবা জয়ন্তর পরিবারে। শো-তে জয়ন্তবাবু তাঁর পরিবারের ওয়াশরুমের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সেই সময়ই অমিতাভ বচ্চন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জয়ন্তবাবুকে। কথা দিয়ে কথা রাখলেন অমিতাভ বচ্চন। জয়ন্তবাবু অমিতাভ বচ্চনের পাঠানো টাকায় ওয়াশরুম তৈরি করেন এবং নির্মল সমাজ গড়ে তোলার বার্তা দেন। সবমিলিয়ে অমিতাভ বচ্চনের উপহার পেয়ে আপ্লুত গোঘাটের প্রত্যন্ত গ্রামের ওই পরিবার। আসলে নিজের মানবিকতায় আবারও হৃদয় জিতলেন অমিতাভ বচ্চন।

পুলিশি কাজে বাধা, গ্রেপ্তার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পুলিশের কাজে বাধা এবং পুলিশের উপর আক্রমণের অভিযোগে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে গ্রেপ্তার করল আউশগ্রাম থানার পুলিশ। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম গোলাম মোল্লা। তাঁর বাড়ি আউশগ্রামের বেলেমাঠ গ্রামে। গোলাম মোল্লা অমরপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি পদে রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসের ২৭ তারিখ অমরপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান এবাদত শেখকে বেলেমাঠ মোড়ে ব্যাপক মারধর করা হয় বলেই অভিযোগ। তারপর জখম এবাদত শেখকে বর্ধমানের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। এরপর পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান এবাদত শেখের স্ত্রী মোমেনা বেগম। আর এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্বপরিবারে পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে ধর্নায় বসেন এবাদত শেখ। আর এবাদত শেখকে মারধরের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত আনামত শেখ ওরফে বাবুকে ১ অক্টোবর পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে আনার সময় ধৃত অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি গোলাম মোল্লার নেতৃত্বে হামলা চালানো হয় বলেই অভিযোগ। তাতে একজন এসআই সদানন্দ দে-সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা জখম হন। সেসময় পুলিশের কাছ থেকে অভিযুক্ত আনামত শেখকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগও ওঠে। এরপরেই পুলিশ একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে। ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার রাতে গোলাম মোল্লাকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পাশাপাশি প্রাক্তন প্রধান এবাদত শেখের উপর হামলার ঘটনায় জাকির মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বেলেমাঠের বাসিন্দা ধৃত জাকির মোল্লাকে বুধবার রাতে বাড়ি থেকে ধরে পুলিশ। ধৃত গোলাম মোল্লা ও জাকির মোল্লাকে বর্ধমান আদালতে তোলা হয় বৃহস্পতিবার। তবে এই ঘটনায় তৃণমূলের অস্বস্তি বেড়েছে একথা বলাই যায়। যদিও বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

হরিপালে শব্দবাজি, ডিজে সাউন্ড নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শব্দবাজি ও ডিজে বক্স নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বছরভর পুজো উদ্যোক্তাদের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে পুলিশকেও। কিন্তু সেই ছবিটা এবার আমূল বদলে গিয়েছে। লক্ষ্মীপুজোর বিসর্জনে শব্দবাজি না ফাটিয়ে এবং ডিজে সাউন্ড বক্স না বাজিয়ে নজির গড়লেন হরিপালের মানুষ। কয়েক বছর আগেও লক্ষ্মীপুজোর বিসর্জনে সাউন্ড বক্সের আওয়াজে কানপাতা দায় হয়ে পড়ত হরিপালে। ডিজের শব্দে কেঁপে উঠত ঘরবাড়ি। বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ফাটানো হতো নিষিদ্ধ শব্দবাজি। বাজির বিকট শব্দে অনেকের কানে তালা লেগে যেত। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিপালে লক্ষ্মীপুজোর বিসর্জনে শব্দবাজি এবং ডিজের তাণ্ডব রুখতে কয়েক বছর আগে থেকেই সচেষ্ট হন পরিবেশকর্মীরা। স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারে নামেন তাঁরা। ধীরে ধীরে মানুষ সচেতন হওয়ায় গত বছর থেকেই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। বাজি ও ডিজে বক্স বিরোধী মঞ্চের সদস্যদের দাবি, মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার দুপুর পর্যন্ত লক্ষ্মীপুজোর বিসর্জনে হরিপালে একটাও শব্দবাজি ফাটেনি। যদিও রাস্তায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল। হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না বলেন, 'রাজ্য সরকার, পুলিশ প্রশাসন ও বারোয়ারি পুজো কমিটিগুলির মধ্যে সমন্বয়ের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। পরিবেশ নিয়েও সকলেই কমবেশি সচেতন হয়েছেন। কালীপুজোর উদ্যোক্তাদের কাছেও আমরা এই আবেদন জানাব।'

বারাসাত পুরসভার নতুন ওয়েবসাইট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুরবাসীর সমাধানে একধাপ এগিয়ে গেল বারাসাত পুরসভা। বারাসাত পুরসভার এই www.barasatmunicipality.org ওয়েবসাইটে হবে সমস্যার সমাধান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুরসভার লাইনে না দাঁড়িয়ে, নিজের বা এলাকার অভাব অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন অনলাইনের মাধ্যমে। এই অনলাইন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পুরসভা সংক্রান্ত কোনও সহায়তা পেতে সহজেই মিলবে পরিষেবা। শহর কলকাতার পাশাপাশি এবার বারাসাত পুরসভার আওতাধীন এলাকাগুলির জন্য বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল অনলাইন পরিষেবা। দীর্ঘক্ষণ লাইনে না দাঁড়িয়ে এক নিমেষে ফর্ম ফিলাপের বিনিময়ে দায়ের করতে পারেন আপনার অভাব, অভিযোগ। পুরসভার পক্ষ থেকে অভিযোগ সঠিকভাবে ভেরিফিকেশনের পর মিলবে সুরাহা, এমনই বলে আশ্বস্ত করলেন বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি। তিনি আরও বলেন, 'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা পুরবাসী বা অন্যান্যদের উন্নততর পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে যে কোনও জায়গায় থেকে তাঁরা পুরসভার পরিষেবা পেতে পারেন এবং তাঁরা জানতে পারবেন সেই পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।'

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
রেজি. অফিস: ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০০১৩।
রিজিওনাল অফিস: ১২শতল, পি এস সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর -৫, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০০৯১।

সংশোধনী

উল্লেখ্য এই সংবাদপত্রে মেসার্স বি জি এ রিয়েলটার্স (লোন অ্যাকাউন্ট নং টিসিএফএলএ ০৫৪০০ ০০০১১০৬২৫৪২) ঋণগ্রহীতার স্থাবরর সম্পত্তি বিক্রি সংক্রান্ত বিক্রয় নোটিশ ০৪.১০.২০২৫ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে একেবারে নীচে প্রকাশের তারিখে মুদ্রণ প্রমাদ ছিল। সংশ্লিষ্ট ১২.০৮.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে পড়তে হবে ০৪.১০.২০২৫।

(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে) এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন)

[কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে]

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬) (এ) বিষয় সম্পর্কিত।

এবং

অমৃতবর্ষা অ্যালয়জ প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস সাগর এস্টেট, ২, এন সি দত্ত সরণি, রুম নং ৬, ৬ষ্ঠতল, কাস্টমস হাউস, কলকাতা -৭০০০০১ বিষয় সম্পর্কিত

আবেদনকারী কোম্পানি

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (শনিবার)** অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** পরিবর্তন নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) **কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতা- ৭০০১৩৫** এর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় একটি কপি পাঠাতে পারেন :

আবেদনকারীর পক্ষে
স্বা/- বিকাশ রামশঙ্কর শ্রীবাস্তব
ডিরেক্টর

তারিখ : ১০.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে) এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন)

[কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে]

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬) (এ) বিষয় সম্পর্কিত।

এবং

সফট লিঙ্ক ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস সাগর এস্টেট, ২, এন সি দত্ত সরণি, রুম নং ৬, ৬ষ্ঠতল, কাস্টমস হাউস, কলকাতা -৭০০০০১ বিষয় সম্পর্কিত

আবেদনকারী কোম্পানি

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (শনিবার)** অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** পরিবর্তন নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) **কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতা- ৭০০১৩৫** এর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় একটি কপি পাঠাতে পারেন :

আবেদনকারীর পক্ষে
স্বা/- বিকাশ রামশঙ্কর শ্রীবাস্তব
ডিরেক্টর

তারিখ : ১০.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি: sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯৮১০৫৬২৮০৩

[রুল ৮(৬) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৪.১১.২০২৫
সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং. ১

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ০৪.১১.২০২৫ তারিখে **১৭,২৭,২০,৯৫৩.৭৩ টাকা (সতেরো কোটি সাতাশ লক্ষ বিশ হাজার নয়শো তিপ্পান্ন টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র)** ৩০.১১.২০১৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি ০১.১২.২০১৩ তারিখ থেকে আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ঋণগ্রহীতা **ভাসুকি মাইনিং অ্যান্ড মিনারেলস প্রাইভেট লিমিটেড,** যার নিবন্ধিত কার্যালয় এ-৩৯ মাওলানা আজাদ সরণি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১৬-এ অবস্থিত এবং **জামিনদারগণ- (১) শ্রী পলাশ কুমার শ্রীবাস্তব,** নিবাস- এ-৩৯ মাওলানা আজাদ সরণি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১৬, **(২) শ্রীমতী নমিতা শ্রীবাস্তব,** নিবাস- এ-৩৯ মাওলানা আজাদ সরণি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১৬, **(৩) শ্রী দিলীপ কুমার পাল,** নিবাস- এস.পি. মোড়, সিউড়ি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১১০১, **(৪) শ্রী তরুণ কুমার ঘোষ,** নিবাস- এস.পি. মোড়, সিউড়ি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১১০১ -এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **তারিখ: ১৮.০৮.২০২৫ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত**

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ, যদি কিছু থাকে, স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি (১) জেএল নং ০৬, খতিয়ান নং ১৮১, সাবেক দাগ নং ২০৩, ২১২ এবং ২১৯, হাল দাগ নং ২০৮, ২১৭ এবং ২২৪, এরিয়া ৪৭ শতক, **দলিল নং আই-৩১১২-২০০৬ সালের।** (২) জেএল নং ০৬, খতিয়ান নং ১৭৩, দাগ নং ২০৮, ২১৭এবং ২২৪, এরিয়া ২২.২৫ শতক, **দলিল নং আই-৩৯৮২-২০০৬ সালের।** অবস্থিত মৌজা : আরাইপুর, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, মোট এরিয়া কমবেশি ৬৯.২৫ শতক, **সম্পত্তি শ্রী দিলীপ কুমার পাল** এবং **শ্রী তরুণ কুমার ঘোষ -এর নামে।** দাগ নং ২০৮। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি; দক্ষিণে : সড়ক; পূর্বে : অন্যান্যর জমি; পশ্চিমে অন্যান্যর জমি। দাগ নং ২১৭ **চৌহদ্দি** : উত্তরে : অন্যান্যর জমি;দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি; পূর্বে : অন্যান্যর জমি। দাগ নং ২২৪ **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি; দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি; পূর্বে : অন্যান্যর জমি; পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি। **ডিআরটি-১ সমীপে এসএ দাখিল করা হয়েছে উল্লেখ্য এসএ নং এসএ/১৯৫-২০১৮ সালের, কিন্তু সম্পত্তি বিক্রিতে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	১,০৫,০০,০০০.০০ টাকা	১০,৫০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০.০০ টাকা	

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **Support.baanknet@psballiance.com** অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ -তে।

তারিখ: ০৯.১০.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা: ১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) ও ৯(১) এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৮.১১.২০২৫
সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ

ক্র. নং ০১

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **১৮.১১.২০২৫** তারিখে বকেয়া **০.৯৩ কোটি টাকা (০৩.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী)** পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে **শ্রী বরুণ রোশন কোহলি,** ১, পাল ম্যানশনস, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৬, বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা- ৭০০ ০২০ -এর বকেয়া আছে।
সংরক্ষিত মূল্য হবে **১,২৬,০০,০০০.০০ টাকা**। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে **১২,৬০,০০০.০০ টাকা**। বর্ধিত মূল্য হবে **৫০,০০০.০০ টাকা।**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন এবং যৌগিক আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৬০২, যা **'মুর হাইটস'**-এর ষষ্ঠ ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ১৭৮৪ বর্গফুট (যা সামান্য কম বা বেশি হতে পারে), সংযুক্ত নকশা অনুসারে লাল রেখা দ্বারা চিহ্নিত ও সীমায়িত এলাকা এবং ভবনের বেসমেন্টে দুটি (০২টি) কভার্ড কার পার্কিং স্পেস যার নম্বর বি-২৪ ও বি-২৫, এর সাথে অন্যান্য দখলদারদের সাথে যৌথভাবে ব্যবহৃত সমস্ত এবং প্রতিটি সাধারণ অংশ, স্থান, এলাকা, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধার অবিভক্ত আনুপাতিক ব্যবহারের অধিকার এবং এর সাথে সম্পর্কিত জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশীদারী স্বত্ব, স্বামিত্ব ও স্বার্থ। সম্পত্তিটি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রেমিসেস নং ৯৩, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি, থানা - রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৪০ (পূর্বে যা ৩, মুর অ্যাভিনিউ নামে পরিচিত ও নম্বরযুক্ত ছিল) পৌর প্রেমিসেসে অবস্থিত, যার কেএমসি অ্যাসেসি নম্বর - ২১০৯৭০৮২০১১৫, জেলা ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তর - ৯৪, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি (দলিল অনুসারে), দক্ষিণ - ৫৫, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি (দলিল অনুসারে), পূর্ব - ৮৯, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস রোড (দলিল অনুসারে), পশ্চিম - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি (দলিল অনুসারে)।

পরিদর্শনের তারিখ: ১১.১১.২০২৫ | বাস্তবিক দখল | যোগাযোগ নং ৯০৫১০৩৩৩৬৭

ক্র. নং ০২

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **১৮.১১.২০২৫** তারিখে। বকেয়া **২০.১৮ লক্ষ টাকা (০৩.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী)** পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে **শ্রী কল্যাণ দাস,** পিতা শ্রী হারাধন দাস, ৪৩, মহেশ মুখার্জী ফিডার রোড, আরিয়াদহ, কামারহাটি, থানা - বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ০৫৭ -এর বকেয়া আছে।
সংরক্ষিত মূল্য হবে **২৮,৬৭,০০০.০০ টাকা**। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে **২,৮৬,৭০০.০০ টাকা**। বর্ধিত মূল্য হবে **৫০,০০০.০০ টাকা।**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যার পরিমাপ কমবেশি ১২ ছটাক ১৪.৭৫ বর্গফুট, সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং ১ম তলে প্রতিটি ৩৮৫ বর্গফুট পরিমাপের নির্মাণ এবং সিঁড়ির মাথাতে ৯৫.২৩ বর্গফুট পরিমাপের কক্ষ। ঠিকানা ৪৩, এম. এম. ফিডার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫৭। জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, থানা - বেলঘরিয়া (পূর্বে - বরানগর), কামারহাটি পৌরসভার অধীনে, মৌজা - আরিয়াদহ, জে.এল.-১, আর.এস.- ১২। তৌজী নং - ১৭৩, দাগ নং - ৫৬৭১, প্রজা খতিয়ান নং - ৯১৯, প্রেমিসেস নং - ৪২৭।

পরিদর্শনের তারিখ: ১১.১১.২০২৫ | বাস্তবিক দখল | যোগাযোগ নং ৯০৫১০৩৩৩৬৭

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **Support.baanknet@psballiance.com** অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

তারিখ: ১০.১০.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-৪ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) -এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ১১.০৭.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন ঋণগ্রহীতা: ১) শ্রীমতী সীমা গুপ্ত (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ঠিকানা- ক) ফ্ল্যাট নং ৫বি, ৫ম ফ্লোর, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, পোঃ এবং থানা- একবালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩, এছাড়াও খ) ফ্ল্যাট নং সি-২বি, দ্বিতীয় তল, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, পোঃ এবং থানা- একবালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩, ২) শ্রী দিবাস গুপ্ত (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), ঠিকানা ক) ফ্ল্যাট নং ৫বি, ৫ম ফ্লোর, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, পোঃ এবং থানা- একবালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩, এছাড়াও খ) ফ্ল্যাট নং সি-২বি, দ্বিতীয় তল, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, পোঃ এবং থানা- একবালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩, ৩) শ্রী ব্রজেশ গুপ্ত (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ঠিকানা- ক) ফ্ল্যাট নং ৫বি, ৫ম ফ্লোর, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, পোঃ এবং থানা- একবালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩, এছাড়াও খ) ফ্ল্যাট নং সি-২বি, দ্বিতীয় তল, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, পোঃ এবং থানা- একবালপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৩ -কে **১,২৩,৪০,৫৮৩.০০ টাকা (এক কোটি তেইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশত তিরাশি টাকা মাত্র)** ১০.০৭.২০২৫ অনুযায়ী উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে এর সাথে পঠিত উক্ত বিধির রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে তাকে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিচে বর্ণিত সম্পত্তির **৮ অক্টোবর, ২০২৫** তারিখে দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন না করার এবং সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন **১,২৩,৪০,৫৮৩.০০ টাকা (এক কোটি তেইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশত তিরাশি টাকা মাত্র) ১০.০৭.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক -এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকীকৃত পরিসম্পদ:-

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে নিম্নলিখিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক আইডিয়াল টাওয়ার নামে পরিচিত বিল্ডিং কমপ্লেক্সের 'সি' ব্লকের দ্বিতীয় ফ্লোরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত সি-২বি ফ্ল্যাট, যার ঠিকানা ৫৭, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৩ ফ্ল্যাটের আচ্ছাদিত এলাকা হল ১২৮১ বর্গফুট (কমবেশি ১৫৩৭.২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা), সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত প্রায় ১০৬ বর্গফুট পরিমাপের স্টোর রুম নং-১ এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি মাঝারি আকারের মোটর গাড়ির জন্য আবৃত পার্কিং স্পেস, যার কভার্ড কার পার্কিং নং ১৭ এবং জমির অবিভক্ত অংশ যার সীমা পোঃ ও থানা- একবালপুর, জেলা- ২৪ পরগণা (দঃ), কলকাতা - ৭০০ ০২৩। সম্পত্তিটি শ্রীমতী সীমা গুপ্ত এবং শ্রী দিবাস গুপ্ত এবং শ্রী ব্রজেশ গুপ্তর নামে গত ২২.১০.২০২২ তারিখে ১২৮৩৪ নম্বর রেজিস্টার্ড দলিল মূলে কেনা। **সম্পত্তির চারদিকের চৌহদ্দি নিম্নরূপ:- উত্তর-** একবালপুর লেন নামে পরিচিত পৌরসভা সড়ক; **দক্ষিণ-** আংশিকভাবে ৫৭/২এ, ডায়মন্ড হারবার রোড এবং আংশিকভাবে ৫৭/ডি, ডায়মন্ড হারবার রোড; **পূর্ব-** আংশিকভাবে ডায়মন্ড হারবার রোড নামে পরিচিত পৌরসভা সড়ক এবং আংশিকভাবে ৫৭/১, ডায়মন্ড হারবার রোড; **পশ্চিম-** আংশিকভাবে ২৩এ, ২৩বি, ২৩সি এবং ২৪ একবালপুর লেন এবং আংশিকভাবে ১৩, রাজাব আলী লেন।
ফ্ল্যাটের চারদিকের চৌহদ্দি নিম্নরূপ:- উত্তর- আংশিক খোলা ও আংশিক প্রধান প্রবেশ পথ; **দক্ষিণ-** খোলা আকাশ; **পূর্ব-** ফ্ল্যাট নং ২এ; **পশ্চিম-** খোলা আকাশ।

তারিখ: **০৮.১০.২০২৫** স্বা/-
স্থান: **কলকাতা** অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস- কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. মেসার্স হনুমান কলকাতা ট্রেডার্স - (ফার্ম), ৬৩৫, শহীদ ক্ষুদিরাম বোস সরণি, পোঃ - ঘুঘুডাঙ্গা, থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০ ০৩০।
২. শ্রী শুভজিৎ কাঞ্জিলাল (ঋণগ্রহীতা/অংশীদার), ৬৩৫/২, শহীদ ক্ষুদিরাম বোস সরণি, পোঃ - ঘুঘুডাঙ্গা, থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০ ০৩০।
৩. শ্রীমতী সঞ্চারী চ্যাটার্জী (ঋণগ্রহীতা/অংশীদার), ৬৩৫/২, শহীদ ক্ষুদিরাম বোস সরণি, পোঃ - ঘুঘুডাঙ্গা, থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০ ০৩০।

বিষয়: ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এলগিন রোড শাখা থেকে গৃহীত আপনাদের এমএসএমই ওসিসি লোন অ্যাকাউন্ট নং ৬৪২৫২৮১৭৬৮ সংক্রান্ত।

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন অংশীদারি সংস্থা এবং ঋণগ্রহীতা।
আপনাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয়জন হলেন উপরোক্ত ঋণের অংশীদার/ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা, যিনি প্রথমজনের দ্বারা গৃহীত ঋণের জামিন হিসেবে তাঁর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন।
আপনাদের প্রথমজনের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং প্রথমজন নিচে উল্লিখিত তারিখে তা গ্রহণ করেছিলেন।

ক্র. নং	সুবিধার প্রকৃতি	সীমা টাকায়	উপলব্ধ তাং	বর্তমান পরিমান (টাকায়)	এমওআই (০৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী)
১.	এমএসএমই ওসিসি ট্রেড ওয়েল	৬০,০০,০০০/-	১০.০৭.২০২৫	৫৯,৯৯,৯৮০.০০	২,২১,৫৭১.০০

আপনাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয়জন উপরোক্ত সুবিধাগুলির জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন:

ক্র. নং	তারিখ	বিবরণ	সম্পাদন করেছেন
১	১০.০৭.২০২৪	যৌথ এবং এককভাবে প্রদেয় ডিমান্ড প্রমিসরি নোট (ডি২)	আপনাদের ২য় এবং ৩য় জন অংশীদার হিসাবে
২	১০.০৭.২০২৪	ওপেন ক্যাশ ক্রেডিটের চুক্তি (ডি১০৫)	আপনাদের ২য় এবং ৩য় জন অংশীদার হিসাবে
৩	১০.০৭.২০২৪	স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী চুক্তি (ডি১০১)	আপনাদের ২য় এবং ৩য় জন অংশীদার হিসাবে
৪	১০.০৭.২০২৪	গ্যারান্টির চুক্তি (ডি৫৭)	আপনাদের ২য় এবং ৩য় জন ব্যক্তিগতভাবে
৫	১০.০৭.২০২৪	ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে তথ্য প্রকাশের চিঠি	আপনাদের ২য় এবং ৩য় জন ব্যক্তিগতভাবে
৬	১০.০৭.২০২৪	জামিনদাতার পক্ষ থেকে তথ্য প্রকাশের চিঠি	আপনাদের ২য় এবং ৩য় জন ব্যক্তিগতভাবে
৭	১২.০৭.২০২৪	পার্টির পক্ষ থেকে ব্যাঙ্কে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরির বিষয়টি নিশ্চিত করে চিঠি (ডি৩২)	আপনাদের ২য় এবং ৩য় জন ব্যক্তিগতভাবে

উপরে উল্লিখিত ঋণের পরিশোধ আপনাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনের মালিকানাধীন, নিম্নের তফসিল অনুসারে দেওয়া সম্পত্তির বন্ধক/ইক্যুইটেবল মর্টগেজ (ডি-৩২) দ্বারা অতিরিক্তভাবে সুরক্ষিত।
বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনারা সুদ সহ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনারা প্রত্যেকে এবং যৌথভাবে দায়বদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, বকেয়া অর্থ পরিশোধে ত্রুটি করেছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারিকৃত সম্পদ শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশিকা/নির্দেশ অনুসারে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে ০৫.১০.২০২৫ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ০৭.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আপনাদের প্রদেয় বকেয়া অর্থের পরিমাণ হল ৬২,২১,৫৫১.০০ টাকা (বাষট্টি লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশত একান্ন টাকা মাত্র) এবং উক্ত পরিমাণের উপর ০৭.১০.২০২৫ তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ প্রযোজ্য হবে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অনুসারে ঋণগ্রহীতা বলতে এমন কোনও ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যিনি ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছেন বা যিনি উক্ত আর্থিক সহায়তার জন্য জামিন দিয়েছেন অথবা মর্টগেজ সৃষ্টি করেছেন বা জামানত হিসাবে বন্ধক রেখেছেন।
অতএব, আপনাদের প্রত্যেকে এবং আপনারা সকলে, যেহেতু যৌথভাবে ও এককভাবে দায়বদ্ধ, তাই এতদ্বারা আপনাদেরকে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ০৭.১০.২০২৫ তারিখের বকেয়া ৬২,২১,৫৫১.০০ টাকা (বাষট্টি লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশত একান্ন টাকা মাত্র) ০৮.১০.২০২৫ তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। ধারা ১৩(২)-এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে আপনাদেরকে আর কোনও উল্লেখ না করেই তার নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনারা যদি আপনাদের সম্পূর্ণ দায় মেটাতে ব্যর্থ হন, তবে আমরা নিম্নের তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পত্তির বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৩(৪) অনুসারে আমাদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করব। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং আপনাদের দাবি পালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আইনের ধারা ১৩(১৩)-এর বিধান অনুসারে, ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির (নিম্নের তফসিলে দেওয়া) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করা যাবে না।
বলা বাহুল্য যে, ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য যে কোনও প্রতিকারের উপর কোনও ক্ষতিপূরণ না সাপেক্ষে এই নোটিশ আপনাদের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। (অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, বর্তমানে ডিআরটি/আরও অফ ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতে বিচারাধীন প্রক্রিয়াগুলির সাথে এগিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/অর্জিত আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের উপর কোনও ক্ষতিপূরণ না সাপেক্ষে এই নোটিশ জারি করা হয়েছে)। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ব্যাঙ্ক আপনাদের পক্ষ থেকে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল ডিসকাউন্ট, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়-এর কারণে উদ্ভূত হতে পারে এমন দায় পরিশোধ করার জন্য আপনাদেরকে আহ্বান জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।
নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত ১৩ ধারা-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাঙ্কের যথাযথ অনুমোদিত আধিকারিক।
তফসিল- যে সম্পদগুলিতে নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল:

বন্ধকীকৃত সম্পত্তি: সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি- ২০০৯৮৩৬৯৮৩৬৩, সিকিউরিটি আইডি- ৪০০৯৮১৯২৩৩১৩	সম্পত্তি ও ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার নম্বর ১, যা বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত এবং এর সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৯৫০ বর্গফুট, যাতে রয়েছে ৩টি শয়ন কক্ষ, ১টি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা। ফ্ল্যাটটি ৪ কাঠা ৪ ছটাক পরিমাপের (বাস্তবিক পরিমাপ অনুসারে ৪ কাঠা, যা সামান্য কম বা বেশি হতে পারে) জমি-এর উপর নির্মিত, যা সিএস দাগ নং ১৮৯৬ এবং ১৯৮৭ এর সাথে সম্পর্কিত আর এস দাগ নং ৫০৭১ এবং ৫০৮৩, সিএস খতিয়ান নং ৫৪০ এর সাথে সম্পর্কিত আর এস খতিয়ান নং ১৭৩৬ এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি মৌজা - কালিদহ, জে এল নং ২৩, তৌজী নং ১২৯৮/২৮৩৩ রে সু নং ১৬ তে অবস্থিত। এর পৌর হোল্ডিং নং ৬৬৮, শহীদ ক্ষুদিরাম বোস সরণি, সাউথ দমদম পৌরসভা এলাকার ১৭ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমার মধ্যে, থানা - দমদম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৩০। সম্পত্তিটি শুভজিৎ কাঞ্জিলাল এবং সঞ্চারী চ্যাটার্জীর মালিকানাধীন। দলিল নং ১৬১৩১/২০২৩।	**সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর-** ১৬ ফুট চওড়া এসকেবি সরণি; **দক্ষিণ-** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ; **পূর্ব-** হোল্ডিং নং ৪৩৪, এসকেবি সরণি; **পশ্চিম-** আর.এস. দাগ নং ৫০৮৩ এবং আর.এস. দাগ নং ৫০৭১। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তর-** এই ভবনের সাধারণ পথ দ্বারা; **দক্ষিণ-** সাধারণ পথ এবং সিকিউরিটি রুম দ্বারা; **পূর্ব-** এই ভবনের সাধারণ পথ দ্বারা; **পশ্চিম-** সিঁড়ি এবং ভবনের সাধারণ পথ দ্বারা।

তারিখ: ০৭.১০.২০২৫, স্থান: **কলকাতা** স্বা/- **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর উপ রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত।

এবং

বরুণ কার এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস- ভিআইপি রোড, মণ্ডলগাঁথি কৈখালি, কলকাতা- ৭০০০৫২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। ....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "পাঞ্জাব রাজ্যে" পরিবর্তন নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিওন) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতা- ৭০০১৩৫ এর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় একটি কপি পাঠাতে পারেন:
বরুণ কার এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
ভিআইপি রোড, মণ্ডলগাঁথি কৈখালি, কলকাতা-৭০০০৫২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

বরুণ কার এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
(বরুণ খান্না)
ডিরেক্টর
তারিখ: ১০.১০.২০২৫
স্থান: কলকাতা-পশ্চিমবঙ্গ
ডিন: ০৫৫৬৯১৯০

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ- ২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১ ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত বিশেষভাবে লোন/ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণকারী ঋণগ্রহীতা(গণ) একাধিকবার নোটিশ পাঠানোর পরও ব্যাঙ্কের বকেয়া প্রদান করেননি। আর ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক।
সাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)এর সাথে কোনওরূপ লেনদেন করলে ব্যাঙ্কের আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের শর্ত সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদারের(গণ) কে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বকেয়া পরিশোধ করে অন্যথায় ব্যর্থ হলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা/প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতাগণ/ডিরেক্টরগণ/জামিনদাতাগণ/অংশীদারগণ/স্বত্বাধিকারীগণ এর নাম এবং ঠিকানা

ঋণগ্রহীতার নাম:
মেসার্স মোহন মোটর উদ্যোগ প্রা লি.
২২৬/১, এজেসি বোস রোড, নগর: কলকাতা, জেলা: কলকাতা, রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন: ৭০০০২০।

ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম:
১) শ্রী সন্দীপ বাজাজ, ঠিকানা: ৮৩২, ব্লক পি, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩ (প ব)।
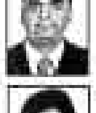
২) শ্রীমতী প্রীতি বাজাজ, ঠিকানা: ৮৩২, ব্লক পি, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩ (প ব)।

ইউনিটের নাম: মেসার্স মোহন মোটর উদ্যোগ প্রা লি.
মোট বকেয়া: ৩৭.০৮ কোটি টাকা ২০.০৩.২০১৯ অনুযায়ী(পরবর্তী সুদ গুণ ইত্যাদি সহ)

তারিখ : ১০.১০.২০২৫ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি

আদিত্য কুমার, পিতা- প্রদীপ কুমার (ঋণগ্রহীতা), চাকদিওয়ান, শেখপুরা, পোঃ এবং থানা- শেখপুরা, জেলা- শেখপুরা, রাজ্য- বিহার, পিন -৮১১১০৫।
বীণা দেবী, স্বামী- প্রদীপ কুমার (জামিনদার), চাকদিওয়ান, শেখপুরা, পোঃ এবং থানা- শেখপুরা, জেলা- শেখপুরা, রাজ্য- বিহার, পিন -৮১১১০৫।

বিষয়: ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, টালিগঞ্জ শাখা-তে আদিত্য কুমার এবং বীণা দেবী-এর লোন অ্যাকাউন্ট নং ৭৮৪৫৯৮৮৩৩৭১ সংক্রান্ত।

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন একজন ব্যক্তি/একক মালিকানা প্রতিষ্ঠান/অংশীদারি সংস্থা/কোম্পানি। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন বর্তমানে বা সর্বদাই জামিনদার। আপনাদের প্রথমজন হলেন বন্ধকদাতা যিনি আপনাদের উভয়ের দ্বারা গৃহীত ঋণের বিপরীতে তাঁর/তাঁদের সম্পত্তি জামানত হিসেবে প্রদান করেছেন। আপনাদের উভয়ের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনাদের উভয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
হোম লোন HLB4564930/2023-24	৩৫.০০ লক্ষ টাকা

আপনাদের প্রথমজন ও দ্বিতীয়জন উপরোক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন:

সুবিধার প্রকৃতি	নথির প্রকৃতি
হোম লোন	১. ০৯/০৮/২০২৪ তারিখের স্যাংশন টিকিট এবং ১৩/০৮/২০২৪ তারিখের স্যাংশন টিকিটের শর্তাবলী স্বীকৃতির রসিদ। ২. ১৩/০৮/২০২৪ তারিখের ডিমান্ড প্রমিসরি নোট। ৩. ১৩/০৮/২০২৪ তারিখের গৃহ ঋণের জন্য ডি-১২৮ টার্ম লোন চুক্তি। ৪. ১১/১১/২০২৪ তারিখের ডি-৩২ বন্ধকদাতার চিঠি যেখানে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরির জন্য দলিল জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উক্ত ঋণের পরিশোধ আপনাদের মালিকানাধীন, নিম্নের তফসিল অনুসারে, ২৯৭, রাজা রাম মোহন রায় রোড, ওয়ার্ড নং ১২১, ডাক ঠিকানা বিত, জয়শ্রী পার্ক, থানা- বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৩৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা-তে অবস্থিত জি ৪ তলা ভবনের প্রথম ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে থাকা ফ্ল্যাট নং ১এ (১১৬০.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা), যাতে রয়েছে ৩টি শয়ন কক্ষ, ১টি রান্নাঘর, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ১টি টয়লেট, ১টি ডাব্লিউসি এবং ১টি বারান্দা, তার বন্ধক/হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে। ফ্ল্যাটটি ৪ কাঠা ১৩ ছটাক ৪৪.৮৫ বর্গফুট পরিমাণ বাস্তু জমির অবিভক্ত অংশের সাথে সংযুক্ত। উক্ত ভবনের চৌহদ্দি নিম্নরূপ- উত্তর- ২০ ফুট কেএমসি রোড, দক্ষিণ- সিএস প্লট নং ৫২২, পূর্ব- প্লট নং ৪, পশ্চিম- প্লট নং ২।
বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনারা সুদ সহ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনারা প্রত্যেকে এবং যৌথভাবে দায়বদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, বকেয়া অর্থ পরিশোধে ত্রুটি করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারিকৃত সম্পদ শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশিকা/নির্দেশ অনুসারে লোন অ্যাকাউন্টটিকে ০৫/১০/২০২৫ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
০৭.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আপনাদের প্রদেয় মোট বকেয়া নিম্নরূপ-

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭৮৪৫৯৮৮৩৫১	৩৪,৩৯,১৫৮.০০ টাকা	৯২,০০৬,০০ টাকা	৩৫,৩১,১৬৪.০০ টাকা
	মোট		৩৫,৩১,১৬৪.০০ টাকা

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অনুসারে ঋণগ্রহীতা বলতে এমন কোনও ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যিনি ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছেন বা যিনি উক্ত আর্থিক সহায়তার জন্য জামিন দিয়েছেন অথবা মর্টগেজ সৃষ্টি করেছেন/দায় সৃষ্টি করেছেন। অতএব, আপনাদের প্রত্যেকে এবং আপনারা সকলে, যেহেতু যৌথভাবে ও এককভাবে দায়বদ্ধ, তাই এতদ্বারা আপনাদেরকে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **০৭/১০/২০২৫ তারিখের বকেয়া ৩৫,৩১,১৬৪.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার একশত চৌষট্টি টাকা মাত্র)** সুদ সহ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। ধারা ১৩(২)-এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদেরকে আর কোনো উল্লেখ না করেই তার নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনারা যদি আপনাদের সম্পূর্ণ দায় মেটাতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাঙ্ক নিম্নের তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পত্তির বিরুদ্ধে আইনের ১৩(৪) ধারা অনুসারে তার নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং আপনাদের দাবি পালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আইনের ১৩(১৩) ধারা-এর বিধান অনুসারে, ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির (নিম্নের তফসিলে দেওয়া) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করা যাবে না।
বলা বাহুল্য যে, ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য যে কোনও প্রতিকারের উপর কোনও ক্ষতিপূরণ না সাপেক্ষে এই নোটিশ আপনাদের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, বর্তমানে ডিআরটি/আরও অফ ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতে বিচারাধীন প্রক্রিয়াগুলির সাথে এগিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/অর্জিত আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের উপর কোনও ক্ষতিপূরণ না সাপেক্ষে এই নোটিশ জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ব্যাঙ্ক আপনাদের পক্ষ থেকে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল ডিসকাউন্ট, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়-এর কারণে উদ্ভূত হতে পারে এমন দায় পরিশোধ করার জন্য আপনাদেরকে আহ্বান জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেইসি অ্যাক্ট-এর ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা জামানতগুলির উপর আপনাদের মুক্তকরার অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।"
নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত ১৩ ধারা-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাঙ্কের যথাযথ অনুমোদিত আধিকারিক।
তফসিল- যে সম্পদগুলিতে নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল:
বন্ধকীকৃত সম্পত্তি :- সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি : ২০০৯৮৫১৬৫৩২৮; সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি- ৪০০৬৮৩৩৩৩৩১৫
সমস্ত সম্পত্তি ও তার এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ফ্ল্যাট নং ১এ (১১৬০.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা), যাতে রয়েছে ৩টি শয়ন কক্ষ, ১টি রান্নাঘর, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ১টি টয়লেট, ১টি ডাব্লিউসি এবং ১টি বারান্দা, যা জি+৪ তলা ভবনের প্রথম ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, সাথে ৪ কাঠা ১৩ ছটাক ৪৪.৮৫ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির অবিভক্ত অংশ। সম্পত্তিটি ২৯৭, রাজা রাম মোহন রায় রোড, এল আর দাগ নং ৪৩৪ এবং ৪৩৪/৯৮৯ এর অধীনে পূর্ববর্তী এল আর খতিয়ান নং ৬১৫ এবং বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ১১৩৩ এবং ১১৪৪ এবং সি এস খতিয়ান নং ৩৮, মৌজা মন্ডলপাড়া, জে এল নং ৬, আর এস নং ১৯০, তৌজী নং ৮০, পরগনা মাগুরা, থানা - বেহালা, কলকাতা পৌরসংস্থার ১২১ নং ওয়ার্ডের অধীনে অবস্থিত এবং এর সংশ্লিষ্ট ডাক ঠিকানা বিত, জয়শ্রী পার্ক, থানা - বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৩৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ফ্ল্যাট নং এমআর-৮০৬ (৯৬৯ বর্গফুট) যা সিদ্ধা লেক ভিলে-এর অষ্টম ফ্লোরে, উত্তর দিকে, টাওয়ার ১এল, মেরিনাতে অবস্থিত। প্রেমিসেস নং ৫৬১এ, (পুরানো ৫৬১) বনহুগলি কৃষি জমি, লেক ভিউ পার্ক রোড, হোল্ডিং নং ৪ (পুরানো নং ১২৯০), ১৫ নং ওয়ার্ড, (পুরানো নং ৩১/২৯), মৌজা - পালপাড়া, জে এল নং ৭, আর এস দাগ নং ৩২, ৩৫, ৪৭, খতিয়ান নং ২ এবং ৮১৯, আর এস দাগ ৩৬, ৩৯, ৪৩, ৪৭, ৭৬, ১২৯, ১৩৩, ১৪৬-১৫০, ৫৪৯, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, খতিয়ান নং ৮১০, মৌজা - নওয়াপাড়া, জে এল নং ৯, থানা - বরানগর পৌরসভা, কলকাতা - ৭০০ ১০৮, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। ফ্ল্যাটটিতে রয়েছে ৩টি শয়ন কক্ষ, ১টি রান্নাঘর, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ২টি টয়লেট, লবি এবং ১টি বারান্দা এলাকা, এবং সাথে ১৩৫ বর্গফুট পরিমাপের ১টি খোলা মেকানিক্যাল কার পার্কিং।
স্বত্বাধিকারী : শ্রী আদিত্য কুমার।
সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর দিকে- ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড দ্বারা; **দক্ষিণ দিকে-** সিএস প্লট নং ৫২২ দ্বারা; **পূর্ব দিকে-** প্লট নং ৪ দ্বারা; **পশ্চিম দিকে-** প্লট নং ২ দ্বারা।

তারিখ: ০৭.১০.২০২৫, স্থান: **কলকাতা** স্বা/- **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ভিন রাজ্যে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়লেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, দলীয় কর্মী ও জনপ্রতিনিধিরা। শুধু পাশে দাঁড়ানোই নয়, সব ধরনের সরকারি সাহায্যেরও ব্যবস্থা করেন বিধায়ক। স্বাভাবিকভাবেই দুঃখের মধ্যেও কিছুটা স্বস্তি মৃতের পরিবারের সদস্যদের।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা সন্দেশখালি দুই নম্বর ব্লকের থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল সন্দেশখালির পরিযায়ী শ্রমিক আকবর গাজী'র। মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই মৃত শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধিরা। বেড়মজুর ২ নম্বর অঞ্চলের ধুপখালি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন আকবর গাজী, তিনি গিয়েছিলেন অন্ধপ্রদেশে কাজে। দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলায় তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে তাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে বলে মানসিক চাপে ছিলেন। কয়েকদিন আগে হঠৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সেখানকার একটি হাসপাতালে মারা যান তিনি। ওই

শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই মৃত শ্রমিকের পরিবারের বাড়িতে যান সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, সন্দেশখালি দুই নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দিলীপ মল্লিক ও সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মিজানুর রহমান মোল্লা-সহ এলাকার বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধিরা। তাঁরা গিয়ে মৃত শ্রমিকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। আর্থিক সাহায্য করার পাশাপাশি তাঁদের নানান ধরনের সরকারি সুযোগ সুবিধা দ্রুত পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন বিধায়ক। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন, মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে, তাঁদের সবরকমভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছি।'

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ- ২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭১ ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: শম্ভু কুমার সিং, ই-মেইল আইডি : clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ৮১৩০৩৩৩২৪৮

পরিশিষ্ট-৪-এ এবং ২ এ
[রুল ৮(৬) ও রুল ৬(২) তে বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) ও রুল ৬(২) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১০.১১.২০২৫
সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০.১১.২০২৫ তারিখে ২৪,৩৭,৯৯,৪৬০.৮২ টাকা (চব্বিশ কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার চার শত ষাট টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র) এবং** ৩১.১২.২০১৬ অনুযায়ী সুদ তদুপরি ০১/০১/২০১৭ তারিখ থেকে আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **ঋণগ্রহীতা মেসার্স কল্যাণেশ্বরী মেটালস প্রাইভেট লিমিটেড,** যার রেজিস্টার্ড অফিস ৩৫, সি আর অ্যাভিনিউ, ৫ম তল, কলকাতা- ৭০০ ০১২ এবং এর জামিনদারগণ (১) শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল, পিতা শ্রী বানওয়ারী লাল আগরওয়াল (জামিনদার), এসএ- ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০১৭, **(২) শ্রী বানওয়ারীলাল আগরওয়াল,** পিতা মোতিলাল আগরওয়াল (জামিনদার), এসএ- ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০১৭- এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়- তারিখ- ০৪.১১.২০২৫ সময়- সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত

(জ্ঞাত দায়, যদি কিছু থাকে,সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি)
কারখানার জমি যার পরিমাপ ৩৩৮.৩১ শতক/ডেসিমেল, সাথে প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি (স্ক্রাপ মূল্য ২০ লক্ষ টাকা), যা নিম্নলিখিত দাগ নম্বরগুলির উপর অবস্থিত (১৬২.০০ শতক/ডেসিমেল মৌজা - খুদিকা, জে.এল. নং ২৮, দাগ/প্লট নং ১১৫৪, ১১৫২, ১১৫৫, ১১৪৯, খতিয়ান নং এল.আর. ৮৩৬/১, ১২৯, ৮৩৬, ৪৩৪, ২০৪, ৫৫৮, স্বত্ব দলিল নং ২৬/০৭, ৭৫০৯/০৬, ৭৫০৭/০৬, ৭৫০০৬/০৬) এবং (১৭৬.৩১ শতক/ডেসিমেল মৌজা - রামপুর, জে.এল. নং ১৮, দাগ/প্লট নং ১২৭, ১২৯, ১১৫, ১২৮, ১২৯, ১২৫/৩১২, ১২৫/৩১২, ১১৬, ১২৫/৩১২, খতিয়ান নং এল.আর. ৫৬, ৫৬, ৫৭, ২২, আর.এস. ৮৭, এল.আর. ৫৬, ৯৫, ১২২, ১৯৫, ১১৭, ৮৫, ৭৯, ৫১, স্বত্ব দলিল নং ৬২২/৯৯, ২৫১/০৭, ২৮৬৩/৯৯, ৫৩৬৬/০৩, ১৫৪৬/০৬, ১৪৬৭/০৬, ৭৫০৮/০৬, ১৩৭৬/০৬) যা থানা- কুলটি, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-এ **মেসার্স কল্যাণেশ্বরী মেটালস প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে আছে। (জমির কিছু অংশ সীমানা প্রাচীরের বাইরে থাকতে পারে)।**	ক) ৩,২৫,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৩২,৫০,০০০.০০ টাকা বিড বর্ধিত মুল্য- ২,০০,০০০.০০ টাকা

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক https: //BAANKNET.com দেখুন ।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com-এ বা ৮২৯১২২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন

তারিখ: ১০.১০.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস- কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৬(২) ও ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতিকী /বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা) -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি করা হবে "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে", আগামী **৩১.১০.২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টা** থেকে বিকাল ৫.০০ টা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর প্রাপ্য নিম্নে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে পুনরুদ্ধারের জন্য।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতার নাম অ্যাকাউন্ট নম্বর ও শাখা	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) দখলের প্রকার খ) সম্পত্তির ওপর দায়/দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমান ঙ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ চ) সম্পত্তি আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
শ্রী প্রদীপ দে (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা), ঠিকানা প্রেমিসেস নং- ১৩/এ/৬, ফতেপুর ফার্স্ট বাই লেন, শিবনগর খেলার মাঠের কাছে, ওয়ার্ড নং ১৩৬, থানা- মেটিয়াবুরুজ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০২৪। অ্যাকাউন্ট নং ৫০৩৮৭২৯২৬৭০ শাখা এসএমই ফাইন্যান্স	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও আবাসিক ভবন (জি + ২) তিনতলা ভবন সমন্বিত সম্পত্তি, যার প্রেমিসেস নং - ও-১৩/এ/৬, ফতেপুর ফার্স্ট বাই লেন, শিবনগর খেলার মাঠের কাছে, ওয়ার্ড নং ১৩৬, কলকাতা - ৭০০ ০২৪, থানা - মেটিয়াবুরুজ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা-তে অবস্থিত। মৌজা - গার্ডেন রিচ, শিট নং ১০৬, ১০১, তৌজী নং - ৬৭, আর.এস. দাগ নং - ৪, আর.এস. খতিয়ান নং - ২। জমির পরিমাপ - ১ কাঠা ১০ ছটাক ১২ বর্গফুট। **চৌহদ্দি উত্তর** : দিকে কেএমসি নর্দমা দ্বারা; **দক্ষিণ :** দিকে ৪ ফুট সাধারণ পথ এবং রাজা দে-এর সম্পত্তি দ্বারা; **পূর্ব:** দিকে রাজা দে-এর সম্পত্তি দ্বারা; **পশ্চিম :** দিকে ৪ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৩৪,৪২,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩,৪৪,২০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB050387292670 ছ) ১১,২৫,০৩৫.৬৮ টাকা (এগারো লক্ষ পঁচিশ হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র) ৩০.০৪.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী

জন্য।পরিদর্শনের তারিখ: ২৮.০৯.২০২৫ থেকে ২৮.১০.২০২৫, সময়: সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ৩১.১০.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম , (১) https://www.baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (**https: //baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://baanknet.com**
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের বিশদ: ৭০০৩৩১২২৩

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)- এর ও প্রতি

তারিখ : ২৫.০৮.২০২৫ / স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) -এর অধীনে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়।

লটে সম্পত্তি (নিম্নে বর্ণিত)	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	যে সময় পর্যন্ত
ক্র. নং. ১ থেকে ১২	অনলাইন: ১১.১১.২০২৫	বিকাল ৩.০০ টে পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার বাস্তবিক/ গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**" **এবং** "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [উক্ত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলে আছে]

লট নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ এবং সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিবরণ
১.	**শাখার নাম:** আমতলা (০৭৮৯২০) **অ্যাকাউন্টের নাম: শেরফুল ইসলাম** **শেরফুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মোঃ ফজলুল হক, গ্রাম- বাদশা নগর, পোঃঅঃ- সোনাতিকুড়ি, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৭৫। **আব্দুর রহমান (জামিনদার),** পিতা- মৃত জংলি শেখ, গ্রাম- বাদশা নগর, পোঃঅঃ- সোনাতিকুড়ি, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ১৭৫। **মোঃ ফজলুল হক (জামিনদার),** পিতা- মৃত জংলি শেখ, গ্রাম- বাদশা নগর, পোঃঅঃ- সোনাতিকুড়ি, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৭৫। **রেজাউল হক (জামিনদার),** পিতা- মৃত জংলি শেখ, গ্রাম- বাদশা নগর, পোঃঅঃ- সোনাতিকুড়ি, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৭৫।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং দোতলা আবাসিক ভবন, যা মৌজা- সোনাটিকুড়ি, জেএল নং ১৪, এল আর প্লট নং ৪০৯৫, এল আর খতিয়ান নং ১৮৭০, জমির প্রকার- ভিটি, পরিমাপ ০.১০ একর, সারবাঙ্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। সম্পত্তিটি ১৯৭৬ সালের ১৫৪৫ ও ৮১০ নং বিক্রয় দলিল অনুসারে এডিএসআর আমতলা, মুর্শিদাবাদ-এ নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ১) আব্দুর রহমান ২) মহঃ ফজলুল হক ৩) রেজাউল হক।** তারা সকলেই মৃত জংলি শেখ-এর পুত্র। **(দখল- প্রতীকী)**	ক) ১৮.০২.২০২২ খ) ১৫.০৬.২০২২ গ) ৯,৪৮,৭৮১.২৪ টাকা **(নয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাত শত একাশি টাকা এবং চব্বিশ পয়সা মাত্র) ১৮.০২.২০২২ তারিখ** অনুযায়ী, উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত ১৩.০৯.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ এবং তার সাথে হালনাগাদ সুদ ও নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা কৃত খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৬,৭৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৭,৯০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১১.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২.	**শাখার নাম:** বহরমপুর (০২২৯২০) **অ্যাকাউন্টের নাম: দেবাশিস চক্রবর্তী** **দেবাশিস চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- জীবনানন্দ চক্রবর্তী, ভাকুড়ি, ঠাকুরপাড়া, পোঃঅঃ- চালতিয়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫। **রীনা চক্রবর্তী (জামিনদার)** স্বামী- দেবাশিস চক্রবর্তী, ভাকুড়ি, ঠাকুরপাড়া, পোঃঅঃ- চালতিয়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাণিজ্যিক অফিস স্পেস, যা 'গোধূলি আবাসন' নামক জি+৫ তলা আরসিসি ফ্রেম কাঠামোর ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২/৫ নং ইউনিটে অবস্থিত এবং যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ২১৯ বর্গফুট। এটি ভাকুড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ৫৭ নং হোল্ডিং, বিবেকানন্দ পল্লীর সাথে সম্পর্কিত। সম্পত্তিটি মৌজা- গোরাবাজার, জেএল নং ৯০, সিএস প্লট নং ২৬৪১, এল আর প্লট নং ৬৬৭৩, আরএস প্লট নং ২৭৮০, সিএস খতিয়ান নং ১২১২, এল আর খতিয়ান নং ১৩০৬২, আরএস খতিয়ান নং ১৮১৮, জমির প্রকার- ভিটি, মোট পরিমাপ ১.১৬৫ একর, যার মধ্যে ০.৬৬ একর নির্দিষ্ট এবং যার মধ্যে ০.২৮০৫ একর ২০১৬ সালের ১৮৩২ নং বিক্রয় দলিল অনুসারে; পোঃ ও থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। **স্বত্বাধিকারী: দেবাশিস চক্রবর্তী,** পিতা- জীবনানন্দ চক্রবর্তী। **(দখল- প্রতীকী)**	ক) ০৭.০১.২০২২ খ) ২১.০৪.২০২২ গ) ৬,৫৬,৭৯০.১৯ টাকা **(ছয় লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার সাত শত নব্বই টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র) ০৭.০১.২০২২ তারিখ অনুযায়ী,** ৩১.১২.২০২১ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ এবং তার সাথে পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৪,৩১,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৩,১০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১১.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩.	**শাখার নাম:** বহরমপুর (৪৪৬৬০০) **অ্যাকাউন্টের নাম: মোস্তাফা কামাল** **মহঃ মোস্তাফা কামাল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মহঃ মোসলেম আলী, গ্রাম+ পোঃঅঃ- পুলিন্দা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ), পিন- ৭৪২১৩৪।	আবাসিক জমি ও ভবন, যা ২৩.১০.২০১৩ তারিখের ৬৭৫৯/২০১৩ নং দানপত্র দলিল দ্বারা সম্পাদিত। সম্পত্তিটি মৌজা- পুলিন্দা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। জমির জেএল নং ১৪, প্লট নং ৫০৭৫, ৫০৭৬ ও ৫০৭৭, এল আর খতিয়ান নং ৪৯৯১, পরিমাপ ০.১১ একর, প্রকার- ভিটি। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ মোস্তাফা কামাল,** পিতা- মোঃ মোসলেম আলী। **(দখল- প্রতীকী)**	ক) ১৯.০৭.২০১৯ খ) ০৬.১১.২০১৯ গ) ১০,৪৬,৪৬০.৮৬ টাকা **(দশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চার শত ষাট টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা মাত্র) ১৯.০৭.২০১৯ তারিখ অনুযায়ী,** ৩০.০৬.২০১৯ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ এবং তার সাথে পুঞ্জীভূত অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৬,৬২,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৬,২০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১১.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৪.	**শাখার নাম:** মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০) **অ্যাকাউন্টের নাম: আজিমুদ্দিন মন্ডল** **আজিমুদ্দিন মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আবসার মন্ডল, গ্রাম- শিবনগর, পোঃঅঃ- গুধিয়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং ভবন, যা এল আর প্লট নং ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৮৯, ৫৯০, খতিয়ান নং এল আর- ২২৪২, মৌজা- বারান্দা, জেএল নং- ৭৫, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ আনুমানিক ৩.৩ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি আজিমুদ্দিন মন্ডল, পিতা- আবসার মন্ডল-এর নামে আছে। **স্বত্বাধিকারী: আজিমুদ্দিন মন্ডল,** পিতা- আবসার মন্ডল। **(দখল- প্রতীকী)**	ক) ০২.১১.২০১৮ খ) ২২.০১.২০১৯ গ) ৬,৮০,৭৫৬.৫০ টাকা **(ছয় লক্ষ আশি হাজার সাত শত ছাপ্পান্ন টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ০২/১১/২০১৮ তারিখ অনুযায়ী,** ৩০.০৯.২০১৩ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ এবং তার সাথে পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১০,১১,০০০.০০ টাকা খ) ১,০১,১০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা	ক) ১১.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৫.	**শাখার নাম:** মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০) **অ্যাকাউন্টের নাম: মেঘনা ফার্টিলাইজার্স সামাউল শেখ (ঋণগ্রহীতা), মেসার্স মেঘনা ফার্টিলাইজার্সের স্বত্বাধিকারী** পিতা- হারুন রশীদ, গ্রাম- কাপাসডাঙ্গা, পোঃঅঃ- জাফরাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ। **হারুন রশীদ (জামিনদার)** পিতা- মৃত ফরমান শেখ, গ্রাম- কাপাসডাঙ্গা, পোঃঅঃ- জাফরাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যা দাগ/প্লট নং ১৪২৫, খতিয়ান নং ১১৩৭, মৌজা - কাপাসডাঙ্গা, জে.এল.নং ৮৩, থানা - মুর্শিদাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। পরিমাপ প্রায় ০১ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি হারুন রশীদ, পিতা- মৃত ফরমান শেখ-এর নামে আছে। **স্বত্বাধিকারী: হারুন রশীদ,** পিতা- মৃত ফরমান শেখ। **(দখল- প্রতীকী)**	ক) ১৪.০৬.২০১৬ খ) ২১.০৯.২০১৬ গ) ৯,৬০,৯১৭.০০ টাকা **(নয় লক্ষ ষাট হাজার নয় শত সতেরো টাকা মাত্র),** উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা কৃত খরচ এবং তার সাথে পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৬,৭৬,০০০.০০ টাকা খ) ৬৭,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা	ক) ১১.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৬.	**শাখার নাম:** নিমতলা চুনাখালী (০৭০০২০) **অ্যাকাউন্টের নাম: হাবিবুর রহমান** **হাবিবুর রহমান (ঋণগ্রহীতা),** **মেসার্স নেহা স্টেশনারীর স্বত্বাধিকারী** পিতা- মোঃ আবু বক্কার শেখ, গ্রাম- কুদবাপুকুর, পোঃঅঃ- মুক্তিনগর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০২। **খাদিজা খাতুন বিবি (জামিনদার)** স্বামী- হাবিবুর রহমান, গ্রাম- কুদবাপুকুর, পোঃঅঃ- গোপীনাথপুর, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৯।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং একতলা বাণিজ্যিক তথা আবাসিক ভবন, যা মৌজা- জানমুহাম্মাদপুর, জেএল নং ১১২, এল আর প্লট নং ২৬০, এল আর খতিয়ান নং ২৪৮০, পরিমাপ ২.০৭ ডেসিমেল খাদিজা খাতুন বিবি-র নামে এবং এল আর খতিয়ান নং ২৪৮১, পরিমাপ ২.০৬ ডেসিমেল হাবিবুর রহমান-এর নামে, মোট পরিমাপ (২.০৭ + ২.০৬) = ৪.১৩ ডেসিমেল, জমির প্রকার ভিটি, হাতি নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। সম্পত্তিটি ২০১০ সালের ২২৭৬ নং বিক্রয় দলিল অনুসারে এডিএসআর বহরমপুর-এ নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ১. হাবিবুর রহমান,** পিতা- মহঃ আবু বক্কার শেখ, **২. খাদিজা খাতুন বিবি,** স্বামী- হাবিবুর রহমান। **(দখল- প্রতীকী)**	ক) ২৬.০৯.২০২২ খ) ২৩.০২.২০২৩ গ) ১,৭৩,৪০৭.৫০ টাকা **(এক লক্ষ তিহাত্তর হাজার চার শত সাত টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ২৬.০৯.২০২২ তারিখ অনুযায়ী,** ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ, এবং উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত অতিরিক্ত সুদ, হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা কৃত খরচ এবং তার সাথে পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১২,১৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,২১,৯০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা	ক) ১১.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৭.	**শাখার নাম:** আজিমগঞ্জ (০৯৩০২০) **অ্যাকাউন্টের নাম: মদন ঘোষ** **শ্রী মদন ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- হরাধন ঘোষ, গ্রাম - মোরালপাড়া বেনীপুর, আজিমগঞ্জ, পোঃঅঃ- গরশামা ও থানা- জিয়াগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১২২। **শ্রীমতী রিকু ঘোষ (জামিনদার)** স্বামী- শ্রী মদন ঘোষ, গ্রাম - মোরালপাড়া বেনীপুর, আজিমগঞ্জ, পোঃঅঃ- গরশামা ও থানা- জিয়াগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১২২।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং একতলা আবাসিক ভবন, যা মৌজা- বেনীপুর, জেএল নং ৫৩, মোট পরিমাপ ৪ ডেসিমেল, জমির প্রকার - ভিটি, মুকুন্দবাগ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- জিয়াগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত এবং যা নিম্নলিখিত দলিল দ্বারা আবৃত- ১) ২০০৯ সালের ২২৩২ নং বিক্রয় দলিল মদন ঘোষ-এর নামে, আর.এস. প্লট নং ৬৮৬, সংশ্লিষ্ট এল.আর. প্লট নং ৮২০, এবং আর.এস. প্লট নং ৬৮৭, সংশ্লিষ্ট এল.আর. প্লট নং ৮১৭, আর.এস. খতিয়ান নং ২৫৩, ৩১১ এবং পুরানো এল.আর. খতিয়ান নং ৫৪২, ৫৭১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৫৫, পরিমাপ ২ ডেসিমেল। ২) ২০১৭ সালের ৮৩১ নং বিক্রয় দলিল মদন ঘোষ-এর নামে, আর.এস. প্লট নং ৬৮৬, সংশ্লিষ্ট এল.আর. প্লট নং ৮২০, এবং আর.এস. প্লট নং ৬৮৭, সংশ্লিষ্ট এল.আর. প্লট নং ৮১৭, আর.এস. খতিয়ান নং ২৫৩, ৩১১ এবং পুরানো এল.আর. খতিয়ান নং ৫৪২, ৫৭১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৫৫, পরিমাপ ২ ডেসিমেল। উভয় দলিলই এডিএসআর অফিস আজিমগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ-এর অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: শ্রী মদন ঘোষ,** পিতা- হরাধন ঘোষ। **(দখল- প্রতীকী)**	ক) ০৪.১২.২০২৩ খ) ১৮.০৪.২০২৪ গ) ৫,২৬,১৭৯.০০ টাকা **(পাঁচ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এক শত উনআশি টাকা মাত্র) ৩০.১১.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী,** ৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ এবং উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত অতিরিক্ত সুদ, হালনাগাদ সুদ এবং উক্ত সম্পদগুলির দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা কৃত খরচ এবং তার সাথে পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৮,২৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮২,৪০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১১.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৮.	**শাখার নাম:** বার্তানাবাদ (১৩০২২০) **অ্যাকাউন্টের নাম: মিজানুল ইসলাম শেখ** **মিজানুল ইসলাম শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আজির আলী শেখ, গ্রাম- আলীনগর, পোঃঅঃ- কালীগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৫। আজের আলী শেখ (জামিনদার), গ্রাম- আলীনগর, পোঃঅঃ- কালীগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৫।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন, যার পরিমাপ প্রায় ৩.৩০ ডেসিমেল, আর.এস. প্লট নং ৮৩০, এল আর দাগ নং ৯২৩, এল আর খতিয়ান নং ২১৬২, মৌজা- বিলাসপুর, জে.এল. নং ২৮, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। সম্পত্তিটি ১৬৩০৪ নং দলিলের মাধ্যমে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি মিজানুল ইসলাম শেখ, পিতা- আজের আলী শেখ-এর নামে আছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- আছিয়া বিবি; দক্ষিণ দিকে- চাট্টার আলী শেখ; পূর্ব দিকে- আসান আলী শেখ; এবং পশ্চিম দিকে- রাস্তা। **স্বত্বাধিকারী: মিজানুল ইসলাম শেখ,** পিতা- আজির আলী শেখ। **(দখল- প্রতীকী)**	ক) ০৩.০১.২০১৯ খ) ১৪.০৩.২০১৯ গ) ৪,৭৫,৭০৬.৫০ টাকা **(চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাত শত ছয় টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১২,৭৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,২৭,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা	ক) ১১.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৯.	**শাখার নাম:** বার্তানাবাদ (১৩০২২০) **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স প্রিন্স মেডিসিন সেন্টার** **মেসার্স প্রিন্স মেডিসিন সেন্টার স্বত্বাধিকারী: সাহাবুল ইসলাম, (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- আব্দুল মজিদ শেখ, গ্রাম-জুরানপুর, পোঃঅঃ-জুরানপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৪০৬, পঃবঃ। **আব্দুল মজিদ শেখ (জামিনদার),** গ্রাম- জুরানপুর, পোঃঅঃ- জুরানপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৪০৬, পঃবঃ।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন, যা দাগ/প্লট নং এল.আর. - ১১৮৩, ১১৮৪, খতিয়ান নং এল.আর.- ১৭৬৮/১, মৌজা - জুরানপুর, জে.এল.নং ৬৭, জেলা - মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। পরিমাপ প্রায় ২৬.০০ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি আব্দুল মাজিদ শেখ-এর নামে আছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- আজিজুল ইসলাম; দক্ষিণ দিকে- আব্দুল আজিজ; পূর্ব দিকে- আব্দুল রাশিদ; এবং পশ্চিম দিকে- রাস্তা। **স্বত্বাধিকারী: আব্দুল মজিদ শেখ।** **(দখল- প্রতীকী)**	ক) ১১.১২.২০১৭ খ) ১৩.০৩.২০১৮ গ) ৭,৭৫,০০০.০০ টাকা **(সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র),** উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত অতিরিক্ত সুদ, হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা কৃত খরচ এবং তার সাথে পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১১,০২,০০০.০০ টাকা খ) ১,১০,২০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা	ক) ১১.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১০.	**শাখার নাম:** মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০) **অ্যাকাউন্টের নাম: দিলরুবা খাতুন** **দিলরুবা খাতুন (ঋণগ্রহীতা)** কন্যা- জালালুদ্দিন শেখ, গ্রাম- খুনিয়াপুকুর, পোঃঅঃ- ভৈরবপুর, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২। **বেগম হোসনেয়ারা রওশন (জামিনদার)** স্বামী- মহঃ আয়ার আলী, গ্রাম- খুনিয়াপুকুর, পোঃঅঃ- ভৈরবপুর, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২। **বাগবুল রশিদা বিবি (জামিনদার)** স্বামী- আব্দুল হোসেন, গ্রাম- খুনিয়াপুকুর, পোঃঅঃ- ভৈরবপুর, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং দোতলা ইটের তৈরি আবাসিক তথা বাণিজ্যিক ভবন, যা মৌজা- বেগম নগর, জেএল নং ৯৪, সাবেক প্লট নং ১৮০৬, এল আর প্লট নং ১৮৪০, পুরাতন খতিয়ান নং ২১৫৪, এল আর খতিয়ান নং ৪১২৫, পরিমাপ ৩ ডেসিমেল, জমির প্রকার- বাড়ি, তেঁতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, তেঁতুলিয়ায় অবস্থিত, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ। সম্পত্তিটি ২০০৯ সালের ১২ নং দান দলিল অনুসারে এডিএসআর লালবাগ-এ নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ১. বেগম হোসনেয়ারা রওশন,** স্বামী- মোঃ আয়ার আলী, **২. বাগবুল রশিদা বিবি,** স্বামী- আব্দুল হোসেন, গ্রাম- খুনিয়াপুকুর, পোঃঅঃ- ভৈরবপুর, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২। **(দখল- প্রতীকী)**	ক) ০৮.০১.২০২৪ খ) ২০.০১.২০২৪ গ) ১৩,৮০,২৫৪.৪৮ টাকা **(তেরো লক্ষ আশি হাজার দুই শত চুয়ান্ন টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা মাত্র) ৩১.১২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী,** ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ এবং উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত অতিরিক্ত সুদ, হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা কৃত খরচ এবং তার সাথে পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৫,৩৬,০০০.০০ টাকা খ) ৫৩,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা	ক) ১১.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১১.	**শাখার নাম:** আউরাঙ্গাবাদ (১৫৩০২০) **অ্যাকাউন্টের নাম: রুমি স্টীল ফার্নিচার** **মেসার্স রুমি স্টীল ফার্নিচার,** **স্বত্বাধিকারী- ফারুক হোসেন খান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মোঃ মাসুম খান, গ্রাম- মধুপুর, পোঃঅঃ- দাফাহাট, আউরাঙ্গাবাদ, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৪, পশ্চিমবঙ্গ।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন, যা দাগ/প্লট নং এল.আর.- ১০৩, খতিয়ান নং আর.এস. - ৬০, এল.আর. - ২৬৫, মৌজা - মধুপুর, জে.এল.নং ৫৫, জেলা - মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। পরিমাপ প্রায় ০.০৩ একর। সম্পত্তিটি নওতারা বিবি, স্বামী- মোঃ মাসুম খান -এর নামে আছে। এবং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যা দাগ/প্লট নং এল.আর. - ২৭, খতিয়ান নং এল.আর. - ২৪৮, মৌজা - মধুপুর, জে.এল.নং ৫৫, জেলা - মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। পরিমাপ প্রায় ৬.০০ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি ফারুক হোসেন খান, পিতা- মোঃ মাসুম খান-এর নামে আছে। **স্বত্বাধিকারী: ফারুক হোসেন খান,** পিতা- মোঃ মাসুম খান। **(দখল- প্রতীকী)**	ক) ০৯.১২.২০১৩ খ) ১০.১২.২০১৮ গ) ১০,৬৫,২০৩.৪২ টাকা **(দশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুই শত তিন টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র)** উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত অতিরিক্ত সুদ, হালনাগাদ সুদ এবং উক্ত সম্পদগুলির দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা কৃত খরচ এবং তার সাথে পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৬,৪১,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬৪,১০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১১.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১২.	**শাখার নাম:** লক্ষ্মীপুর (১১৬৭২০) **অ্যাকাউন্টের নাম: আশিক ইকবাল** **আশিক ইকবাল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- ফজলুল হক, গ্রাম- লক্ষ্মীপুর, পোঃঅঃ- রঘুনাথপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৩। **ফজলুল হক (জামিনদার)** পিতা- মৃত সোলেমান বিশ্বাস, গ্রাম- পাঁচগাছিয়া, পোঃঅঃ- সাদিকপুর, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৩। **জালেনূর বিবি (জামিনদার)** স্বামী- ফজলুল হক, গ্রাম- পাঁচগাছিয়া, পোঃঅঃ- সাদিকপুর, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৩।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং আংশিক তিনতলা বাণিজ্যিক তথা আবাসিক ভবন, যা মৌজা- কাঁকড়ামারি, জেএল নং ৭৬, এল আর প্লট নং ২২১, ২২২, এল আর খতিয়ান নং ১৪৮৬, ১৪৮৭, পরিমাপ (০.১ + ০.০৫৫ + ০.০১২৫) = ০.১৬৭৫ একর, জমির প্রকার- ভিটি, লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। সম্পত্তিটি ১৯৯৩ সালের ৭৫৬০, ২০০৬ সালের ১০৭০১, ২০০৯ সালের ১২৪৭৫, ২০০৯ সালের ৯২০১ নং বিক্রয় দলিল অনুসারে এডিএসআর, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ-এ নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ১. ফজলুল হক,** পিতা- মৃত সোলেমান বিশ্বাস, **২. জালেনূর বিবি,** স্বামী- ফজলুল হক, গ্রাম- পাঁচগাছিয়া, পোঃ- সাদিকপুর, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৩। **(দখল- প্রতীকী)**	ক) ০৪.০৬.২০২২ খ) ০৭.০৯.২০২২ গ) ১৭,০৬,৩৯৫.৮৭ টাকা **(সতেরো লক্ষ ছয় হাজার তিন শত পঁচানব্বই টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র) ০৪.০৬.২০২২ তারিখ অনুযায়ী,** ২৫.০১.২০২২ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ এবং উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত অতিরিক্ত সুদ, হালনাগাদ সুদ এবং উক্ত সম্পদগুলির দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা কৃত খরচ এবং তার সাথে পুঞ্জীভূত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৯২,৬৬,০০০.০০ টাকা খ) ৯,২৬,৬০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১১.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :
১. সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে "**যেখানে যেমন আছে**" **এবং** "**যেখানে যা আছে**" **এবং** "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে।
২. অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩. অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনো কারণ না দেখিয়েই যেকোনো সময় নিলামের শর্তাবলী গ্রহণ বা সব নিলামের ডাক প্রত্যাখ্যান করার, যদি তা গ্রহণযোগ্য না হয়, অথবা নিলাম স্থগিত/বাতিল/মুলতবি/বন্ধ বা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৪. ক্রেতাকে রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সহ সমস্ত বিধিবদ্ধ বকেয়া / আনুষঙ্গিক খরচ/ অন্যান্য বকেয়া বহন করতে হবে।
৫. **নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে এই বিক্রয় হবে। নিলামটি ১১.১১.২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত https://baanknet.com ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠিত হবে।**
৬. **বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://baanknet.com এবং https://www.pnbindia.in/EAuction.aspx দেখুন।**
৭. **বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য, আগ্রহী ক্রেতারা শ্রী নীল মণি (সিএম এবং অনুমোদিত অফিসার) মোবাইল: ৯১৬৩১৭৬১৯২ -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।**

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৯.১০.২০২৫
স্থান: বহরমপুর

শ্রী নীল মণি
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মুম্বইয়ে মোদী-কিয়ের বৈঠক

মুম্বই, ৯ অক্টোবর: মুম্বইয়ের রাজভবনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে প্রতিনিধি-পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। এরপর যৌথ প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী স্টার্মারের নেতৃত্বে ভারত ও ব্রিটেনের সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এই জুলাই মাসে, আমার ব্রিটেন সফরের সময় আমরা ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারত ও ব্রিটেন প্রাকৃতিক অংশীদার। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের মতো মূল্যবোধে পারস্পরিক আস্থা আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি। বিশ্বব্যাপী অস্থিতিশীলতার বর্তমান যুগে, ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়েছে। আজকের বৈঠকে আমরা ইন্দো-প্যাসিফিক, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে আলোচনা করেছি। ইউক্রেন সংঘাত এবং গাজার ইস্যুতে, ভারত আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমে শান্তির জন্য সমস্ত প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আমরা সামুদ্রিক নিরাপত্তা বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

ভারতের গতিশীলতা ও ব্রিটেনের দক্ষতা একত্রে অনন্য সমন্বয় তৈরি করে, বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'ব্রিটেনের ১.৮ মিলিয়ন শক্তিশালী ভারতীয় সম্প্রদায় আমাদের অংশীদারিত্বের একটি জীবন্ত সেতু। ব্রিটিশ সমাজ ও অর্থনীতিতে তাদের মূল্যবান অবদানের মাধ্যমে তারা আমাদের দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা জোরদার করেছে।' মোদীর কথায়, 'ভারতের গতিশীলতা এবং ব্রিটেনের দক্ষতা একসঙ্গে একটি অনন্য সমন্বয় তৈরি করে। আমাদের অংশীদারিত্ব বিশ্বস্ত, প্রতিভা এবং প্রযুক্তি দ্বারা চালিত।'

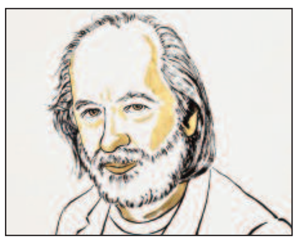

সাহিত্যে নোবেল হাঙ্গেরির লেখকের

■ এই বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন হাঙ্গেরিয়ান লেখক লাস্লো ক্রাসনাহোরকাই। বৃহস্পতিবার সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করেছে।

সিরাপ প্রস্তুতকারক সংস্থার মালিক ধৃত

■ গ্রেপ্তার হল বিষাক্ত কাশির সিরাপ প্রস্তুতকারক সংস্থা 'শ্রীসান ফার্মা'র মালিক রঙ্গনাথন। বুধবার গভীর রাতে চেন্নাই থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে ২০টি শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ওই কাশির ওষুধ নিয়ে।

বিপুল অঙ্কের প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন যোগীর

লখনউ, ৯ অক্টোবর: বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের জালৌন জেলায় ১,৭০৬ কোটি টাকা মূল্যের ৪৮টি বড় প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রকল্পগুলিতে সড়ক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, জল কর্পোরেশন, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং নগর উন্নয়ন-সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদিন ওরাইয়ের ইন্দিরা স্টেডিয়ামে এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী যোগী মিশন শক্তি, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াডের মতো প্রকল্পের জন্য অনুদানও বিতরণ করেন। বেশ কয়েকটি বড় প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিহারা-পাল-সরসাই-রাজপুর সড়ক, যেখানে পালঘাটে যমুনা নদীর উপর একটি নতুন সেতু রয়েছে। এছাড়া কোঞ্চ-মোহ-মিহিনী-বোতান সড়ক, যেখানে যোগাযোগ সড়ক শক্তিশালী করা হয়েছে এবং পবন নদীর ধারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। ওরাই-কোঞ্চ সড়ক, ২৭.০৩ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত এবং মজবুত করা হয়েছে। গ্রিন এনার্জি করিডরের আওতায়, কুতাল ও খোদরায় ১৩২-১৩২ কেভি সাবস্টেশন এবং বিদ্যুৎ লাইনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গ্রিন এনার্জি করিডরের আওতায় মেহওয়াডা এলাকায় ৪০০ কেভি এবং ২২০ কেভি সাবস্টেশন স্থাপন, ওরাই তহসিল সদর দপ্তরে আবাসিক ও অফিস ভবন নির্মাণ এবং ওরাই-কোঞ্চ-নাদিগড়, এটা-কোরোনা, জালাওয়ান-নেহিল, আনিনা-ইরোটি এবং রাখ-খোদার-মানহাগার মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলা সড়কগুলির প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ-সহ আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

একদিন ময়দান

বিক্ষুব্ধ গ্যালারির সামনে ৫ গোল মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুপুর ২টোর পর থেকে কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গেটের সামনে চোখে পড়ল পোস্টার, 'গো ব্যাক এমবিএসজি ম্যানেজমেন্ট'। তখন মাঠে দুই দলের ফুটবলাররা গা ঘামাচ্ছেন। প্রায় জনাদশেক সমর্থক গ্যালারিতে পোস্টার নামালেন, 'লজ্জা', 'কাপুরুষদের সবুজ মেরুন জার্সিতে কোনও জায়গা নেই।' প্রায় ফাঁকা গ্যালারিতে শুরু হল ম্যাচ। মাঠে মোহনবাগানের থিম সং বাজছে। কিন্তু মাঠে বাগান সমর্থক প্রায় ছিলেনই না। ম্যাচ চলাকালীনও মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে লাগাতার বিক্ষোভ দেখিয়ে গেলেন সমর্থকরা। অবশ্য শুরুতে ফাঁকা থাকলেও ম্যাচের বয়স বাড়তে ভিড় জমিয়েছেন মোহনবাগান সমর্থকরা। তবে দলের খেলা দেখে কিছুটা হলেও স্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়লেন সমর্থকরা। গোকুলাম কেরালাকে ৫-১ গোলে হারাল মোহনবাগান।

ম্যাচে রবসন-অ্যালবার্তোদের খেলা দেখেও 'গো ব্যাক' ধ্বনি থামাননি মোহন সমর্থকরা। ম্যাচের ১১ মিনিটে রবসনের কর্নার থেকে অ্যালবার্তোর গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ২৭ মিনিটে রবসনের পাস থেকে দূরপাল্লার শটে দুর্দান্ত গোল করেন ম্যাকলারেন। মোহনবাগান যে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন এবং গোকুলাম কেরালা নেহাতই আই লিগের দল তা বোঝা গেল প্রথমার্ধেই। ৪৮ মিনিটে এড্রয়ডো মার্টিনেজের ক্রস থেকে আপুইয়ার আত্মঘাতী গোলে ফলাফল ২-১ হয়। ৫১ মিনিটে রবসনের পাস থেকে অ্যালবার্তো রদ্রিগেজ হেডে তাঁর দ্বিতীয় গোল করলেন। ৫৪ মিনিটে ম্যাকলারেনের পাস থেকে রবসন গোল করেন। গোটা ম্যাচ জুড়েই নজর কাড়লেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়াতে টম অলড্রেডকে তুলে জেসন কামিংসকে নামালেন মোলিনা। এছাড়াও অনিরুদ্ধ থাপার পরিবর্তে এলেন অভিষেক সূর্যবংশী। ৭৫ মিনিটে অভিষেক সিং টেকচামের পাস থেকে ম্যাকলারেন বল হালকা এগিয়ে দিয়ে গোলে ঢুকিয়ে দেন। একের পর এক গোল করেও নীরবে রইলেন বাগান ফুটবলাররা। বিশেষ উদযাপন করলেন না ম্যাকলারেন-অ্যালবার্তোরা। হয়তো সমর্থকদের প্রতি 'অভিমান'।

অভিমন্যুর নেতৃত্বে রঞ্জিতে বাংলা, দলে শামি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি মরশুমে রনজি ট্রফি অভিযানে মহম্মদ শামিকে রেখেই দল ঘোষণা করেছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে অক্টোবরের ১৫ তারিখ থেকেই শুরু হচ্ছে বাংলার প্রথম ম্যাচ, আর সেই ম্যাচেই দেখা যাবে ভারতের অভিজ্ঞ এই পেসারকে। গত মরশুমে বাংলার অধিনায়ক ছিলেন অনুষ্টুপ মজুমদার। কিন্তু এ বছর নেতৃত্বের ব্যাটন গিয়েছে তরুণ অভিমন্যু ঈশ্বরণের হাতে। সহ-অধিনায়ক হিসেবে থাকছেন প্রতিভাবান উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতীয় দলে জায়গা পাননি মহম্মদ শামি। শোনা গিয়েছিল, তিনি বাংলার টিম ম্যানেজমেন্টকে নিজের নাম স্কোয়াডে রাখার অনুরোধ করেছেন। বুধবার দল ঘোষণার পর সেই জল্পনার অবসান ঘটেছে। শামি রয়েছেন দলে, অর্থাৎ অভিজ্ঞ পেসারকে নিয়ে মাঠে নামছে বাংলা। শামির সঙ্গে দলে রয়েছেন আকাশ দীপ, যিনি সম্প্রতি ভারতের হয়ে খেলেছেন। এই দুই পেসার বাংলার বড় শক্তি হতে চলেছে। যদিও আরেক পেসার মুকেশ কুমার জাতীয় দলে ব্যস্ত। ব্যাটিং বিভাগে অভিমন্যুর সঙ্গে আছেন অনুষ্টুপ মজুমদার, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ ঘরামি। হেড কোচ হিসেবে দায়িত্বে আছেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা। সহকারী কোচ অরূপ ভট্টাচার্য ও শিবশঙ্কর পাল। ফিল্ডিং কোচ রণজিৎ সিং মাথারু।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

Tender invited for the work "Construction of G+4 Storied Building of Sudha Co-Operative Housing Society Ltd. At B-8/37, Kalyani , Nadia." Pre-Bid meeting to learn the details of the work will be held on 12.10.25 at 1:00 PM. All the required documents will be available in pre-bid meeting. Duration of the work:- 24 Months. Quotation submission will be started from 12.10.25 at 3:00 PM. Closing date and time of the quotation: - 19.10.25 at 3:00 PM. Quotation will be opened on 19.10.25 at 5:00 PM.

Sd- Chairman
Sudha co-operative housing society Ltd., Kalyani, Nadia.

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET
Diamond Harbour-II Dev.Block. Vill-Pana, P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS. Pin-743504, E-Mail:-Pradhan.bharidas @gmail.com

Notice of Inviting E-Tender.

1.BHGP/E-TENDER/2025-2026/17 Date-08/10/2025 Tender ID 2025_ZPHD_914114_1 to 9, 2. BHGP/E-TENDER/2025-2026/18 Date-08/10/2025 Tender ID 2025_ZPHD_914462_1 to 4 Have been invited. Contact the office of the u/s & Visit www.wbtenders. gov.in for Details. Last Date of applicaton is 17/10/2025, 01.00 P.M & 02.30 P.M.

Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas.G.P

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/035(e)/2025-26
Date: 09-10-2025

1. Construction of Revolutionary AmarendranathChattopadhyay Memorial Clock Tower beside G.T. Road at Ward No-17. Under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date- 03/11/2025. For Details: wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 10/EO/2025-26

E-Tenders are invited for 1 nos Electric works. Bid Submission start- 09th October, 2025, Ends- 29th October, 2025 For more details please visit www.wbtenders.gov.in or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

SHORT NIT NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
e-NIT are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
NM/APAS/NIT-04e/2025-26
ID: 2025_MAD_918909_1
Last Date of Dropping NIT 18.10.2025 up to 6.00 PM.

N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given http://nabadwipmunicipality.in

Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ এলআরসি-এসি-ইপিওএক্সওয়াই-এফএলওওআর-পিটি-I, তারিখ ০৪.১০.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ "সবধরনের এসি কোচের জন্য এপক্সি কোটিং সরবরাহ ও প্রয়োগ"। কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ ৭৬,৮০,০০০ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ১,৫৩,৬০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ ০.০০। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১.১০.২০২৫, দুপুর ২টা। ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in

(MISC-226/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 44/WS/Eng/25 Dt. 02-09-25

Bid Submission period: 16.10.25 instead of 08.10.25
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER 2nd Call
N.I.E. ET. No. 32/WS/Eng/25 Dt. 08-07-25

Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসএএনডিটি/কন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/১৪/২০২৫, তারিখ ০৭.১০.২০২৫। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ঠিকাদারের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন কন্ট্রাক্টর, অংশীদারি সংস্থা, যাঁদের পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে, থেকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নং ঃ এসএএনডিটি-কন-১৪-২০২৫-এইচডব্লুএইচ। কাজের নাম ঃ পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে ডানকুনি বালিটিকুরী ৩য় ও ৪র্থ লাইনের জন্য দখলদারী অপসারণ কাজ (ডানকুনি, ডানকুনি সিসি লাইন, ভট্টনগর ও বালিটিকুরী)। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ ২০,৪৬,৫৯,৩২৯.৯৬ টাকা। বায়না মূল্য জমা ঃ ১১,৭৩,৩০০ টাকা (এগারো লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশো টাকা মাত্র), যা এফএ অ্যান্ড সিএও/কন/পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতার অনুকূলে জমা করতে হবে। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ ০.০০। অফারের বৈধতা এবং বায়না মূল্য টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে হতে হবে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ৩০.১০.২০২৫-এ সকাল ১১টা। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। ওয়েবসাইট www. ireps.gov.in থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে 'টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য' এবং 'বায়নামূল্য' অনলাইনে জমার পর অনলাইনে বিড জমা করা যাবে। সর্বতো ভাবে পূরণ করা টেন্ডার এবং উপরিল্লিখিতমতো সকল নথিপত্র এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে www. ireps.gov.in-এ আপলোড করতে হবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার, যদি পাওয়া যায়, গ্রাহ্য না করে বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী(সমূহ) ও অন্য প্রাথমিক তথ্যাদি www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জি- নিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-এর অফিসের নোটিস বোর্ডেও বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে।

(CON-45/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-সিওএন-টিআরডি-১৭৯-২০২৫-এনআইটি, তারিখ ০৮.১০.২০২৫। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-সিওএন-টিআরডি-১৭৯-২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি ও অভিজ্ঞতা সহ বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর'স লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থাসমূহ ইত্যাদির কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। কাজের নাম ঃ "পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনে নৈহাটি থেকে রানাঘাট ৩য় লাইনের কাজ সম্পর্কিত কল্যাণী থেকে রানাঘাটের মধ্যে ই.আই. হাটের জন্য এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা এবং রাণাঘাটে ইয়ার্ড মডিফিকেশনের জন্য ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড যন্ত্রাংশ, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মার নকশা, ড্রয়িং, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ।" টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৬,৭০,৯০,৭২৬ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৪,৮৫,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ শূন্য। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২ (বারো) মাস। বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৭.১১.২০২৫-এ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং উপরিল্লিখিতমতো টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্তমতো 'টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য' ও 'বায়নামূল্য' অনলাইনে জমার পর www.ireps.gov.in-এ বিড জমা করা যাবে। উপরোক্তমতো সমস্ত নথিপত্র সমেত সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার www.ireps.gov.in-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে আলোচ্য টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) ও অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪-এর অফিসের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে।

(CON-46/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

WBCADC Bagnan Project. Howrah.
E-Tender Notice

E-bids are invited by the Officer-In-Charge WBCADC Bagnan Project, Tenpur Nabasan, Bagnan, Howrah, Pin- 711303 for the **Drainage provision for removing drainage water and storm water by water drainage system at inside campus** of Garchumuk Farm, 58 Gate, Shyampur, Howrah, Pin-711315 of NIT No.-01/E/2025-26 & ID No.- ID 2025_PRD_918537 in the website- www.wbtenders.gov.in.

Officer-In-Charge
W.B.C.A.D.C. Bagnan Project.
Date-09/10/2025

DATE CORRIGENDUM
To e-NIT No. : WBIW/EE/KIDIVISION/e-NIT- 07(e)/2025-26 SI 21.
Tender ID : 2025_IWD_902108_21

In above e-NIT, for 01 (One) no of work, Last date of submission of bid (online) will be on 22.10.2025 till 17.00 Hrs. IST instead of 08.10.2025 till 15.00 Hrs. IST. Other details may be seen in the website : www.wbtenders.gov.in and www.wbiwd.gov.in and in the office of the undersigned.

Sd/- Executive Engineer
Kakdwip Irrigation Division
Irrigation & Waterways Directorate

TENDER NOTICE

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the eNIT-15/CGP/2025-26, eNIT 16/CGP/2025 Dated-25/09/2025, eNIT- 17/CGP/2025-26 Dated 09/10/2025 AND eNIT-18/CGP/2025-26 Dated 09/10/2025 which is uploaded in the website http://wbtenders.gov.in
Tender ID-2025_ZPHD_913246_1 TO 2025 ZPHD 913246_22, 2025_ZPHD_913726_1 TO 2025_ZPHD_913726_8, 2025_ZPHD_918329_1 TO 2025_ZPHD_918329_3 AND 2025_ZPHD_918414_1 TO 2025 ZPHD_918414_8
FUND:-APAS (Amader Para Amader Samadhan) Last Date of Submission:- 14/11/2025 and 23/10/2025
Visit the said website to know about those tender.

Sd/- Prodhan
Charkalgram Gram Panchayat

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH

e-Tender Inviting Notice

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/8/2025-26, dated 08.10.2025, Fund: BEUP.** Bid Submission Start Date: **09.10.2025 at 09.00 AM.** Last Date of Bid Submission : **21.10.2025 up to 01.00 PM.** Date of Opening: **23.10.2025 at 01.00 PM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211

NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call
WBPMID/BASU/GP/NIT-03/25-26, Memo No-470, Date-23.09.2025

Tender Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **25/09/2025**. Bid Submission End Date : **16/10/2025** and Bid Opening Date : **20/10/2025.** For Details Please Visit website http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/301/e-Tender/2025-26 Dated: 09.10.2025
WBMAD/UM/302/e-Tender/2025-26 Dated: 09.10.2025

(Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025p.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

কল্যাণী পৌরসভা
নগর কেন্দ্র ঃ কল্যাণী ঃ নদীয়া ঃ পশ্চিমবঙ্গ ঃ পিন-৭৪১২৩৫

ই-দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

কল্যাণী পৌরসভা অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় বুথে বুথে আমাদের পাড়ায় আমাদের সমাধান প্রকল্পে উন্নয়ন মূলক কাজের e-Tender No. : **KLYM/PH-1/L-1/02081608/I/8818/2025/SI No-1 to 5**, এর e-Tender ID No. : **2025_MAD_918327_1 to 5**, এই ই-দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিগত গত ০৯/১০/২০২৫ তারিখে **https://wbtenders.gov.in** এবং **www.kalyanimunicipality.org** প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী দরদাতাদের সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ২৫/১০/২০২৫ তারিখের মধ্যে আবেদন পত্র **https://wbtenders.gov.in** ই-টেন্ডার মারফৎ দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর
পৌরপ্রধান, কল্যাণী পৌরসভা

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/630/25-26 Dated 09.10.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Raju Dutta Towards Champak Ghosh house at Ward No-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 148, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,19,748.00
WBMAD/ULB/RSM/631/25-26 Dated 09.10.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Chandu Hait towards Anil Show at Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 148, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 5,01,833.00
WBMAD/ULB/RSM/632/25-26 Dated 09.10.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Haren Sardar towards Sambhu Das house at Ward No-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 148, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,50,540.00
WBMAD/ULB/RSM/633/25-26 Dated 09.10.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Madan Dey towards Bipul Chowdhury house at Ward No-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 164, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 5,37,257.00
WBMAD/ULB/RSM/634/25-26 Dated 09.10.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Dipak Bhowmik towards Pritam house at Ward No-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 164, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,61,226.00
WBMAD/ULB/RSM/635/25-26 Dated 09.10.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Pintu Chakraborty towards Bumba House, at Ward No-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 164, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,75,798.00
WBMAD/ULB/RSM/636/25-26 Dated 09.10.2025	Construction of concrete road from H/O Prasen Naya towards H/O Santu Mondal & from H/O Sujan Biswas towards H/O Parimal Roy in Ward No-22, Under Rajpur- Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 193, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,57,223.00
WBMAD/ULB/RSM/637/25-26 Dated 09.10.2025	Construction of concrete road from H/O Swapan Naiya towards H/O Sumitra Sardar & from H/O Tapan Kayal towards H/O Shanti Rani Halder & from H/O Rani Ghorai towards H/O Siba Halder in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 193, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,87,655.00
WBMAD/ULB/RSM/638/25-26 Dated 09.10.2025	Construction of 4 Nos. of Culvert near H/O Shantanu Karati near Sitala Mandir near H/O Nupur & near pally Unnayan Samiti in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-193, Proposal SI No-3, Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 1,58,577.00
WBMAD/ULB/RSM/639/25-26 Dated 09.10.2025	Construction of concrete road from H/O Madan Naskar towards H/O Lalit Naskar in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 193, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,76,978.00

Bid Submission end date: **25.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN : U65990MH1991PLC060670
ওয়েবসাইট: www.tatacapital.com
রেজি. অফিস: ১২তম তল, টাওয়ার এ. পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই- ৪০০০১৩
শাখা অফিস: ৭ম ফ্লোর, ভিডিওকন টাওয়ার, ব্লক ৭ ই, ঝান্ডেওয়ালান এক্সটেনশন, করোল বাগ, নতুন দিল্লি-১১০০৫৫

পরিশিষ্ট -৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড ('টিসিএল') এক নন- ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত, রেজিস্টার্ড অফিস ১২তম তল, টাওয়ার এ পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপাত্র কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই- ৪০০০১৩ । ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল (এনসিএলটি), মুম্বই শাখা কর্তৃক ২৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে জারিকৃত নির্দেশ অনুযায়ী টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড ('টিসিএফএসএল') এবং টাটা ক্লিনটেক ক্যাপিটাল লিমিটেড ('টিসিসিএল') হস্তান্তরকারী এবং টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড ('টিসিএল') অধিগ্রহণকারী হিসেবে এর সংযুক্তি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ এবং তৎসহ পঠিত ধারা ৬৬ সংস্থান এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে (উক্ত স্কিম) অনুমোদন করেছে। সংশ্লিষ্ট শর্তাধীনে টিসিএফএসএল এবং টিসিসিএল (হস্তান্তরকারী কোম্পানিগুলি) চালু সংস্থা হিসেবে, তাদের সকল সম্পত্তি, সম্পদ, অধিকার, সুবিধা, স্বার্থ, কর্তব্য, দায়, চুক্তি, অঙ্গীকার, জামিন ইত্যাদি এবং আরও নির্দিষ্টভাবে উক্ত সংযুক্তি প্রকল্পে বর্ণিত মতে কার্যকর হবে ১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ থেকে। উক্ত নির্দেশ এবং প্রকল্প অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা নথি টিসিএফএসএল (বর্তমানে টিসিএল হিসাবে একত্রিত) সম্পাদিত এবং সংশ্লিষ্ট সকল বকেয়া টিসিএল তে স্থানান্তরিত হল এবং টিসিএল এখন থেকে সকল অধিকার প্রয়োগের অধিকারী হল।

যেহেতু, নিম্ন স্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড ('টিসিএল')-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এরপর 'অ্যাক্ট' হিসাবে উল্লিখিত) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ সহ সেকশন ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন ২২-১১-২০২৪ তারিখে এবং ঋণগ্রহীতা প্রাইম মোভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/হাইপোথিকেটর), শ্রী অজয় কোঠারি (জামিনদার) এবং শ্রী নন্দলাল কোঠারি (জামিনদার)-কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত **১৩,৮৩,১৬,১৯২.৩১/- টাকা (তেরো কোটি তিরাশি লক্ষ ষোলো হাজার এক শত বিরানব্বই টাকা এবং একত্রিশ পয়সা মাত্র)** বকেয়া অর্থ ১৮-১১-২০২৪ তারিখ অনুযায়ী এবং তার সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/হাইপোথিকেটর/জামিনদারগণ বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা উক্ত ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা, হাইপোথিকেটর, জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, টিসিএল-এর (টিসিএফএসএল-এর হস্তান্তরিত সংস্থা) অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নলিখিত বর্ণিত সম্পত্তির শারীরিক দখল গ্রহণ করেছেন। এটি ০৯.০৯.২০২৫ তারিখের মহামান্য চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, গুরুগ্রাম কর্তৃক সিআইএস নং সিআরএম ৫৪৩৫/২০২৫ পিটিশনে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে, উক্ত আইনের ১৪ ধারা এবং তার সাথে পঠিত ৮ নং বিধি বলে মাননীয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, গুরুগ্রাম-এর উপর অর্পিত ক্ষমতার ভিত্তিতে ২০২৫ সালের এই অক্টোবর মাসের ০৯ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা/হাইপোথিকেটর/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন। এই সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর দায়ের অধীন থাকবে, যার বকেয়া পরিমাণ ১৮-১১-২০২৪ তারিখ অনুযায়ী **১৩,৮৩,১৬,১৯২.৩১/- টাকা (তেরো কোটি তিরাশি লক্ষ ষোলো হাজার এক শত বিরানব্বই টাকা এবং একত্রিশ পয়সা মাত্র)**। এর সাথে চুক্তিবদ্ধ সুদের হারে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ প্রযোজ্য হবে।

উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতা (গণ)/বন্ধকদাতা/ হাইপোথিকেটর/ জামিনদার (গণ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যেখানে সুরক্ষিত সম্পদটি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

প্রাইম মোভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ

সার্ভে/ডোর পাট্টা/খাতা	উপলব্ধ নয়
প্লট নং/ফ্ল্যাট নং	আবাসিক ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নং ই-১১৪, ১১ তম তল, টাওয়ার নং ই, রাহেজাস নবোদয়া
পরিমাপ/সম্পত্তির ব্যাপ্তি	১১০ ০ বর্গফুট সুপার এরিয়া
সম্পত্তির ধরন	ফ্রি হোল্ড রাইটস
অবস্থান/ল্যান্ডমার্ক/এলাকার নাম, মহল্লা	আবাসিক ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নং ই-১১৪, ১১ তম তলে, টাওয়ার নং ই-তে ফ্রি হোল্ড রাইটস রয়েছে। ফ্ল্যাটটির সুপার এরিয়া ১১০০ বর্গফুট (৮৪৮.৮৫ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া)। সম্পত্তিটি রাহেজা'স নবোদয়া এবং সম্পাদা নামে পরিচিত কমপ্লেক্সের লেআউট প্ল্যানে অবস্থিত, সেক্টর-৯২, ওয়াজিরপুর গ্রাম, পাতৌদি রোড, গুরুগাঁও (গুরুগ্রাম) ১২২৫০৫। সেইসঙ্গে নীচের জমিতে আনুপাতিক অধিকার, সাধারণ এলাকায় আনুপাতিক অধিকার এবং কমপ্লেক্সের আপার বেসমেন্টে ইউবি-২২০ নং একটি গাড়ি পার্কিং স্পেসের অধিকার রয়েছে।
শহর/জেলা	গুরুগ্রাম (গুরুগাঁও)

তারিখ: ৯ই অক্টোবর, ২০২৫
স্থান: গুরুগ্রাম

অনুমোদিত অফিসার,
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

নীল চাষ এবং ইংরেজদের অপশাসনের ইতিহাসের অনেকটাই নিয়ে তৈরি রঘু ডাকাত

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

বাংলার ইতিহাসে ইংরেজদের শাসন, শোষণ এবং নীলকর রাজাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন মহান এবং দুর্দন্ডপ্রতাপ ব্যক্তিবর্গ। এদের মধ্যে রঘু ডাকাতের নাম অন্যতম। রঘু ঘোষ থেকে রঘু ডাকাত হওয়ার গল্পটা ইতিহাসে নানান ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন মতামত আছে এই রঘু ডাকাতকে নিয়ে। আর এই ভিন্ন মতামত কে কাজে লাগিয়েই সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে পরিচালক ধ্রুব ব্যানার্জির ছবি 'রঘু ডাকাত'। এই ছবিতে পরিচালক রঘু ডাকাতকে একটা কাল্পনিক চরিত্র হিসেবেই দেখিয়েছেন যে রঘু ডাকাত মা কালীর সন্তান এবং ইংরেজ ও নীলকর রাজাদের অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। করেছিল তীব্র প্রতিবাদ। সে গরিবদের পরিত্রাতা এবং ইংরেজ ও অত্যাচারী রাজাদের যম। লেখক উইলিয়াম ল্যাঙ্গল্যান্ড এর গল্পে পাওয়া মধ্যযুগীয় লোককথার রবিনহুডের মতো রঘু ডাকাতও বিত্তশালী জমিদার এবং নায়েবদের লুণ্ঠন করে গরিবদের বিলিয়ে দেয়।
সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস এর হাত ধরে।। শ্রীকান্ত মোহতা, মহেন্দ্র সোনি এবং দেবের যৌথ প্রযোজনায় ঐতিহাসিক পটভূমিতে নির্মিত এই ছবিটি দর্শকের মন জয় করেছে। ছবিটি শুরু হয় রঘু ডাকাতের বন্ধুর গল্প বলা দিয়ে যে বন্ধু রঘু ডাকাতের জীবন সংগ্রামের গল্পটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরেছে।
পরিচালক ছবির গল্পে উন্মোচিত করেছে নীল চাষ এবং নীল চাষীদের ওপর হওয়া নির্মম অত্যাচারের এক ভয়াবহ দিক।গল্পের শুরুতেই নীলকর সাহেব ডানকানের (এলেক্স ও নেল)অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথমে এসে রুখে দাঁড়ায় রঘু ডাকাত (দেব)। ডানকানকে শাস্তি দেওয়ার পর ডানকান সেই কথা জানায় তৎকালীন নীল চাষের অন্যতম একচ্ছত্র অধিপতি জমিদার অহীন্দ্র বর্মনের(অনির্বাণ ভট্টাচার্য) কাছে যিনি ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে নীল চাষীদের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে প্রবল অসহনীয় মৃত্যু যন্ত্রণাসম শোষণ।
এরপর ছবিটি আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়, রঘু ডাকাতের জীবনধারণ, কর্মকাণ্ড ও সর্বশেষে অহীন্দ্র বর্মনের বিনাশ দিয়ে। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন দেব, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, ইধিকা পাল, সোহিনী সরকার, রূপা গাঙ্গুলী, ওম সাহানি প্রমুখরা। মুখ্য চরিত্রে অর্থাৎ রঘু ডাকাতের চরিত্রে দেব অনবদ্য। ধীরে ধীরে অভিনয়কে কিভাবে পরিণত করতে হয় সেটা বোধহয় দেবের নখদর্পণে। এই চরিত্রে তার সাবলীল অভিনয়, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, কথাবার্তা এবং চালচলন সবকিছুই যেন চিত্তাকর্ষক যা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তার অভিনয় দেখলেই বোঝা যায় যে তিনি নিজেকে ভেঙেচুরে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন। ছবিতে সিক্স প্যাক বডিতে দেব দর্শকদের নজর কেড়েছে। অহীন্দ্র বর্মনের চরিত্রে অনির্বাণ ভট্টাচার্য অত্যন্ত সুচারু অভিনয় করেছেন। এই ছবিতে খল চরিত্রে তার অত্যন্ত বাস্তবরোচিত

অভিনয় এটাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে এই চরিত্রটা যেন তার জন্যই ছিল। তিনিই কেবল মাত্র এই চরিত্রটির জন্য যথাযথভাবে মানানসই। এই ছবিতে নেগেটিভ চরিত্রে তার নিখুঁত অভিনয় যেন অন্যান্য সমস্ত চরিত্রগুলিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এমনকি তার অভিনয় এই ছবির প্রোটাগনিস্ট দেবকেও ছাপিয়ে গেছে। তিনি যেন তার ত্রুটিহীন অভিনয়ের মাধ্যমে অন্যান্য ছবির মত এই ছবিতেও প্রমাণ করে দিয়েছে যে তিনি কত বড় মাপের একজন অভিনেতা। দেবের বিপরীতে সৌদামিনীর চরিত্রে ইধিকা পাল যথাযথ। এই ছবিতে তার অভিনয় আগের ছবিগুলির তুলনায় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। দেবের সাথে এই নিয়ে তার দ্বিতীয় ছবি এবং দ্বিতীয় ছবিতেও তিনি একই রকমভাবে প্রথম ছবির মতো লাইমলাইট নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন। রঘু ডাকাতের সদা সর্বদা সঙ্গী গুঞ্জার চরিত্রে সোহিনী সরকার যেন এক অন্যরূপে ধরা দিয়েছে দর্শকদের সামনে। তার অভিনয়ে শেষে গিয়ে দর্শকদের চোখে জল নিয়ে আসতে পারে। এই ছবিতে সোহিনী এবং দেবের আবেগপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক খুব সুন্দর ভাবে রূপায়িত করেছেন পরিচালক ধ্রুব ব্যানার্জি। ডাকাত মায়ের ভূমিকায় রুপা গাঙ্গুলী প্যারেন্টিং ফিগার হিসেবে এই ছবিতে নিজেকে যথেষ্ট সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছে। দুর্লভ রায়ের চরিত্রে ওম সাহানির অভিনয়ও বেশ প্রশংসার যোগ্য। পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করলেও এই ছবিটিতে তার ধূর্ত শেয়ালের মতো চালাক এবং ছলচাতুরি তে ভরা খল চরিত্রটিকে তিনি অভূতপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই মুখ্য চরিত্রগুলি ছাড়াও সিনেমাটিতে অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুমিত সমাদ্দার, লোকনাথ দে, অনুজয় চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা।পরিচালক খুব নিপুন হাতে সবকটি চরিত্র নিজের হাতে গঠন করেছে এবং সেগুলোর এই গল্পের বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দৃষ্টিনন্দনভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে উপস্থাপনা করেছে। এই সিনেমায় তার তৈরি সংলাপ গুলি দর্শকের মনে একেবারে গেঁথে যাওয়ার মত ক্ষমতা রাখে। বলাই বাহুল্য এইসব দিক থেকে পরিচালকের প্রশংসা প্রাপ্তি অবশ্যই কাম্য। তিনি যে এরকম বড়সড় মাপের লার্জ স্কেলের ছবিকে বাংলা সিনেমায় নিয়ে এসে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করেছেন তার জন্য পরিচালককে কুর্নিশ। এই ছবির চিত্রনাট্য এবং সিনেমাটোগ্রাফি খুবই মজবুত। পূর্ব বর্ধমানের আউসগ্রামের জঙ্গলে ছবির শুটিংয়ের দৃশ্যগুলি মনোমুগ্ধকর।

ছবিটির সংগীত পরিচালকের ভূমিকায় রয়েছেন নীলায়ান চট্টোপাধ্যায় এবং রথীজিৎ ভট্টাচার্য। উভয়ের যৌথ সংগীত পরিচালনায় এই ছবির গানগুলি ছবিটিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। ছবিটির সবকটি গানই যেন হয়ে উঠেছে অনবদ্য। এই গানগুলির মধ্যে অন্যতম এবং উল্লেখযোগ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে, 'রঘু ডাকাত টাইটেল সং এবং 'ঝিলমিল লাগে রে' নামক রোমান্টিক গানটি। এই ছবিটির যে বৈশিষ্ট্য গুলি রয়েছে সেগুলো আড়াই ঘন্টার এই ছবিটিকে একেবারে আটোসাটো এবং টানটান ভাবে উপস্থাপিত করেছে যেটা দর্শককে মনোগ্রাহী করেছে। এই ছবিটির কোথাও কোন অংশে দর্শকদের একটুও মনোযোগ বিছিন্ন হবে না। সিনেমাটির মধ্যে গ্রাফিক্স এবং স্পেশাল এফেক্টস যথেষ্ট সুস্পষ্ট। সবমিলিয়ে রঘু ডাকাত একটি জমজমাট বাংলা সিনেমা ।পরিশেষে বলা যায় রঘু ডাকাত একটি মাস কমার্শিয়াল মুভি যেটি আট থেকে আশি সকলেরই একটি মনোরঞ্জনকারী ছবি হিসেবে সিনেমা হলে সারা ফেলেছে। বাংলা ছবির ইতিহাসে ঐতিহাসিক পটভূমি কেন্দ্রিক একটি দুর্দান্ত ছবির উদাহরণ হিসেবে রঘু ডাকাত সিনেমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জুবিনের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশ

অনিন্দ্য কিশোর

জুবিনের অন্তিম যাত্রায় অসমের অলিগলি থেকে রাজপথ চোখের জলে ভাসিয়েছিলেন ১৫ লক্ষ জনতা। এখন মনে হচ্ছে ১৫ লক্ষ শুধু একটা সংখ্যা মাত্র। তার মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে পড়েছে গোটা দেশ। তাঁর অকালমৃত্যু তেমনই এক ছেদচিহ্ন এঁকে দিল ভারতীয় সঙ্গীতের ক্যানভাসে। যে কণ্ঠ অসমের জল-মাটির গন্ধ মেখে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই স্বরের আচমকা থেমে যাওয়া শুধুমাত্র এক নক্ষত্রপতন নয়, এক সাংস্কৃতিক অধ্যায়ের অসম্পূর্ণ সমাপ্তি।

এই শোকের অভিঘাত শুধুমাত্র তাঁর সঙ্গীতের জন্যই নয়। প্রধানমন্ত্রীর হৃদয় থেকে অসমের রাজপথ, বা বাংলার সাধারণ মানুষের আলাপচারিতায় যে হাহাকার উঠেছে, তা এক অনন্য জুবিনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। শিল্পীসত্তার উর্ধ্বে থাকা এক মানবদরদী, যুক্তিবাদী এবং নির্ভীক স্বরকেই যেন নতুন করে আবিষ্কার করছে দেশ। সেই সম্মিলিত শোকগাথাই উঠে এল প্রধানমন্ত্রী থেকে অসম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ক্রিকেটার থেকে আধ্যপক, গৃহবধূ থেকে সাধারণ মানুষের কথায়।

রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এক্স হ্যান্ডেলে

জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গের আকস্মিক প্রয়াণে আমি মর্মাহত। সঙ্গীতে তাঁর সমৃদ্ধ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সর্বস্তরের মানুষের কাছে তাঁর গায়কী ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি আমি আমার সমবেদনা জানাই। এর কিছুদিন পরেই, তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন; জুবিন গর্গের অকাল প্রয়াণে দেশবাসী শোকস্তব্ধ। তিনি ছিলেন এক খ্যাতনামা শিল্পী, যিনি সারা দেশেই নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। অসমিয়া সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর এক গভীর আত্মিক যোগ ছিল। জুবিন গর্গ আমাদের স্মৃতিতে চিরকাল অমলিন থাকবেন এবং তাঁর সঙ্গীত আগামী প্রজন্মকেও মুগ্ধ করে রাখবে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

জুবিনের মৃত্যুতে আমি এক ছোট ভাইকে হারালাম। অসম হারাল তার এক সঙ্গীত প্রতিভা ও সাংস্কৃতিক আইকনকে। এই শূন্যস্থান পূরণ করা অসম্ভব। তিনি শুধুমাত্র একজন গায়ক ছিলেন না; ছিলেন প্রত্যেক অসমবাসীর হৃদয়ের কণ্ঠস্বর। এক জাতীয় সম্পদ।

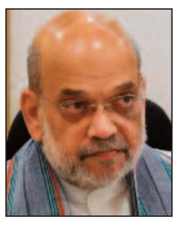

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

প্রখ্যাত শিল্পী জুবিন গর্গ জির প্রয়াণের সংবাদে আমি মর্মাহত। ভারতীয় সঙ্গীতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই শোকের মুহূর্তে তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল।

সহশিল্পীদের স্মৃতিতে জুবিন

শ্রেয়া ঘোষাল

জুবিন গর্গের মৃত্যুর খবরে আমি বিধ্বস্ত! তিনি ছিলেন আমাদের দেশের এক আইকনিক শিল্পী, এক মহাতারকা এবং এক অসাধারণ মানুষ। আমি বরাবরই তাঁর শৈল্পিক সত্তা ও কণ্ঠের অনুরাগী। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি অসমিয়া গানে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। শান্তিতে থাকুন জুবিন দা।

গায়ক শান

জুবিন প্রকৃত অর্থেই ছিলেন একজন রাজা! নিজের শর্তে বাঁচতেন... নিজের শর্তেই চলে গেলেন। আরও একবার উপলব্ধি করলাম, এমন একজন প্রিয় বন্ধু, এমন একজন উষ্ণ, সরল, নির্মল হৃদয়ের মানুষের সঙ্গে আমার যোগাযোগ রাখা হয়নি... এবং যতবারই তাঁর কথা ভেবেছি, কেন তাঁকে ফোন করিনি, এই ভেবে আফসোস হয়েছে। হয়তো অন্য কোনও এক জগতে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। চিয়ার্স, ভাই।

শিল্পীর উর্ধ্বে যে মানুষ

শিল্পীর এই প্রয়াণে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা খ্যাতনামা শিল্পীরাই নন, শিক্ষাজগৎ, সঙ্গীতজগৎ এমনকি সাধারণ মানুষেরাও জুবিনের এই শূন্যতার গভীরতা পরিমাপ করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের কথায় উঠে এসেছে জুবিনের শিল্পীসত্তার উর্ধ্বে থাকা এক অন্য পরিচয়।

ড. পাপিয়া উপাধ্যায়, অধ্যাপক, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শুধুমাত্র গায়ক হিসাবে তাঁর যে খ্যাতি, জুবিনের প্রভাব ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি প্রসারিত। তাঁর হৃদয়স্পর্শী 'ইয়া আলি' বা মর্মস্পর্শী 'জানে কেয়া জানেমন'-এর মতো গান লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে আলোড়িত করেছে ঠিকই, কিন্তু সমাজ সংস্কারক জুবিনের চিন্তা ও কর্ম মানবতার কাছে এক গভীর অর্থ পৌঁছে দিত। আদতে, এক প্রখ্যাত শিল্পীর পরিচয়ের চেয়েও তাঁর মানবদরদী সত্তাটিই ছিল প্রধান।

ঋত্বিক চ্যাটার্জি, বাংলা রঞ্জি ক্রিকেট দল

একটা ক্রিকেটারের কাছে ৯৯ তে আউট হওয়ার যে যন্ত্রনার, জুবিনদার মৃত্যু সেটাই স্পষ্ট করে দিয়ে গেল। যে দিন গুজরাতের বিরুদ্ধে বাংলার হয়ে ডবল সেঞ্চুরি করেছিলাম, হোটেলে ফিরে 'ইয়া আলি' গানটাতে আমরা উদাম নৃত্য করেছিলাম। আর কোনও সেলিব্রেশানের জুবিনদার গান বাজাতে চোখে জল চলে আসবে।

শৌভিক আচার্য, নবীন প্রজন্মের গায়ক-গীতিকার

একজন সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে আমি আমার গুরুদের কাছে বরাবর শিখেছি যে, ভাল শিল্পী হওয়ার আগে প্রয়োজন ভাল মানুষ হওয়ার। তাঁর গান আমাদের জীবন, স্মৃতি আর অনুভূতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। আমার কাছে তিনি শুধু শিল্পী নন, এক অনুপ্রেরণা, যিনি শিখিয়েছেন সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে বাঁচার প্রকৃত অর্থ কী।

সাধারণের চোখে জুবিন

অসীম কুমার রায়, সহকারী অডিট অফিসার, এজি অডিট, পশ্চিমবঙ্গ

২০০৬ সালের 'গ্যাংস্টার' ছবিতে 'ইয়া আলি' খ্যাত শিল্পী জুবিন গর্গের প্রয়াণ-সংবাদে প্রথমে সামান্যই ব্যথিত হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গীত সে ভাবে শোনা না হলেও, জুবিনকে প্রকৃত অর্থে চিনেছি তাঁর প্রয়াণের পরেই। সংবাদমাধ্যমের দৌলতে দেখেছি, কী ভাবে তাঁর জন্য অসমের মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে স্বজন হারানোর বেদনায় মুহ্যমান।

অরূপ কুমার দে, সহ-শিক্ষক, ধলতিথা সরলা বিদ্যাপীঠ

প্রয়াত শিল্পী জুবিন গর্গ এই সময়ে মনুষ্যত্বের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বাক্ষর রেখে গেলেন। জনপ্রিয়তা বা আর্থিক ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে, তিনি নির্ভীক ভাবে ঘোষণা করেছিলেন; তিনি ঈশ্বরে নন, মানুষে বিশ্বাসী। তাঁর কোনও জাত বা ধর্ম নেই, একমাত্র পরিচয় তিনি মানুষ। চণ্ডীদাসের সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই; এই অমোঘ বাণীই যেন তাঁর কণ্ঠে নতুন করে ধ্বনিত হল।

অর্ক দাস, ছাত্র, প্রথম বর্ষ (ফার্মাসি)

জুবিনের শ্রুতিমধুর কণ্ঠ ও গানের গভীর ভাব বহু হৃদয়কে স্পর্শ করলেও, সর্বভারতীয় স্তরে তাঁর পরিচিতি হয়তো সীমিত ছিল। কিন্তু তাঁর প্রয়াণের পর অসম জুড়ে যে শোকের প্লাবন দেখা যায়, তাতেই তাঁর প্রকৃত জনপ্রিয়তার পরিমাপ মেলে। সঙ্গীতাকাশের এই নক্ষত্র হয়তো খসে পড়েছে, কিন্তু বহুভাষিক এই শিল্পী তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতবাসীর স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বিনয় সিংহ, সংবাদপত্র বিক্রেতা, চুঁচুড়া

রোজ সকালে মানুষের বাড়িতে খবরের কাগজ পৌঁছে দিই। কিন্তু জুবিনদার মৃত্যুর খবরটা যেদিন প্রথম পাতায় দেখলাম, বুকটা কেঁপে উঠেছিল। কত শুনেছি ওনার 'ইয়া আলি' গানটা! সব কাগজে ওনার ছবি আর মানুষের কান্নার কথা পড়ে মনে হচ্ছিল, যেন আমাদের নিজেদের ঘরের কেউ চলে গেল। শিল্পীরা হয়তো এ ভাবেই গানে আর মানুষের ভালবাসায় বেঁচে থাকেন।

প্রিয়ঙ্কা দাস, গৃহবধূ, হুগলি

আগে জুবিনের গান অনেক শুনেছি, কিন্তু মানুষটাকে সত্যি চিনলাম তাঁর মৃত্যুর পর। ওনার জীবনদর্শন এবং কার্যকলাপ আমাকে অভিভূত করেছে। বিশেষ করে, ধর্ম-জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে মানুষকে ভালবাসার যে আদর্শ তিনি দেখিয়েছেন, তা আজকের দিনে এক বিরাট শিক্ষা। শিল্পী হিসেবে তো বটেই, একজন খাঁটি মানুষ হিসেবে তিনি আমাদের মনে চিরকাল থেকে যাবেন।